উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Arts in Education (Honours) (Education) [NED]

Course Type: Discipline Specific Core (DSC)

Course Title: Education in Pre-Independent India

Course Code: 6CC-ED-05

1st Print: January, 2025
Print Order: SC/DTP/25/012. 28/01/2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি ও জাতীয় শিক্ষানীতি (2020) অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission & NEP-2020.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Arts in Education (Honours) (Education) [NED]

Course Type: Discipline Specific Core (DSC)

Course Title: Education in Pre-Independent India

Course Code: 6CC-ED-05

: Board of Studies :

Members

Dr. Atindranath Dey
Director, SoE, NSOU, Chairman (BoS)

Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU

Dr. K. N. Chattopadhyay
Professor, Dept. of Education, University of Burdwan

Dr. Abhijit Kr. Pal
Professor, Dept. of Education, West Bengal State University

Dr. Dibyendu Bhattacharyya
Professor, Dept. of Education, University of Kalyani

Dr. D. P. Nag Chowdhury
Professor, SoE, NSOU

Dr. Papiya Upadhyay
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Nimai Chand Maiti
Professor, SoE, NSOU

: Course Writer :

Dr. Nimai Chand Maiti
Professor, SoE, NSOU

: Course Editor :

Dr. Debi Prosad Nag Chowdhury
Professor, SoE, NSOU

: Format Editor :

Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

Notification

All rights are reserved. No part of this Self-Learning Material (SLM) should reproduce in any form without permission in writing from the Registrar of Netaji Subhas Open University.

Ananya Mitra
Registrar (Add'l Charge)

Netaji Subhas
Open University

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি
6CC-ED-05

Course : Education in Pre-independent India
Course Code : 6CC-ED-05 (DSC-5)

Block-1 : Indigenous System of Education

Unit–1 : ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা 11
Unit–2 : ভারতে শিক্ষা বিস্তারে ব্রিটিশ সরকারের নীতি 22
Unit–3 : শ্রীরামপুর ত্রয়ী: মিশনারি কার্যক্রম এবং এই অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে তাদের অবদান 27

Block-2 : Educational Policy in 19th Century

Unit–4 : ?? 43
Unit–5 : ম্যাকলে মিনিট : পটভূমি এবং অবদান; উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচ 51
Unit–6 : অ্যাডামস রিপোর্ট : প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্য 69

Block-3 : National Education Movement

Unit–7 : লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি দৃষ্টিভঙ্গি 91
Unit–8 : জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 105
Unit–9 : প্রাথমিক শিক্ষার উপর গোখলের বিলের প্রভাব 118

Block-4 : Commission and Committee Reports

Unit–10 : শিক্ষা সংক্রান্ত ১০১৩ 125
Unit–11 : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৭-১৯): দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি সংক্রান্ত সমস্যা 128
Unit–12 : হার্টগ কমিটির রিপোর্ট (১৯২৯) 143

Block-5 : Contribution and Reports

Unit–13 : বাংলার রেনেসাঁয় রামমোহন রায় এবং ডিরোজিওর ভূমিকা 151
Unit–14 : উড অ্যাবট রিপোর্ট (১৯৩৭) 157
Unit–15 : সার্জেন্ট রিপোর্ট (১৯৪৪) 159

DSC–5
Education in Pre-Independent India

Objectives

After completion of course

1. Understand the educational policy development in early nineteenth century India.
2. Acquainted with the Policy adaptations for the development of Indian education during British period.
3. Understand the development of Indian education in the context of National Education Movement.
4. Be acquainted with the contributions of Rammohan Roy and Derozio for the development of Indian education during the Pre-independent period.
5. Be acquainted with the perspectives of Sargent Plan in Pre-independent India.

উদ্দেশ্য

কোর্স সমাপ্তির পরে, শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে—

1. উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে শিক্ষানীতির উন্নয়ন সম্বন্ধে জানতে পারবে।
2. ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় শিক্ষার বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, আইন, প্রতিবেদন, সনদ, কার্যবিবরণী এবং নীতি অভিযোজনের সাথে পরিচিত হবে।
3. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় শিক্ষার বিকাশ বুঝতে পারবে।
4. প্রাক-স্বাধীন সময়ে ভারতীয় শিক্ষার উন্নয়নে রামমোহন রায় এবং ডিরোজিওর অবদানের সাথে পরিচিত হবে।
5. প্রাক-স্বাধীন ভারতে সার্জেন্ট পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হবে।

BLOCK–1

Indigenous System of Education

Unit–1 : The Indigenous Education System during early 19th Century

Unit–2 : British Government Policy on spreading Education in India

Unit–3 : Sreerampore Trio : Missionary Activities and their contributions in spreading Education in the region

Unit–1 : ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা
(Indigenous Education system during early 19th century)

গঠন (Structure)

1.1 **উদ্দেশ্য** (Objectives)

1.2 **ভূমিকা** (Introduction)

1.3 **ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা** (Indigenous Education system during early 19th century)

- **1.3.1** **দেশীয় শিক্ষার ধারণা এবং উৎস** (Indigenous Education-Concept and Sources)
- **1.3.2** **দেশীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of Indigenous Education)
  - **1.3.2.1** **পাঠশালা এবং মক্তবের শিক্ষা** (Learning in the Pathshala and Maktabs)
  - **1.3.2.2** **টোল ও মাদ্রাসা শিক্ষা** (Learning in the Tols and Madrashahs)
  - **1.3.2.3** **মনিটরিয়াল সিস্টেম** (The Monitorial system)
- **1.3.3** **গণশিক্ষার ব্যাপ্তি** (The Extent of Mass Education)
- **1.3.4** **সুবিধা ও অসুবিধা** (Merits and Demerits)
- **1.3.5** **দেশীয় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা** (Relevance of Indigenous Education)
- **1.3.6** **দেশীয় শিক্ষায় স্কুলের উন্নতির ব্যবস্থা** (Measures of Improvement of Indigenous schools)
- **1.3.7** **ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে দেশীয় শিক্ষার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন** (Critical Evaluation of Indigenous Education of the early 19th century)

1.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই ইউনিট শেখার পর শিক্ষার্থীরা পারবে—

- দেশীয় শিক্ষা (Indigenous Education) বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে জানতে পারবে।
- এই ধরনের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে আমরা কোন উৎস ব্যবহার করতে পারি তা জানতে পারবে

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকার সম্পর্কে জানতে পারবে
- দেশীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য লাভ করুন, যেমন ছাত্র-ছাত্রী, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, পাঠদান পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দোষ ও গুন জানতে পারবে।
- সেসব প্রতিষ্ঠানে দেশীয় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে পারবে।
- ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেতে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে পারবে।
- কীভাবে দেশীয় শিক্ষাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া জানতে পারবে।
- নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
- শ্রীরামপুর ত্রয়ী-এর মিশনারি কার্যক্রম জানতে পারবে।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে তাদের অবদান জানতে পারবে।

1.2 ভূমিকা (Introduction)

ভারতে শিক্ষার তিনটি সমান্তরাল ধারা একই সাথে বিরাজ করেছিল, (1) প্রাচীন দেশীয়শিক্ষা ব্যবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল, (2) ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কিছু খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রচারিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং (3) ব্রিটিশদের প্রশাসনের সুবিধার্থে এবং শিল্পের জন্য দক্ষ ব্যক্তি তৈরি করার জন্য ইংরেজ প্রচারিত পাশ্চাত্য শিক্ষা। সেই সময়ে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য (পাঞ্জাব এবং সীমান্ত বাদে) সমগ্র দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তারা পলাশী (1757), বক্সার (1764) এবং অ্যাংলো মাইসোর যুদ্ধ (1766-1799) এবং অ্যাংলো মারাঠা যুদ্ধে (1772-1818) বিজয় লাভকরে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে ভারতের কোনো দেশীয় শক্তি আর ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারেনি। এইভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানিটি ধীরে ধীরে অধিগ্রহণকৃত অঞ্চলগুলিতে নতুন প্রশাসন স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়। এবং ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পেরেছিল যে শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে তাদের প্রশাসনিক এখতিয়ারে আনতে হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই পদক্ষেপগুলি ধীরে ধীরে ব্রিটিশ আমলে এবং তার পরে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার রূপ নেয়। এইভাবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যা ব্রিটিশ আমলে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়।

আমরা এখানে দেশীয় শিক্ষা (Indigenous Education) ব্যবস্থার চরিত্র ও ব্যাপ্তি যা ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রচলিত ছিল যাকে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি বলা যেতে পারে তা আলোচনা করব। পরবর্তীকালে আমাদের সাধারণভাবে ব্রিটিশ শিক্ষানীতি ঠিকঠাক বিশ্লেষণের

মাধ্যমে এই শিক্ষাব্যাবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এই ইউনিটের শেষ অংশে, আমরা বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য মিশনারি কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করব এবং বিশেষ করে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর বিস্তৃত কার্যকলাপ এবং বিশেষভাবে শ্রীরামপুর ত্রয়ী ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের দিকে নজর দেব, এর গুণ ও দোষ এবং সারবত্তা এবং উপযুক্ত উন্নতি ও সম্প্রসারনের মাধ্যমে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রণালী যে বিকশিত হয়েছে তা দেখব।

1.3 উনিশ শতকের গোড়ার দিকে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা (The Indigenous Education System during early 19th Century)

1.3.1 দেশীয় শিক্ষা: ধারণা এবং উৎস (Indigenous Education- Concept and (ources)

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মানব সমাজগুলি তাদের বসবাসের পরিবেশের সাথে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড় রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন যুগে এবং তাদের শিক্ষাগত নীতিগুলি ভারতের চিরাচরিত জ্ঞান ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানেকে গুরুত্ব দান করেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও ঐতিহ্যের মূলে থাকা জ্ঞান ব্যবস্থা যা ভারতীয়রা অনাদিকাল থেকে অনুশীলন করে আসছে এবং তা ব্রিটিশ শিক্ষা নীতির দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে গতানুগতিক স্থানীয় জ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আধুনিক ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাতে বিশ্বব্যাপী মানব সমাজকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে তাদের অগণিত মিথস্ক্রিয়ায় ঘটাতে সাহায্য করে, কৃষি এবং পশুপালনে; শিকার, মাছ ধরা এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য লড়াই প্রাকৃতিক Phenomena গুলির নামকরন ও ব্যাখ্যা দান করেছে।

দেশীয় শিক্ষার ধারণা (Concept of Indigenous Education)

'দেশীয়শিক্ষা' (Indigenous Education) শব্দটি এমন কিছুকে বোঝায় যা স্ব-অর্জিত বা স্ব-শিক্ষিত এবং নিজের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী এটি ব্যবহার করার এবং এমনকি এতে নিজের মত করে পরিবর্তন করে শিখে নেওয়া যায়। 'দেশীয়শিক্ষা' হল 'স্থানীয়' জ্ঞান যা একটি প্রদত্ত সমাজ এবং তার সংস্কৃতির উৎস। এটি তার সাংস্কৃতিক মূলধন। এটি একটি প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, প্রধানত বা শুধুমাত্র মুখের কথা অনুশীলন, আচার, শিল্প ও কারুশিল্প এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য দিকগুলির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। সেই সমাজের ব্যক্তিদের জীবনের প্রায় সব দিকই জ্ঞান ও শিক্ষার এই ধরনের সঞ্চয়নে অবদান রাখে। স্থানীয় জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি বেঁচে থাকা এবং জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির সাথে অভিযোজন শিখতে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষাকে জীবনের উপযোগী করা মূল লক্ষ্য। দেশীয়বাসী শিক্ষা শুধুমাত্র অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা নয় বরং ঐতিহ্যগত দক্ষতা ও জ্ঞানের স্বীকৃতি ও জ্ঞান অর্জনের সাথে সম্পর্কিত - যা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে বা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

দেশীয় শিক্ষার উৎস (Source of indigenous education)

এটা সত্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র ও ব্যাপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের উৎস অত্যন্ত নগণ্য। প্রথমত: উপলব্ধ সূত্রগুলি শুধুমাত্র ব্রিটিশ অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ করে যা সেই সময়ে ভারতের একটি ছোট অংশে গঠিত হয়েছিল এবং আমাদের কাছে বিস্তীর্ণ অবশিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই যা বেশ কয়েকটি ভারতীয় ক্ষমতাবানদের শাসনাধীন ছিল।

দ্বিতীয়ত: আমাদের সূত্রগুলি সেই পুরো এলাকাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি যা তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। মাদ্রাজে 1822 সালে স্যার টমাস মুনরো (Thomas Munro) দেশীয় শিক্ষার বিষয়ে একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলি কানারা (Kanara) ছাড়া সমস্ত জেলাকে নির্দেশ করে। বোম্বেতে, 1823 সালে মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন (Mountstuart Elphinstone) দ্বারা অনুরূপ তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং বেশিরভাগ প্রদেশের জন্য সংগ্রাহকদের (Collector) মাধ্যমে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছিল। 1829 সালে সামগ্রিকভাবে বিচার বিভাগীয় বিভাগের মাধ্যমে অনুরূপ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাংলায়, 1835-1838 সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আদেশে, উইলিয়াম অ্যাডাম -একজন মিশনারি ধর্মপ্রচারক যিনি ভারতীয় শিক্ষার জন্য নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন, তার দ্বারা দেশীয় শিক্ষার বিষয়ে একটি বিশেষ অনুসন্ধান পরিচালিত হয়েছিল। অ্যাডাম তিনটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন যার মধ্যে প্রথমটি এই বিষয়ে পূর্ববর্তী প্রতিবেদনগুলির একটি ডাইজেস্ট। সংক্ষিপ্তরূপ। দ্বিতীয়টি রাজশাহী জেলার একটি থানার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এবং তৃতীয়টিতে বাংলা ও বিহারের মোট উনিশ জেলার মধ্যে পাঁচটি জেলার পরিসংখ্যান নেওয়া হয়। এইভাবে দেখা যায় যে ভারতের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে উপরে উল্লেখিত তিনটি ধারণা দ্বারা সমৃদ্ধ। পরিসংখ্যানগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই তত্ত্বটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ নয় কিন্তু অন্য তথ্যের অনুপস্থিতিতে এই মতটি অনিবার্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাসের একজন ছাত্রের কাছে যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা হল পরিসংখ্যানগত বা অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কাছে এই পরিসংখ্যান পর্যাপ্ত নয়। মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে অনুসন্ধানগুলি যথার্থতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খতার দিক থেকে সবচেয়ে অসন্তোষজনক ছিল। তদুপরি, তারা বিদ্যমান সমস্ত স্কুল বা শিক্ষার অধীনে থাকা সমস্ত ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করেনি। অন্যদিকে, অ্যাডামের অনুসন্ধানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং প্রায় ত্রুটিহীন ছিল। কিন্তু সেগুলি এমন একটি প্রদেশে পরিচালিত হয়েছিল যেটি দীর্ঘকাল ধরে সাধারণ নৈরাজ্যের শিকার ছিল এবং যেখানে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই, অ্যাডামের পর্যবেক্ষণগুলি ভারতের সেই সমস্ত অংশগুলির জন্য পুরোপুরি প্রযোজ্য নয় যেখানে কমবেশি সরকারী শাসন কায়েম হয়েছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ন্যায্য চিত্র গঠনের জন্য এই ত্রুটিগুলিকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

1.3.2 দেশীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Indigenous Education)

প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ (Types of Institution)

দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থায়, হিন্দু ও মুসলমানদের সাধারণত আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু সেখানেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সাধারণ ছিল। এই সময়ের দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়।

1. পাঠশালা এগুলি মূলত হিন্দু পরিবারের শিশুদের তিনটি R's-পঠন, লেখা এবং পাটিগণিত (3R's reading– writing and arithmetic) সমন্বিত প্রাথমিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ছিল।

2. মক্তব- পাঠশালার মতো অনুরূপ প্রতিষ্ঠান কিন্তু সাধারণত বেশিরভাগ মুসলিম পরিবারের সন্তানদের জন্য গড়ে ওঠে।

3. টোল- ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত।

4. মাদ্রাসা- ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব এবং আরবি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার মাদ্রাসা কেন্দ্র।

5. পার্সি স্কুল বৃহতর ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান যা পার্সি ভাষার শিক্ষা দান হত। পার্সি ভাষা ছিল মুঘলদের দরবারের ভাষা এবং প্রশাসনে ভূমিকা পালনের জন্য অপরিহার্য ছিল। এটা লক্ষণীয় যে পার্সি ভাষার একজন হিন্দু শিক্ষক একটি বিরল ঘটনা ছিল। তদুপরি, অনেক হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত পার্সি স্কুলে যোগদান করেছিল কারণ তখন পার্সি ছিল আদালতের ভাষা। বাংলার কিছু জেলায়, এমনকি অ্যাডাম দেখতে পান যে পার্সি স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্র ছিল হিন্দু।

যদিও টোল এবং মাদ্রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র এবং জনগণের ছিল অত্যন্ত সম্মানের। তবে তারা ছিল দুর্বল সম্প্রদায়ের এবং শিক্ষার কমজোরি অংশ। কারণ তারা রক্ষণশীল শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি কম আস্থাশীল। দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যায় যথা-পাঠশালা, মক্তব ছিল ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের প্রধান মাধ্যম যদিও তা যথোপযুক্ত নয়।

1.3.2.1 পাঠশালা এবং মক্তবে শিক্ষা (Learning in the Pathsalas and Maktabs)

ছাত্র এবং পাঠ্যক্রম (Students and Curricullum)

এই স্কুলগুলিতে প্রদত্ত নির্দেশগুলির একটি ব্যবহারিক দিক ছিল তা হল স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদান এবং বেশিরভাগই তিনটি R's (3R's- reading, writing and arithmetic) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটি পুরোহিত শ্রেণীর চাহিদা পূরণ করেনি, বরং ক্ষুদ্র জমিদার, বেনিয়া এবং সচ্ছল কৃষকের জাগতিক চাহিদা পূরণ করেছিল। পাঠ্যক্রমটি খুবই সংকীর্ণ ছিল এবং এতে পঠন, লেখা, পাটিগণিত -লিখিত ও মৌখিক উভয় ছিল। টোল এবং মাদ্রাসাগুলি ছাড়া আনান্য স্কুল গুলিতে ছাত্রদের মধ্যে খুদ্র আংশ ছিল মেয়ে এবং আনান্য সম্প্রদায় দায় ভুক্ত শিশু যদিও শিক্ষায় কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেনির শিশুরাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ।

শিক্ষক এবং শিক্ষণ পদ্ধতি (Teachers and teaching method)

শিক্ষকরা ছিলেন সাধারণ কৃতিত্বের মানুষ এবং প্রায়শই তারা তাদের স্কুলে যে সামান্য শিক্ষা দিতেন তার চেয়ে বেশি কিছু জানতেন না। তাদের পারিশ্রমিক ছিল অনেক কম টোল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন ও রক্ষণাবেক্ষণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মার থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হতো। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ব্যবসার কাজে যুক্ত হতো এবং বিদ্যালয়ের কাজ কে একটি রোজগারের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতেন। আধুনিক অর্থে ছাত্রছাত্রীদের কোন ফি (Fees) ছিল না, কিন্তু প্রত্যেক অভিভাবক যারা তার সন্তানকে স্কুলে পাঠাতেন তারা সাধারণত শক্ষককে নগদে অর্থ প্রদান বা সামগ্রী হিসেবে কিছু দিতেন এটি নির্ভর করতে পিতা-মাতার সক্ষমতার উপর 1

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা (Management Institution)

এটির সাথে কোন ধর্মীয় শ্রদ্ধা জড়িত ছিল না এবং ফলত এটি রাষ্ট্র বা জনসাধারণের কাছ থেকে কোন অনুদান ছিল না। তাদের সরঞ্জাম অত্যন্ত সহজ ছিল। তাদের কোন বিল্ডিং ছিল না এবং কখনও কখনও শিক্ষক বা স্কুলের পৃষ্ঠপোষকের দালান বাড়িতে, স্থানীয় মন্দিরে তবে কদাচিৎ গাছের নীচে নয়। কোন মুদ্রিত বই ছিল না এবং ছাত্রদের দ্বারা ব্যবহৃত স্লেট বা পেন্সিলগুলি এমন ছিল যেগুলি স্থানীয়ভাবে সহজেই তৈরি করা যেতে পারে। পঠন-পাঠনের সময় এবং কাজের দিনগুলি স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার সাথে সূক্ষ্ম ভাবে সামঞ্জস্য রেখে ঠিক করা হত। এই ধরনের স্কুলের আকার সাধারণত ছোট ছিল, ছাত্রদের সংখ্যা এক বা দুই থেকে দশ বা পনেরো পর্যন্ত পরিবর্তিত হত। ফলস্বরূপ কোন ক্লাস ছিল না, ভর্তির নিয়মিত সময় ছিল না বছরের যেকোনো সময় স্কুলে অংশগ্রহণ করতে পারত। ছাত্র ছাত্রীরা যখনই ইচ্ছা করতো তখনই স্কুলের পঠন-পাঠন থেকে অব্যাহতি নিত।

1.3.2.2 টোল ও মাদ্রাসায় শিক্ষা (Learning in the Tols and Madrasa)

ছাত্র এবং পাঠ্যক্রম (Studesnts and Curricullum)

এই সময়ের এই প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক ধরণের কলেজগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা পরিচিত সর্বোচ্চ শিক্ষা দান করত, যা ছিল সেই সময়ে বেশিরভাগ ধর্মীয় নির্দেশ। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মৌলভী এবং পণ্ডিতদের তৈরি করা এবং লোকেরা প্রধানত ধর্মীয় উদ্দেশ্য দ্বারা তাদের সমর্থন করতে পরিচালিত হয়েছিল। উভয় চরিত্রই মধ্যযুগীয় ছিল। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে একটি ধ্রুপদী ভাষা ব্যবহার করত (এক ক্ষেত্রে সংস্কৃত এবং অন্য ক্ষেত্রে আরবি), এবং প্রথাগত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করত। টোলগুলি প্রায় একচেটিয়াভাবে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং তাদের অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের একটি খুব বড় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ব্রাহ্মণ। সেখানে কোন মহিলা ছাত্র ছিল না বা বৃহৎ সংখ্যক সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি ছিল যারা পবিত্র ধর্ম অধ্যয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, অর্থাৎ নিম্নবর্ণের। অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষকরা ছিলেন সাধারণত মুসলমান।

শিক্ষক এবং শিক্ষণ পদ্ধতি (Teachers and methods)

উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানেই কর্মী নিযুক্ত ছিল বিজ্ঞ শিক্ষক, যাদের মধ্যে কেউ কেউ খ্যাতিমান লেখক ছিলেন, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই খুব কম পারিশ্রমিক পেতেন। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান বেশির ভাগই বিনামূল্যে দেওয়া হত এবং কোন নিয়মিত ফি, চার্জ করা হয়নি। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের পারিশ্রমিক নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উপায়ে দেওয়া হত, যেমন শাসকদের দ্বারা প্রদত্ত জমির অনুদান, এবং জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীদের থেকে স্বেচ্ছা উপহার, ধনী নাগরিকদের দেওয়া ভাতা এবং খাদ্যের আকারে অর্থ প্রদান, জামাকাপড়, বা অন্যান্য নিবন্ধ। শেষ পর্যন্ত উভয়েরই ক্ষেত্রে কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন যারা কেবল বিনামূল্যে পড়াতেন না বরং তাদের ছাত্রদের থাকা-খওয়ার ব্যবস্থাও করতেন।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা (Management of Institution)

উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানই শাসক, সর্দার এবং বিত্তবান বা ধর্মীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব কোনো বিশেষ ভবন ছিল না। যেখানে এগুলি বিদ্যমান ছিল, সেগুলি হয় শিক্ষকদের দ্বারা বা পৃষ্ঠপোষক বা বন্ধুদের ব্যয়ে বা জনগণের চাঁদা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুলগুলি স্থানীয় মন্দির বা মসজিদে অনুষ্ঠিত হত এবং কদাচিৎ স্থানীয় কোন শাসক বা পৃষ্ঠপোষক বা শিক্ষকের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত। ছাত্ররা মোটামুটি অল্প বয়সেই স্কুলে প্রবেশ করত এবং যতদিন তারা ইচ্ছা ততদিন এবং প্রায়শই বারো বছর বা তার বেশি সময় ধরে পড়াশোনা করত। এটা অবশ্যই উল্লেখ্য যে এই স্কুলগুলির দৈনন্দিন কাজের সাথে রাজ্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যারা আর্থিক বিবেচনার চেয়ে ধর্মীয় অনুভূতির জন্য বেশি কাজ করেছিল।

1.3.2.3 মনিটরিয়াল সিস্টেম (The Monitorical system)

বড় স্কুলগুলিতে একটি প্রচলন ছিল সিনিয়র ছাত্রদের অধীনেজুনিয়রদের শেখানোর জন্য নিয়োগ করা হত। এই ব্যবস্থাটিই মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি চ্যাপ্লেন ডক্টর বেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং যা তিনি ইংল্যান্ডে দরিদ্রদের শিক্ষিত করার একটি সস্তা এবং দক্ষ পদ্ধতি হিসেবে চালু করেছিলেন। সিস্টেমটি পরে ইংল্যান্ডে মনিটরিয়াল বা মাদ্রাজ সিস্টেম হিসাবে পরিচিত হয়।

মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি চ্যাপ্লেন ডক্টর বেল ছিলেন প্রথম ইংরেজ যিনি দেশীয় স্কুলগুলিতে ব্যাপকভাবে বিরাজমান ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন। ডক্টর বেল বুঝতে পেরেছিলেন যে সিস্টেমের প্রধান সুবিধা হল শিক্ষককে এক সময়ে প্রচুর সংখ্যক ছাত্রদের পরিচালনা করতে সক্ষম করা যায় যাতে শিক্ষার প্রসার খুব কম খরচে করা যায়। তাই তিনি ইংল্যান্ডে এই ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে কথা বলেন এমন একটি ব্যবস্থার পরামর্শ দেন যার মাধ্যমে একটি স্কুল বা একটি পরিবার নিজেকে মাস্টার বা পিতামাতার তত্ত্বাবধানে শেখাতে পারে' (1798)। এই বইটি খুব মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং অবশেষে ভারতীয় ব্যবস্থা ইংল্যান্ডে প্রায় সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থা যাকে বিভিন্নভাবে মাদ্রাজ সিস্টেম বা

মনিটরিয়াল সিস্টেম হিসাবে বর্ণনা করা হয়, এটি ছিল প্রধান পদ্ধতি যার মাধ্যমে ইংল্যান্ড 1801-1845 সালের মধ্যে খুব কম খরচে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ অর্জন করেছিল।

1.3.3 গণশিক্ষার প্রসার (The extent of Mass Education)

দেখা যাচ্ছে যে স্কুলগুলি, বিশেষ করে গার্হস্থ্য শিক্ষার কেন্দ্রগুলি, দেশের প্রতিটি অংশে প্রচুর পরিমাণে এবং শিক্ষার কিছু নম্র উপায় বা অন্যান্য খুব ছোট গ্রামগুলিতেও উপলব্ধ ছিল যেখানে বছরের পর বছর ধরে, ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন ছিল। এমনকি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সাক্ষরতার শতাংশ পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে 8%-12% বা সামগ্রিক জনসংখ্যার জন্য 4-6 এর মধ্যে ছিল। পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ক্ষেত্রে কিছু উচ্চ বর্ণ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ছিল, যেখানে সমস্ত বর্ণের মহিলারা (খুব অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) এবং বেশ কয়েকটি নিম্ন বর্ণের সমগ্র জনসংখ্যা ছিল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত।

1.3.4 গুন ও দোষ (Merits and Defects)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেশীয়শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান গুণাবলী ছিল স্থানীয় পরিবেশের সাথে তাদের অভিযোজনযোগ্যতা এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা বা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে শতবর্ষের অস্তিত্বের মাধ্যমে তারা যে প্রাণশক্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান ত্রুটি ছিল মেয়ে এবং হরিজন ছাত্রদের এই শিক্ষা থেকে বাদ দেওয়া। এগুলোর সাথে যোগ করা যেতে পারে শিক্ষকদের মধ্যে প্রশিক্ষণ বা সঠিক শিক্ষার অভাব, তাদের সংকীর্ণ এবং সীমিত পাঠ্যক্রম এবং গৃহীত শাস্তির কঠোরতা। সূত্রের অধ্যয়ন থেকে আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা উঠে আসে তা হল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিরাজমান নৈরাজ্য বা ব্রিটিশ শাসনে জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের কারণে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছিল।

1.3.5 দেশীয় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Indigenous Education)

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা আমাদের চূড়ান্ত বিন্দুতে নিয়ে আসে, এই ব্যবস্থার এমন সম্ভাবনা ছিল কি না যা উপযুক্ত উন্নতি ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে এটিকে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিকশিত হতে সক্ষম হবে। আমাদের মতে এটা অবশ্যই এই সম্ভাব্যতা ছিল আমরা দুটি সাধারণ বিবেচনার দ্বারা এই উপসংহারে পরিচালিত হতে পারি।

প্রথমত, আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে যা এখন শিক্ষাগতভাবে প্রগতিশীল, সেখানে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডে ইতিমধ্যে বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী বিদ্যালয়গুলির ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ ও উন্নতির মাধ্যমে গণশিক্ষার প্রসার ঘটে। স্যার মাইকেল স্যাডলারের মতো একজন মহান কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপের প্রজ্ঞাকে ন্যায্যতা দেয় এবং ইংল্যান্ডে গণশিক্ষার উন্নয়নে তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য শ্রদ্ধা জানায়। তিনি বলেন, 'যদিও শিক্ষকরা নিয়মানুযায়ী প্রশিক্ষিত ছিলেন

না, এবং প্রায়শই জ্ঞান দিতে অক্ষম ছিলেন, যদিও ভবনগুলি প্রায়শই স্কুলের জন্য উপযুক্ত ছিল না, বইয়ের সংখ্যা এবং মানের ঘাটতি ছিল, পণ্ডিতদের উপস্থিতি খুব অনিয়মিত ছিল, তবুও প্রথম পদক্ষেপটি শুধু নেওয়া হয়নি, শিশুরা স্কুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে'। (Existing native institutions from the highest to the lowest, of all kinds and classes. were the fittest means to be employed for raising and improving the character of the people, that to employ those institutions for such a purpose would be the simplest, the safest, the most popular, the most economical, and the most effectual plan for giving that stimulus to the native mind which it needs on the subject of education, and for eliciting the exertions of the natives themselves for their improvement, without Which all other means must be unavalling.) স্বেচ্ছাসেবী স্কুল ইংল্যান্ডে গণশিক্ষার জন্য যা করেছে, দেশীয় স্কুলগুলি অবশ্যই সমগ্র ভারতে শিক্ষার জন্য করতে পারত, যদি শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের লোকেরা তাদের বাঁচতে, প্রসারিত করতে এবং উন্নতি করতে তাদের সাহায্য করার উপায় দেখতে পেত।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ কিছু ব্রিটিশ অফিসার ও কর্মীদের দ্বারাও সমর্থিত। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাডাম সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত ছিলেন যে ভারতে দেশীয় স্কুলগুলির ভিত্তির উপর একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। তিনি বলেন, বিদ্যমান দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ থেকে নিম্নতম পর্যন্ত সব ধরণের মানুষের চরিত্র গঠন ও উন্নতির জন্য নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত উপায় ছিল, যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা সবচেয়ে সহজ হবে, সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে মিতব্যয়ী এবং সবচেয়ে কার্যকরী পরিকল্পনা যেটি শিক্ষার বিষয়ে দেশীয় মনকে সেই উদ্দীপনা প্রদানের জন্য এবং তাদের উন্নতির জন্য স্থানীয়দের নিজেদের পরিশ্রমকে উদ্দীপিত করার জন্য উপায় গুলি ছিল অনুপযুক্ত।

দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের জন্য অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি মুনরো, এলফিনস্টোন, থমাসন, লেইটনারের মতো একাধিক প্রশাসক এবং শিক্ষাবিদদের দ্বারা প্রস্তুত বা প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং শিক্ষানীতির উপর বিভিন্ন নথিতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন 1854 সালের ডেসপ্যাচ বা রিপোর্ট এবং ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1882-1883)। এগুলো যথাসময়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি বেশিরভাগই অমনোযোগী ছিল; শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা দেশীয় ব্যবস্থাকে মরতে দিয়েছিলেন এবং একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরিতে তাদের সময় এবং শক্তি ব্যয় করেছিলেন শুরু থেকেই।

ভারতের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার এই আলোচনা শেষ করার আগে আমরা গর্বের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে ভারতের দেশীয় স্কুলগুলি ইংল্যান্ডের মনিটরিয়াল সিস্টেমের ধারণাটিতে অবদান রেখেছিল। ইতিহাসবিদরা শুধুমাত্র ভারতীয় শিক্ষায় ইংল্যান্ডের অবদানের কথা বলেন এবং তারা ইংল্যান্ডের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যেশিক্ষার প্রসারে ভারত যে মহান অবদান রেখেছিলেন তা উপেক্ষা করেন। এটা ভাগ্যের পরিহাস যে ভারতের দেশীয় স্কুলগুলি এইভাবে চালিত হত ইংল্যান্ডে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখুন এবং ভারতে গণশিক্ষার প্রসারে কোন লাভ হবে না।

দেশীয় স্কুলের উন্নতির ব্যবস্থা (Measures of Improvement of Indigenous Schools)

অ্যাডামস এর বিখ্যাত প্রতিবেদনে যা এই সময়ের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের প্রাথমিক উত। অ্যাডাম নিম্নলিখিত সাতটি পর্যায়ে দেশীয় স্কুলগুলির উন্নতির জন্য তার পরিকল্পনার প্রস্তাবিত কাজের বর্ণনা দিয়েছেন-

(a) প্রথম পদক্ষেপটি ছিল এক বা একাধিক জেলা নির্বাচন করা যেখানে পরিকল্পনাটি পরীক্ষা হিসাবে প্রয়োগের চেষ্টা করা যেতে পারে।

(b) দ্বিতীয় ধাপটি ছিল জেলা বা জেলাগুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষামূলক তথ্য সংগ্রহ যার দ্বারা প্রায় একই শিক্ষাব্যবস্থা চালিত হয়।

(c) তৃতীয় ধাপটি ছিল শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষায় বইয়ের একটি সেট প্রস্তুত করা।

(c) চতুর্থ ধাপটি ছিল পরিকল্পনার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে প্রতিটি জেলার জন্য একজন পরীক্ষক নিয়োগ করা। তার দায়িত্ব হবে তার এলাকার তথ্য সংগ্রহ করা। শিক্ষকদের সাথে দেখা করা, বই ব্যাখ্যা করা, পরীক্ষা পরিচালনা করা, পুরষ্কার প্রদান করা এবং সাধারণত পরিকল্পনাটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য দায়ী থাকা।

(e) পঞ্চম ধাপটি ছিল শিক্ষকদের কাছে বই বিতরণ করা এবং পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে তাদের অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করা। অ্যাডাম সাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করেছিলেন যেখানে দেশীয় স্কুলের শিক্ষকদের বছরে এক থেকে তিন মাস প্রায় চার বছর পড়াশোনা করতে উতাহিত করা যেতে পারে, যাতে তাদের শিক্ষার্থীদের অসুবিধা না করে তাদের যোগ্যতার উন্নতি করা যায়।

(f) ষষ্ঠ ধাপটি ছিল শিক্ষকদের নতুন অর্জিত জ্ঞান তাদের ছাত্রদের জন্য পরীক্ষা আয়োজনের মাধ্যমে এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা।

(g) সপ্তম ধাপটি ছিল গ্রামীণ বিদ্যালয়ে জমি প্রদান করা যাতে শিক্ষকদের গ্রামে বসতি স্থাপন করতে এবং গ্রামীণ শিশুদের শিক্ষিত করতে উৎসাহিত করা যায়। অ্যাডাম বেশ কয়েকটি উৎস উল্লেখ করেছেন যেখান থেকে সরকার এই ধরনের জমি উপহার দিতে পারে বা সুরক্ষিত করতে পারে।

1.3.7 উনিশ শতকের গোড়ার দিকে দেশীয় শিক্ষার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন (Critical Evaluation of Indigenous Education of the early 19th century)

ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশীয় ব্যবস্থার ভিত্তির উপর নির্মিত হওয়া উচিত ছিল এবং আমাদের শিক্ষা প্রশাসকদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিৎ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি এবং তাদের অন্তর্ভুক্তির দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এটা কখনো করা হয়নি।

অন্যদিকে শিক্ষাদানে স্কুলগুলিকে উতাহিত করার জন্য কিছু প্রচেষ্টা করা হয়েছিল যেগুলি স্বীকৃতভাবে

দেশীয় শিক্ষার দুর্বল দিক ছিল, তবে সেগুলিও কার্যকর হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র কখনই সরকারের থেকে প্রাপ্য মনোযোগ পায়নি। অ্যাডাম, মুনরো এবং থমাসনের মতো চিন্তাবিদদের পরামর্শ সত্ত্বেও 1854 সালের উডস ডেসপ্যাচ এবং ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের শক্তিশালী, দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হয় সংস্কারের অপরিকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারা অথবা ইচ্ছাকৃত নিছক প্রতিযোগিতার দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

ফলাফল ছিল বিপর্যয়কর এই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা এবং পরে শিক্ষা বিভাগ দ্বারা ভারতে একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা তৈরির প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিভিন্ন কারণে, প্রক্রিয়াটি ধীরগতির ছিল এবং এটি দেশীয় বিদ্যালয়গুলির ক্ষয়-ক্ষতি বন্ধ করতে পারেনি, যার ফলস্বরূপ 1921 সালে ভারতের শিক্ষাগত অবস্থান 1821 সালের তুলনায় সামান্য ভালো ছিল। ইতিমধ্যে, প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলি এবং পশ্চিম, যাদের শিক্ষাগত অগ্রগতি 1821 সালে ভারতের সমান বা এমনকি নিকৃষ্ট ছিল, তারা এত দ্রুত অগ্রগতি করেছিল যে ভারত আনান্য দেশের কাছে তার অবস্থান হারিয়েছিল এবং বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির একটিতে পরিণত হয়েছিল।

Unit–2 : ভারতে শিক্ষা বিস্তারে ব্রিটিশ সরকারের নীতি (British Government Policy on spreading Education in India)

গঠন (Structure)

2.1 **শিক্ষানীতি এবং ব্রিটিশ ভারত** (Education policy and British India)

2.1 **ব্রিটিশ সরকারের নীতির পটভূমি** (Background of British Government Policies)

2.2.1 **1813 সালের সনদ আইন** (Charter Act 1813)

2.2.2 **1833 সালের সনদ আইন** (Charter Act 1833)

2.2.3 **1854 সালের উডস ডেসপ্যাচ** (Woods Despatch on 1854)

2.2.4 **নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব** (Downward Filtration Theory)

2.2.5 **হান্টার কমিশন** (The Hunter Commission)

2.1 শিক্ষানীতি এবং ব্রিটিশ ভারত (Education Policy and British India)

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতি দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারও অনুরূপ মনোভাব অনুসরণ করে। এই নীতিগুলি সংখ্যায় অনেক ছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ অংশ জুড়ে দীর্ঘ সময় ধরে একের পর এক চালু করা হয়েছিল। যাইহোক, যদি আমরা ঘনিষ্ঠভাবে তাকাই, আমরা এই সমস্ত নীতিগুলির জন্য সাধারণ কিছু অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে পেতে পারি। এইভাবে প্রতিটি নীতি পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করার আগে আমাদের এই নীতিগুলি এক ঝলক দেখা উচিত। শিক্ষানীতি এমন নীতি এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে গঠিত যা শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে সেই সাথে আইন ও নিয়মের সংগ্রহ যা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে। শিক্ষা নীতি বিশ্লেষণ হল শিক্ষা নীতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যয়ন। এটি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (সামাজিক এবং ব্যক্তিগত) সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়। সেই সঙ্গে এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার উপায় এবং সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়নের মাপকাঠি (Tools), ও সেগুলি অর্জনের পদ্ধতি এবং তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা পরিমাপের জন্য সরঞ্জামগুলি নিয়েও আলোচনা করে। শিক্ষা নীতি অবহিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অনেক একাডেমিক শাখা গঠিত হয়। একাডেমিক শাখাগুলি সামাজিক বিজ্ঞানে বিকশিত তত্ত্ব, কাঠামো এবং রূপরেখা দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে জীবনকে উপযোগী করে তোলে।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহ্য ছিল জীবনের প্রতিটি দিক বিকাশের জন্য। এই ব্যবস্থাটি শাশ্বত, অসীম,

অদৃশ্য নীতির ধারণার কথা বলেছিল যা সমগ্র মহাবিশ্বকে আবদ্ধ করে, যা সমস্ত ধর্মের উত। এই ব্যবস্থাটি এমন একটি ধর্মের জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যা মানুষকে মানুষের সাথে আবদ্ধ করে, একটি নিয়ন্ত্রিত নীতি যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেকে নিয়ন্ত্রণ করে, আদর্শ, অনুশীলন এবং কর্তব্য, নৈতিকতা, সদাচার ইত্যাদির একটি সম্পূর্ণ রূপদান করে। এর আগে ভারতে কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষানীতি ছিল না ঔপনিবেশিক সময়ের, ব্রিটিশদের সহায়তায় শিক্ষানীতির ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমে কোম্পানির সরকার ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে ইচ্ছুক ছিল না। মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে স্থিতিশীল করা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ইংরেজ শিল্প বিপ্লবের পর তাদের ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি নতুন মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছিল। নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়, নতুন নীতির আবির্ভাব হয়। এই পদক্ষেপগুলি ভারতের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছে।

2.2 ব্রিটিশ সরকারের নীতির পটভূমি (Background of British Government Policies)

চার্টার অ্যাক্ট (1793) ভারতের সরকার ব্যবস্থা বা ব্রিটিশ তদারকির কোম্পানির শিক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি ন্যূনতম পরিবর্তন শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে শিক্ষানীতির সূচনা হয় 1813 সালে।

2.2.1 1813-সালের সনদ আইন (Charter Act 1813)

এই সনদ আইনে পরিস্থিতির কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। 1813 সালের সনদ আইন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সেইসাথে নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নির্দেশনা (Board of Control) এর হাতে ন্যস্ত হয়। 1813 সালের চার্টার অ্যাক্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি ছিল যে 'সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি (the revival and improvement of literature) এবং 'ভারতের বিদ্বান অধিবাসীদের উতাহ' (encouragement of the learned natives of India) এর জন্য কোম্পানির দ্বারা বার্ষিক এক লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছিল। মূলত শিক্ষার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের নীতি গ্রহণের জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ধর্মপ্রচারকরা ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং শিক্ষা বিস্তারের পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো তার অগ্রাধিকার ও জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ আরও বিশ বছরের জন্য বাড়ানো।

1813 সালের চার্টার অ্যাক্টের 43 নং ধারার অস্পষ্টতা ভারতে প্রাচ্যীয় অক্সিডেন্টাল বিতর্ককে তীব্র করে তুলেছে। উনিশ শতক শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের মধ্যে একটি প্রাচ্যবাদী বা ক্লাসিস্টদের সমন্বয়ে আবির্ভূত হয়েছিল যারা সংস্কৃত, আরবি এবং ফারসি মাধ্যমে ভারতের ঐতিহ্যগত শিক্ষাকে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যেখানে অন্য দলটি ছিল অ্যাংলিসিস্ট বা অক্সিডেন্টালিস্টদের যারা ইংরেজি মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশের পক্ষে। এই বিতর্ক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল।

2.2.2 1833 সালের সনদ আইন (Charter Act 1833)

এই আইনটি একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজ বাতিল করে এবং কোম্পানিটি

সম্পূর্ণরূপে একটি প্রশাসনিক সংস্থায় পরিণত হয়। ভারতে আধুনিক সিভিল সার্ভিস এই আইন দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। আইনটি গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের আইনী কার্যাবলীকে প্রশাসনিক কার্যাবলী থেকে পৃথক করেছে।

1830 সাল নাগাদ পাবলিক ইন্সট্রাকশনের জন্য 10 জন সদস্য নিয়ে সাধারণ কমিটি গঠিত ছিল, তাদের মধ্যে কিছু যুবক ছিল যারা জেমস মিল এবং বেন্থামের উপযোগবাদী চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং প্রাচ্য সংস্কৃতি ও প্রাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচারের জন্য কমিটির কাজকে সমর্থন করার আগ্রহ তাদের ছিল না। ভারতে, 1833 সালের জানুয়ারিতে ভারত থেকে হোরেস হেম্যান উইলসনের প্রস্থানের সাথে সাথে প্রাচ্যবাদীরা তাদের একজন কট্টর সমর্থককে হারিয়েছিল যখন 1833 সালের চার্টার অ্যাক্ট যা কোম্পানির সুবিধাগুলিকে আরও 20 বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করেছিল। ভারতের জেনারেল ম্যকলেকে কাউন্সিল অফ গভর্নরের আইন সদস্য হিসাবে নিয়ে আসে 1834 সালের 4ই জুন। 1833-চার্টার অ্যাক্ট যা কোম্পানির বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত করে এবং তার ঘোষণার মাধ্যমে ইংরেজ উদারতাবাদের ঘোষণা করা হয়-'ভারতে কোনো আদিবাসী নয়, কোনো প্রাকৃতিক জন্মও নয়। মহারাজের প্রজাকে তার ধর্ম, জন্মস্থান, শালীন বা বর্ণের কারণে কোনো স্থান বা চাকরিতে অক্ষম করা উচিত।' (no native in India, nor any natural born subject of Majesty should be disabled from holding any place or employment by reason of his religion, place of birth, decent or colour) এটি 1813 সালে। লক্ষ টাকার শিক্ষা অনুদানকে বছরে 10 লক্ষ টাকায় উন্নীত করে।

ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক লর্ড ম্যাকোলেকে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। 1835 সালে ম্যাকোলে লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে তার দীর্ঘ মিনিট উপস্থাপন করেন। এই মিনিটগুলিতে তিনি ভারতে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার পক্ষে কথা বলেন এবং ইংরেজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি আবেদন করেন। লর্ড ম্যাকলে মনে করতেন যে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এক শ্রেণীর লোক তৈরি করা সম্ভব, রক্তে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে ইংরেজ। মিনিটটি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গ্রহণ করেছিলেন এবং এটি ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

2.2.3 1854 সালের উডস ডেসপ্যাচ (Woods Despatch 1854)

রিখটার তার এ হিস্ট্রি অফ মিশনস ইন ইন্ডিয়া'-তে 1854 সালের এডুকেশন ডিসপ্যাচকে ভারতীয় শিক্ষার ম্যাগনা কার্টা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলির বিশ্লেষণ ব্রিটিশ শিক্ষার লক্ষ্যগুলির একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

1. ইংরেজী শিক্ষা ভারতের কৃষি সম্পদের বিকাশের জন্য এতটাই দান করা হবে যাতে সে ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামালের বহুবর্ষজীবী সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে এবং ব্রিটিশ শিল্প পণ্যের ব্যবহারের জন্য একটি অবিরাম বাজার হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে শিক্ষাকে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।

2. তাৎক্ষণিক এবং আরও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হবে চাকরির জন্য কর্মচারীদের প্রস্তুত করা। কেরানি তৈরির শিক্ষার কথা চিন্তা করা হয়েছিল এবং শিক্ষা এবং কেরানি নিয়োগের মধ্যে একটি সরাসরি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

3. এই ডেসপ্যাচ ধর্মনিরপেক্ষ নির্দেশের পক্ষে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল কিন্তু এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে মনোযোগ দেয়নি। শিক্ষা হয়ে গেল যান্ত্রিক বা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একগুচ্ছ কেরানি তৈরি হবে।

2.2.4 নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব (Downward Filtretion Theory)

ডেসপ্যাচ এর দুঃখজনক দিকটি হল নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব (Downward Filtretion Theory) ঘোষণা করেছে যে 'উচ্চ শ্রেণীগুলি তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে'। তাই জনসাধারণের চাহিদার দিকে সরকারের মনোযোগ থাকবে। এই প্রক্রিয়াটি ছিল গণশিক্ষার জন্য একটি বিশেষীকরণের প্রক্রিয়া। এই তত্ত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য লর্ড ম্যাকোলে-এর বক্তব্যে খুঁজে পাওয়া যায় 'বর্তমানে আমাদের অবশ্যই একটি শ্রেণী গঠনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যারা এর মধ্যে দোভাষী হতে পারে। আমরা এবং লক্ষাধিক ব্যক্তি যাদেরকে আমরা শাসন করি রক্তে এবং রঙে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা এবং বুদ্ধিতে ইংরেজ। সেই শ্রেণীর কাছেই আমরা ছেড়ে দিতে পারি দেশের আঞ্চলিক উপভাষাগুলিকে পরিমার্জিত করার জন্য, সেই উপভাষাগুলিকে পশ্চিমা নামকরণ থেকে ধার করা বিজ্ঞানের শর্তাবলী দিয়ে সমৃদ্ধ করার জন্য, এবং সেগুলিকে ডিগ্রি দ্বারা রেন্ডার করার জন্য, বিশাল জনসংখ্যার কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বাহন' (ঠWe must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. To that class we may leave it to refine the Vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees, fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of population')

নিম্নমুখী পরিস্রাবণ তত্ত্ব, এই নীতিটি তিনটি ভিন্ন আকারে বর্ণিত আছে এবং এই ফর্মগুলির মাধ্যমে ব্রিটিশদের প্রকাশিত। অভিজাত এর সাদৃশ্য উপর আকাঙ্ক্ষিত কোম্পানি প্রথম ফর্ম অনুযায়ী ইংল্যান্ডে শ্রেণীগুলি শুধুমাত্র সমাজের উচ্চ শ্রেণীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ভারতে সর্দার, নবাব, রাজা এবং অন্যান্য অভিজাত শ্রেণীর সমন্বয়ে একটি শাসক শ্রেণী তৈরি করে। এই প্রচেষ্টাকে খুব কমই ভারতে শিক্ষা বিস্তারের সঠিক পদক্ষেপের ব্যাখ্যা মনে করা যেতে পারে কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে ভারতে শিক্ষা বিস্তারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা।

নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব ছিল যে- প্রথমে উচ্চ বর্ণের মানুষ শিক্ষিত তারপর এই শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে 1830 এর দশকের এই সময়ের কর্মকর্তাদের এই ধারণাটি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় হয়ে ওঠে।

নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্বের তৃতীয় রূপটি হল ভারতে শিক্ষা বিষয়ের ইতিহাসের জন্য অধিক গুরুত্ব। এই ফর্মের মূল লক্ষ্য, কোম্পানির কাছ থেকে আশা করা হয়েছিল যে তারা একটি ভাল শিক্ষা দেবে (যা তখন অগত্যা ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা ছিল) শুধুমাত্র কয়েকজনকে (এগুলি উচ্চ শ্রেণীর হতে পারে বা নাও হতে পারে) এবং শিক্ষিত করার জন্য সেই ব্যক্তিদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হবে আধুনিক ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে। এই তত্ত্বের ভারতে একটি শাসক শ্রেণী তৈরির ধারণা বা উচ্চ শ্রেণীকে একচেটিয়াভাবে শিক্ষিত করার ধারণার পরিবর্তে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার প্রাথমিক সরকারী প্রচেষ্টার অধিকাংশই ছিল কার্যকর। এটি চূড়ান্তভাবে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার উপায় হিসাবে এক শ্রেণীর ব্যক্তিকে ইংরেজিতে শিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ব্রিটিশরা মনে করেছিল যে ইংরেজি জানা শ্রেণী ব্রিটিশদেরকে উপনিবেশের নিয়ন্ত্রণ অর্জনে সহায়তা করবে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল জনসাধারণকে শিক্ষিত করা নয়। উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। ভারতের উন্নয়ন অগ্রাধিকার ছিল না। তারা দেশের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষামূলক নীতি তৈরি করেছিল।

2.2.5 হান্টার কমিশন (The Hunter Commission)

1857 সালের যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ ক্রাউনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে শিক্ষার নীতি ও দায়িত্ব কোম্পানি থেকে সংসদে স্থানান্তরিত হয়। 1882 সালে উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল, যিনি ভারতে গভর্নর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই কমিশন সাধারণত হান্টার কমিশন নামে পরিচিত ছিল। ভাইসরয় লর্ড রিপন এই কমিশনটি 1854 সালের উড'স ডেসপ্যাচ বাস্তবায়ন না করার অভিযোগগুলি দেখার লক্ষ্যে নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিশন 1882 সালে তার রিপোর্ট পেশ করে।

এই সময়ে ব্রিটিশরা প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি পুরো স্কুল শিক্ষার বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা এইড সিস্টেম (Grant-in-aid) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুদানের দক্ষতা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছিল। এই নীতি প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করে ভারতের সমস্ত প্রদেশে বোর্ড, কাউন্সিল। প্রাথমিক শিক্ষাকে এই স্থানীয় সংস্থাগুলির বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যদিও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাকে তাদের কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। এই নীতির দ্বারা বেশিরভাগ দেশীয় বিদ্যালয়গুলির অপমৃত্যু ঘটেছিল। বিদ্রোহ দেশীয় শিক্ষার সমৃদ্ধি ব্যবস্থায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন রাখে এবং নতুন শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়। এই নীতিমালার মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা, শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি চালু করা হয়। হান্টার কমিশনের রিপোর্ট শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন ধারণা দিয়েছে।

ঔপনিবেশিক আমলে সরকারের বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্ভব হয়েছিল।

Unit–3 : শ্রীরামপুর ত্রয়ী: মিশনারি কার্যক্রম এবং এই অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে তাদের অবদান (Sreerampore Trio : Missionary Activities and their contributions in spreading Education in the region)

গঠন (Structure)

3.1 অষ্টাদশ শতকের ভারতে মিশনারি কার্যকলাপের ক্ষেত্র (State of missionary activities in 18th century India)

3.2 শ্রীরামপুর ত্রয়ী (The erampore Trio)

3.3 ত্রয়ী গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ (Important activities of the Trio)

3.4 শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান (Contribution of Serampore of the Trio)

- **3.4.1** ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (Fort William College)
- **3.4.2** নারী শিক্ষা (Women Education)
- **3.4.3** নতুন ধরনের শিক্ষার প্রবর্তন (Introduction new types of education)
- **3.4.4** ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা (Secular Education)
- **3.4.5** শ্রীরামপুর কলেজ (Serampore College)
- **3.4.6** গণশিক্ষা এবং গ্রামের উন্নয়ন (Mass education and development of village)

3.5 সারাংশ (Summary)

3.6 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

3.7 তথ্যসূত্র (References)

3.1 অষ্টাদশ শতকের ভারতে মিশনারি কার্যকলাপের রূপরেখা (State of Missionary activities 18th century India)

ব্রিটিশ শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর উপরোক্ত আলোচনা গুলি ছিল-পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীরা স্তারিতভাবে কী অধ্যয়ন করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ শিক্ষানীতির প্রাথমিক পর্যায়ের পাশাপাশি, শিক্ষার তৃতীয় ধারাটি মিশনারিদের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল। সুতরাং আসুন আমরা অষ্টাদশ শতকে ভারতে মিশনারি

কার্যক্রমের শুরুতে ফিরে যাই এবং কীভাবে সেই সব কাজ সম্পন্ন হয়েছিল তা অনুসন্ধান করি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কীভাবে বিকশিত হয়েছে, যা আজও বিদ্যমান। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজ বাসিন্দাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাদের সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে পড়াতে হবে। ভারতীয়রাও ভারতীয় শিক্ষার তাগিদ অনুভব করেছিল। কিন্তু মিশনারিরা কোম্পানির সাথে তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে প্রয়োজনমত গুরুত্ব ব্যর্থ হয়। বেসরকারী অখ্রিস্টান উদ্যোগও এক্ষেত্রের প্রবেশ করে। 1793 সালের চার্টার অ্যাক্টের পরবর্তী দশকে ইংল্যান্ডের ধর্মপ্রচারকরা মিশনারিদের উত্তরণে আরোপিত বিধিনিষেধ আইনের শর্তাবলী দ্বারা এড়ানোর কিছু উপায় খুঁজে বের করার দিকে তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল।

উইলিয়াম কেরি একজন ব্যাপটিস্ট ধর্মপ্রচারক এবং পেশায় একজন জুতা প্রস্তুতকারক, জন থমাসের অনুপ্রেরণায় লন্ডন ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি দ্বারা 1793 সালে একটি ডেনিশ জাহাজে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি রাম রাম বোস ও তার মুন্সীকে নিযুক্ত করেন। কেরি দিনাজপুরে জর্জ উদ্‌নির সহায়তায় সংস্কৃত, ফারসি এবং বাংলায় শিক্ষা নির্দেশনা দেওয়া শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বোর্ডিং স্কুল খোলার জন্য বসতি স্থাপন করেছিলেন। কেরি যখন দিনাজপুরে কর্মরত ছিলেন, মিস্টার ওয়ার্ড, একজন বিশেষজ্ঞ প্রিন্টার। জনাব মার্শম্যালো, একজন শিক্ষক, প্রাচ্যবিদ মিঃ গ্রান্ট এবং মিস্টার ব্র্যান্ডসন জোধ্যান্ডস 1799 সালে কলকাতা থেকে খুব দূরে শ্রীরামপুর ডেনিশ কলোনি স্থাপন করেন যা ছিল ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদর দপ্তর। কেরি তাদের সাথে শ্রীরামপুরে যোগ দেন, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় 1780 সালে।

যথাযথ উৎপাদন ও ছাপাখানার সাহায্যে যা বাংলায় কোম্পানি বড় ধরনের কমিশন পেতে শুরু করে তারা বাংলার জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার চালায়। উইলিয়াম কেরি, ওয়ার্ড, জোশুয়া মার্শম্যান যারা একসাথে কাজ করেছিলেন তাদের প্রচারের জন্য কাজ করে 'দ্য শ্রীরামপুর ট্রিও' উপাধি অর্জন করেছিলেন।

3.2 শ্রীরামপুর ত্রয়ী (The Serampore Trio)

শ্রীরামপুর ত্রয়ী লক্ষ্য (Goals of Serampore Trio)

শ্রীরামপুর ত্রয়ী ভারতে আসার আগে ভারতীয় শিক্ষার প্রেক্ষাপট এখানে আলোচনা করা উচিত। বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় শিক্ষা সর্বদাই ব্যবহারিক প্রকৃতির পরিবর্তে শাস্ত্রীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ছিল। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এই ত্রয়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। তাদের আগমনের কারণ খুঁজে বের করার জন্য সেই সময়ের শিক্ষার অবস্থা খতিয়ে দেখতে হবে।

প্রাচীন ভারতে, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা ছিল উচ্চবিত্তের একচেটিয়া অধিকার, বিশেষ করে ব্রাহ্মন সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রদের একত্র করে তাদের টোল ও ছোটপাঠীদের ঘরোয়া পরিবেশে শিক্ষা দিতেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, গ্রামে পাঠশালা এবং মক্তব ছিল যেখানে গুরু ও মৌলবীরা

এলাকার ছেলেদের কাছে তিনটি (Reading– writing and arithmetics) এর জ্ঞানদান করতেন। মাদ্রাসাগুলো উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। অভিজাতরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেন না বরং বাড়িতেই শিক্ষা দিতে পছন্দ করেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন স্কুল ছিল না যদিও জমিদাররা প্রায়ই তাদের মেয়েদের বাড়িতে শিক্ষা দিতেন। সামাজিক কুসংস্কার ও কুসংস্কারের কারণে ভারতীয়দের অধিকাংশই তাদের মেয়েদের শিক্ষিত করতে ইচ্ছুক ছিল না এবং সমাজের নিম্নবিত্তদের শিক্ষা গ্রহণে সামর্থ্য ছিল না।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সেখানে মিশনারি কার্যক্রমের ব্যাপকতা দেখা দেয় পৃথিবী ব্যাপী। ইউরোপীয় শক্তির হাত ধরে ভারতে মিশনারিদের আগমন ঘটে। পলাশীর যুদ্ধের পর 1757 সালে শুধু ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেই যুদ্ধ কিন্তু কিন্তু ভারতে অনিবার্য উন্নয়নের নিশ্চিত ভিত্তি স্থাপন করেছিল। 1765 সালের পরে রাজনৈতিক দায়িত্বের উত্থান যেখানে বৃদ্ধি পায় এবং এটি মিশনারিদের কাজকে অবাধে প্রভাবিত করে। মিশনারিদের উদ্দেশ্য ছিল—

(i) ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(ii) কোম্পানির কর্মচারীদের ধর্মীয় অধিকার পালন।

(iii) গণ যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা।

মিশনারিরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় দেশীয় শিক্ষার সমর্থনের সাথে সাথে জনসাধারণের কাছে সর্বাধিক পরিচিত ঐতিহ্যবাহী দেশীয় ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা সুবিধাজনক বলে মনে করেছিল। ঐতিহ্যগত শিক্ষার পতনের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা মিশনারিরা আংশিকভাবে পূরণ করে। মিশনারি স্কুলগুলি সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং তারা শিক্ষাগত জাতপাতের বাধা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই দুই ধাপে মিশনারি কাজের প্রকৃতি একে অপরের থেকে আলাদা ছিল। মিশনারিরা কিছু উন্নতি করার চেষ্টা করেছিল। এবং আধুনিক উপাদান যা পশ্চিমা শিক্ষা চালু করতে সহায়ক হয়ে ওঠে। তারা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক পর্যায়ে শিক্ষার উত্তরণে সহায়তা করেছিল।

ব্রিটিশ সরকার প্রথমে শিক্ষার উন্নয়নে সামান্যই আগ্রহ দেখায়। ওয়ারেন হেস্টিংস জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ প্রভাব বাড়ানোর জন্য এবং একটি বন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের কাছে পাঠদানের খুঁজে পেতে একটি স্বতন্ত্র নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভারতীয় শিক্ষার পুনরুজ্জীবনকে উৎসাহিত করেছিলেন। কোম্পানি ভারতীয় মতামতকে প্ররোচিত করার লক্ষ্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পরোপকারী নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে। ওয়ারেন হেস্টিংস 1781 সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন (প্রতিষ্ঠানটি এখনও বিদ্যমান) ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, আইন, পাঠ্যক্রমের বিষয় হিসাবে পাটিগণিত এবং ভাষা হিসাবে আরবি। একই চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্যার উইলিয়াম জোনস 1784 সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন এবং 1792 সালে রেসিডেন্ট জোনাথন ডানকান বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল প্রাচ্যবাদের প্রাথমিক সূচনা। কিন্তু সরকারি তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো প্রস্তাব বা দূরবর্তী কোনো পরামর্শও ছিল না। প্রাচ্যবাদের অনুসারীরা বিশ্বাস

করেন যে কোম্পানির অবশ্যই মিশনারি উদ্যোগ এবং ধর্মান্তরিতকরণের জন্য কোনো সমর্থন দেওয়া উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষাগত বিবেচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

ইংরেজি শেখানোর জন্য স্কুলগুলির একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের ধারণাটি কোম্পানির একজন সিভিল সার্ভেন্ট চার্লস গ্রান্টের দ্বারা প্রথম প্রস্তাবিত হয়েছিল। তিনি 1792 সালে একটি ছোট প্রচারমূলক গ্রন্থ 'গ্রেট ব্রিটেনের এশিয়াটিক বিষয়গুলির মধ্যে সমাজের অবস্থার উপর পর্যবেক্ষণ' (Observation on the state of Society among Asiatic subjects of Great Britain) লিখেছিলেন। তিনি 'পর্যবেক্ষণে' তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ধর্মপ্রচারকদের স্বাধীনতার জন্য একটি মামলা তৈরি করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতীয়রা অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বরং ভারতীয়দের মধ্যে আলোকিত করবে। এই দুটি বিষয় শাসক ও শাসিতদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবেও কাজ করেছে। গ্রান্ট, ইংল্যান্ডে ফিরে এসে হাউস অফ কমন্স এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টরসকে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজি করার চেষ্টা করেছিলেন তবে সফল হননি। কিন্তু তার কথা ইংরেজদের মনে কিছুটা প্রভাব ফেলে। 1793 সালে কোম্পানির চার্টার পুনর্নবীকরণের সময় মিঃ উইলবারফোর্স ভারতে শিক্ষক ও প্রচারকদের স্বাধীনভাবে প্রবেশাধিকারের দাবিতে সংসদীয় বিলটি উত্থাপন করেন। এটি ছিল ইংরেজদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য ছিল ভারতীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি বিধানের মাধ্যমে ভারতীয়দের সুখ বিধান ও জ্ঞানের প্রসার। উইলবার ফোর্স তাই ভারতের শিক্ষক ও ধর্মযাজকদের অবাধ প্রবেশের আবেদন করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অবশ্য রাজনৈতিক ও আর্থিক ভিত্তিতে উইলবারফোর্সের প্রস্তাবকে নেতিবাচক বলে ঘোষণা করেছে। এর অঞ্চলগুলিতে কাজ করার জন্য প্রথম প্রতিবাদী মিশনারি হওয়ার সম্মান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ডেনিশ মিশনে যায়।

এই মিশনের বিখ্যাত অগ্রদূত, জিগেনবালগ এবং প্লাসচাউ 1706 সালে দক্ষিণে একটি ডেনিশ স্টেশন ট্রাঙ্কেবারে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। জিগেনবালগ এবং তার সহকর্মীরা মিশনারি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ করেছিলেন। 1713 সালে তামিল ভাষায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 1706 সালে ট্রাঙ্কেবারে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছিল এবং পরবর্তী বছরগুলিতে, মাদ্রাজে দুটি দাতব্য বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল একটি পর্তুগিজদের জন্য এবং অন্যটি তামিল শিশুদের জন্য। 1742 সালে, কিয়ারনন্দর ইউরেশিয়ানদের পাশাপাশি ভারতীয়দের জন্য এবং ফোর্ট সেন্ট ডেভিডের কাছে দাতব্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তার কাজ এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে ক্লাইভ তাকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানান যেখানে 1758 সালে তিনি একটি দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিয়ারনন্দর সারাজীবন বাংলায় কাজ চালিয়ে যান এবং সেই প্রদেশে কিছু অগ্রগামী সেবা দেন যা জিগেনবালগ মাদ্রাজকে করেছিলেন। শোয়ার্টজ মাদ্রাজের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ব্রিচিনোপলিতে ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় ছেলেদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (প্রায় 1772) এবং তাঞ্জোরে একটি ইংরেজি দাতব্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা মহীশূরের হায়দার আলী তাকে উপহার দেন। তাঞ্জোরের বাসিন্দা জন সুলিভানের সহায়তায় তিনি 1785 সালে তাঞ্জোর, রামনাদ, শিবগঙ্গায় তিনটি স্কুল চালু করেন। মিশন স্কুলগুলি যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের বিশেষ করে তুলেছে। ভারতে ছাপাখানা চালু করার জন্য তাদের কাজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

রাজনৈতিক সমীকরণ দিনে দিনে দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং এটি ব্রিটিশ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে সহযোগিতার নীতি থেকে অসহযোগে এবং আবার মিশনারিদের সাথে দ্রুত সহযোগিতা নীতি গ্রহণ করে। যদিও উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত শিক্ষার বিষয়ে সরকারী চিন্তাভাবনা পশ্চিমা শিক্ষার থিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, তবে আর্থ-সামাজিক শক্তি এবং মিশ্র সংস্কৃতি ভারতীয় জীবনে ইতিমধ্যেই সক্রিয় ছিল, ধীরে ধীরে এটির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কলকাতা ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং পলাশীর যুদ্ধের পর কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীর সরকার ও সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়গুলি কলকাতায় অবস্থিত ছিল। এসব অফিসের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই কলকাতার বাসিন্দা হন। এটি জাতি, ধর্ম এবং বর্ণের একটি দুর্দান্ত সংমিশ্রণে পরিণত হয়েছিল।

একটি নতুন অর্থনীতির প্রবর্তন, বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্মসংস্থানের সমস্যা তৈরি করে। এই লোকেরা তাদের বুদ্ধি এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করত। এইভাবে বুদ্ধিজীবী বাবু সমাজের উদ্ভব হয় এবং এই লোকেরা ইংরেজি শেখার চেষ্টা করে। তারা একটি নতুন সংস্কৃতি প্যাটার্ন চালু নতুন ধরনের শিক্ষার ধীরে ধীরে প্রবর্তন অষ্টাদশ শতকের শুরুর বছরগুলিতে ফিরে পাওয়া যেতে পারে। 1720 সালে ক্যাপ্টেন বেলারমি একটি সূচনা করেছিলেন। কিয়ারনান্ডার 1758 সালে মিশন চার্চ লেনে তার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ইংরেজি জানার জন্য একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। পাথুরিয়াঘাটার শ্রী রাম লোচন ঘোষ ছিলেন প্রথম ইংরেজ জ্ঞানী বাঙালি। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজ বাসিন্দাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাদের সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে পড়াতে হবে। কলকাতায় এবং আশেপাশে বসবাসকারী ভারতীয়রা এবং ইংরেজদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এবং বিশেষ করে বাবুদের ইংরেজি শিক্ষার তাগিদ ব্যর্থ হয়। বেসরকারী অ-খ্রিস্টান উদ্যোগ ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। উনিশ শতকের শুরুর বছরগুলিতে লন্ডন মিশনারি সোসাইটি চিনসুরা এবং বিশাখাপত্তনমে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ওয়েসবিয়ান মিশন আগ্রায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল, সুরাট, মিরাট, কলকাতা ট্রাঙ্কেবার ইত্যাদিতে 1800 খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তিত পরিস্থিতি পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটায় শিক্ষা ব্যবস্থা। এই পরিবর্তনগুলি ভারতে কেরির আগমনকে প্রভাবিত করেছিল। এই পরিস্থিতি বাংলায় পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে ত্রয়ীকে আবির্ভূত হতে সাহায্য করে।

3.3 ত্রয়ী গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (Important Activities of the Trio)

যদিও শ্রীরামপুর ত্রয়ী মূলত খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিল তারা শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার এবং সামাজিক পুনর্গঠনের পাশাপাশি শহরের এবং আশেপাশের অসুস্থ এবং দরিদ্র লোকদের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিল।

ছাপাখানা স্থাপন (Establishment Printing Press)

শ্রীরামপুর ত্রয়ী 1800 খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম পাতা শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। এ.ডি. চার্লস উইলকিন্স মুদ্রণে দক্ষ ছিলেন এবং দক্ষ অক্ষর তৈরির লোকের সন্ধানে ছিলেন যা বাংলা টাইপের বিকাশের উদ্দেশ্য ছিল। পঞ্চানন কর্মকার এ ধরনের অক্ষর-ধরন দেন এবং বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশে অগ্রসর করেন। আগে ইংরেজিতে কাঠের ব্লক তৈরি করে প্রথমে চিঠি ছাপা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে ইংরেজি ও বাংলা হরফ ধাতু দিয়ে তৈরি হয়। এই ত্রয়ীর সাহায্যে লোহার ছাপাখানা ধীরে ধীরে কাঠের ছাপাখানা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। পঞ্চাননের জামাতা মনোহর কর্মকার ফাউন্ড্রির কাজে অসাধারণভাবে দক্ষ ছিলেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মারাঠা, তামিল, তেলেগু, চাইনিজ, আরবি, উর্দু, ফার্সি ইত্যাদির ফন্ট শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে তৈরি হতে থাকে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বাংলায় মুদ্রণ প্রযুক্তির জনক। যদিও মিশন-পূর্ব সময়ে কলকাতায় মুদ্রণযন্ত্র পাওয়া যেত, শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টায় মুদ্রণ প্রযুক্তির আশ্চর্যজনক উন্নতি হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যগুলি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে যথাক্রমে ভলিউম 5 এবং ও খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institution)

উইলিয়াম কেরি মুদনাবুটলিতে ছেলেদের জন্য একটি দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 1800 সালে শ্রীরামপুরে চলে আসার পর তিনি বিদেশী নাগরিকদের জন্য ফি প্রদানের মাধ্যমে হোস্টেল সুবিধা সহ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যদিকে 1800 সালের জুন মাসে তিনি স্থানীয়দের বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি স্কুল চালু করেন। কেরি এবং মার্শম্যান 1810 সালে কলকাতা বেনিভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। 1812 সাল নাগাদ, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কমপক্ষে 10টি মিশনারিদল কাজ করছিল। 1815 সাল নাগাদ, শুধুমাত্র ট্রায়ালের মাধ্যমে 20টিরও বেশি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (তাদের অধিকাংশই কলকাতা থেকে 30 মাইল দূরে হাইব্রিড)। 1817 সালের মধ্যে 115টি স্কুল ছিল, তারা মেয়েদের স্কুলে যেতে উৎসাহিত করত। 1822 সালে তাদের দ্বারা মেয়েদের জন্য একটি পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। 1829 সালে উত্তর-পূর্বে, গুয়াহাটিতে একটি স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল।

1818 সালে ত্রয়ী শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারা কলেজটিকে খ্রিস্টান এবং অ-খ্রিস্টান ভারতীয় যুবকদের পশ্চিমা কলা ও বিজ্ঞানে শিক্ষা দিতে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে উতাহিত করেন। কলেজের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা। এটি ছিল বাংলার প্রথম ইংরেজ মিশনারি কলেজ। 1827 সালে ডিগ্রি প্রদানের কর্তৃত্ব সহ এটিকে ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। ডিভিনিটি ডিগ্রী প্রদানের সুবিধা কলেজ এখনও উপভোগ করে।

সাহিত্যিক কাজ (Literacy Works)

বাইবেলের অনুবাদ এবং প্রকাশনা, প্রধানত নিউ টেস্টামেন্ট ছিল ত্রয়ীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

1801 সালে কেরি বাংলায় নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে এটি 31টি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। 1801 বের হয় কেরির বাংলা ব্যাকরণ। 1801 সালে প্রকাশিত হয় 'কথোপকথন' (কলোকিজ)। ওল্ড টেস্টামেন্ট কৃত্তিবাস রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত যেখানে 1802 সালে মুদ্রিত হয়েছিল। 1803, 1807 এবং 1809 সালে ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল যা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি বোঝার জন্য কেরি মানুষের ভাষা শিখেছিলেন। বাংলা শেখার পর তিনি বাংলা সাহিত্যের বিকাশে অবদান রেখেছিলেন 'ইতিহাসমালা' (1812) 150টি জনপ্রিয় উপাখ্যানের সংকলন। 1815 থেকে 1825 সালের মধ্যে 40 হাজার শব্দ নিয়ে কেরির অ্যাংলো-বাংলা অভিধানটি 5 খণ্ডে তৈরি করা হয়েছিল। 1820 সালে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অ্যানাটমি বিভাগের অনুবাদ 'বিদ্যাহারাবলী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি মারাঠি ও হিন্দি গদ্যও লিখেছেন। কেরিও প্রধান নিযুক্ত হন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের প্রধান হিসাবে।

সাংবাদিকতা (Journalism)

শ্রীরামপুর ত্রয়ী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও সফলভাবে কাজ করেছেন। 1780 সালে প্রথম সংবাদপত্র হিকি সাহেবের বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হয়। এই উদ্যোগ মিশনারিদের উৎসাহিত করে এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তারা 'সমাচার দর্পণ' এবং 'ভারত বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সমাচার দর্পণ, হল বাংলার প্রথম প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এটি প্রাচ্য ভাষায় ছাপা হওয়া প্রথম সংবাদপত্র। 'ভারত বন্ধু' সামাজিক দিক থেকে সাংবাদিকতার জন্য ভারতের প্রথম হিসাবে স্বীকৃত হয়। এতে সতীদাহের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশিত হয়। 1818 সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'দিগ্দর্শন'পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 'আমেরিকা আবিষ্কার', 'হিন্দুস্তানের ভৌগলিক এলাকা' ইত্যাদির মতো অনেক নিবন্ধ এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। সাংবাদিকতার এই প্রাথমিক সাফল্যগুলি দ্রুত ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য জার্নাল প্রকাশের জন্য পথ খুলে দেয়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাদের কাজ ছিল অসাধারণ।

বাংলা সাহিত্যে অবদান (Contribution in Bengali Literature)

শ্রীরামপুর ত্রয়ী তিনজনের সাহায্যে কেরি সাহেবের মুন্দি রাম রাম বসু 'স্তবগান' লিখেছিলেন এবং গসপেল মেসেঞ্জার (একটি 100 লাইনের কবিতা) লিখেছিলেন। 1803 সালে, তিনি খ্রিস্টের জীবনীমূলক স্কেচ তুলে ধরেন। তিনি রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত (ঐতিহাসিক জীবনী) এবং লিপিমালাও লিখেছেন। অন্যদিকে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারও শ্রীরামপুরে তাঁর কাজের অবদান দায়িত্ব পালন করেন। ছেলেদের জন্য শিক্ষা-সার (1818), কবিকঙ্কন চণ্ডী (1819), বাল্মীকি রামায়ণ (1830-39) মহাভারত (1836), বাংলা অভিধান (1838) ইত্যাদির মতো তাঁর সাহিত্যিক অবদানগুলি কেবল বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি, বেশিরভাগ রচনাগুলি মুদ্রিত হয়েছিল শ্রীরামপুর প্রেস থেকে। বাঙালির বিকাশে এই ত্রয়ী শ্রীরামপুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

সামাজিক সংস্কার (Social Reform)

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও এই শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজে বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার ও যুগ যুগ ধরে প্রচলিত কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। শিশু ভ্রূণহত্যা দূর করতে কেরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কথিত আছে যে লর্ড ওয়েলেসলি উইলিয়াম কেরিকে শিশু বলিদানের বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এবং 1802 সালে তার রিপোর্টের ভিত্তিতে ওয়েলেসলি একটি আইন পাশ করে যা শিশুদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে বলিদানের প্রথা নিষিদ্ধ করে। উইলিয়াম কেরিও সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন। ধর্মীয় বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করতে না চাইলেও কেরি কখনো হাল ছাড়েননি। তিনি সরকারকে লিখতে থাকেন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। পরে রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা তাদের আওয়াজ তুলেছিলেন এবং উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক 1829 সালে ভারতে ব্রিটিশ অঞ্চলে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার আদেশ জারি করেছিলেন। ক্যারি সাহেব কলকাতায় কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি আশ্রয়স্থলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উদ্যানপালন (Horticulture)

উইলিয়াম কেরি উদ্যান পালনে খুব আগ্রহী ছিলেন, তিনি উদ্ভিদের অনেক বিজ্ঞানসম্মত নাম দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া নামগুলি আজও উদ্ভিদবিদ্যার পণ্ডিতদের বৃত্তে অপরিবর্তিত রয়েছে। তিনি একজন উদ্ভিদবিদ এবং উদ্যানতত্ত্ববিদ হিসেবে সমগ্র ইংল্যান্ডে পরিচিত ছিলেন। তার দেওয়া কিছু বোটানিক্যাল নাম বা নিম্নরূপ: পেঁয়াজ, রসুন, লবঙ্গ ইত্যাদি। উইলিয়াম কেরি ভারতের কৃষি সম্ভাবনা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন কিন্তু কৃষির দরিদ্র অবস্থা এবং সাধারণভাবে কৃষকদের দারিদ্র্য দেখে হতাশ হয়েছিলেন। 1811 সালে, তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণায় 'দিনাজপুর জেলার কৃষির অবস্থা' শিরোনামের একটি গবেষণাপত্রে তার ফলাফল প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্বেগ 1820 সালে ভারতের কৃষি-উৎপাদন সোসাইটির (Agri-horticultureal Society) চূড়ান্ত ভিত্তি তৈরি করেছিল। তিনি কলকাতার বোটানিক্যাল সোসাইটি শুরু করেছিলেন, আজ এটি রয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

শ্রীরামপুর ত্রয়ীর কাজ ছিল বিভিন্ন ধরনের। তারা বাংলায় অবতরণ করেছিল যেখানে শিশুহত্যা এবং সতীদাহ প্রথার মতো বর্বর প্রথা ছিল এবং জনগণকে শিক্ষা ও জ্ঞানদানের মাধ্যমে সমাজের সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া তাদের আহ্বান ছিল। শিক্ষা, সাংবাদিকতা, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাদের কাজ ছিল অবিস্মরণীয়।

3.4 শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান (Contribution of Serampore Trio)

শ্রীরামপুর ত্রয়ীর কার্যক্রম উনিশ শতকের বাংলার যুগে সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক কার্যকলাপগুলির মধ্যে একটি। শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞান বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজে আলোকিত হয়এবং

বিশ্বকে আলোকিত করে ও সৃজনশীল কার্যকলাপের পরিবেশকে অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক বাধা অতিক্রম করে শ্রীরামপুর ত্রয়ী শিক্ষা বিস্তার করতে সক্ষম হয়। শুধু স্কুল-কলেজই নয়, তারা প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন পথের সূচনা।

3.4.1 ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (Fortwilliam College)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুর ত্রয়ী শিক্ষা ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উইলিয়াম কেরি এই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হন। তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীব লোচন মুখার্জি, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, তারিণী চরণ মিত্র, রাম রাম বোস প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। শ্রীরামপুর দ্বারা বেশ কিছু বই সরবরাহ করা হয়েছিল যা একটি উদাহরণ স্থাপন করেছিল এবং বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। ত্রয়ীর সাহায্যে বাংলা ব্যাকরণে একটি নতুন দিক বিকশিত হয়। অভিধান, সংস্কৃত, মারাঠি, ওড়িয়া, অসমীয়া, পাঞ্জাবি, কর্নাট, বাংলায় বাইবেল এবং অন্যান্য ভাষার পাঠ্যপুস্তক এবং কৃষি, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি সহ অন্যান্য আগ্রহের বই তাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামপুর ত্রয়ী স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কলেজে ব্যবহৃত অধিকাংশ বই শ্রীরামপুরে ছাপা হতো।

3.4.2 নারী শিক্ষা (Women Education)

উনিশ শতকে নারী শিক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। মহিলারা স্কুলে যেতে পারত না। তাদের লেখাপড়া খুবই অবহেলিত ছিল। কিন্তু ত্রয়ী পরিস্থিতির যন্ত্রণা বুঝতে পেরেছিলেন। 1819 সালে কেরি শ্রীরামপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুর মিশন ছিল মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে অগ্রগামী। 6 বছরের মধ্যে 12 টি স্কুল খোলা হয় এবং 300 জন মেয়ে শিক্ষা লাভ করে। নারী কিশোর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

3.4.3 নতুন ধরনের শিক্ষার প্রবর্তন (Introduction of new type of Education)

ত্রয়ীর কর্মকাণ্ড ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এটি বাংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে এবং একটি নতুন ধরনের শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে। তাদের কাজ অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের প্রভাবিত করেছিল এবং পরবর্তীতে ম্যাকলে (ঞ্চথত্বথন্ড্থা) ত্রয়ীর কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিকভাবে ত্রয়ীদের কার্যকলাপ দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। তিনজনের কাজের প্রভাবে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে। অ্যারাটন পিটার স্কুল (1801), এল স্নাবেলের স্কুল (1802), হিন্দুদের জন্য আনন্দিরামের স্কুল (1802), জোড়াবাগানের রামনারায়ণ মিত্র স্কুল, খেম বোসের নিত্যানন্দ সেনের স্কুল কলুতলা (1808) তাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল। উল্লেখ্য, সে

সময়ের অনেক স্কুল ভারতীয়রা চালু করেছিল। এই গতি 1817 সালে হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করে। ধীরে ধীরে নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

3.4.4 ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা (Secular Education)

ত্রয়ী ভারতীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। তখন নিরক্ষরতা ছিল চরমে। ভারতীয় জনগণের অধিকাংশই মৌলিক ওটি (3Rs-Reading– Writting– Arithmetices) জানত না। এই পরিস্থিতি জনগণের জন্য আরও খারাপ ছিল। অত্যাচারীরা সাধারণ জনগণের অশিক্ষার সুযোগ নিয়েছে। 1800 সালে ছেলেদের জন্য প্রথম বাংলা মাধ্যম স্কুল চালু হয়। অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহিত করেন। শ্রীরামপুর ত্রয়ী সময়ের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বিস্তারের প্রবণতা এবং সরকারের শিক্ষানীতির একটি দিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

3.4.5 শ্রীরামপুর কলেজ (Serampore College)

শ্রীরামপুর কলেজ হল ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমদানিকারী প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান যা উইলিয়াম কেরি জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডের একটি জীবন্ত স্মারক। এই কলেজটি 1818 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ত্রয়ীটির লক্ষ্য ছিল ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য এবং আজকের সেরা পাশ্চাত্য শিক্ষা উভয়ের সাথে পরিচিত এক শ্রেণীর জ্ঞানদীপ্ত মানুষ তৈরি করা এবং বিশেষ করে ভারতীয়দের সেবা ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষিত মানুষ উত্থাপন করা। মন্ত্রী এবং শিক্ষক এবং জাতীয় চার্চ গুলি দায়িত্ব পালনের জন্য তারা একটি থিওলজিকাল বিভাগ সহ একটি আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স কলেজের প্রস্তাব করেছিলেন। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে খ্রিস্টান এবং অ-খ্রিস্টান ছাত্ররা একসাথে শিক্ষা পেত পাঠ্যক্রম ছিল সংস্কৃত, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, চিকিৎসা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং কলেজের প্রাথমিক বছরগুলিতে বেশিরভাগ বিষয় বাংলায় পড়ানো হত। 1827 সালে এই কলেজটি অধিকার পায় ডিগ্রি দিতে। এই কলেজটি ছিল বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার মাইলফলক।

3.4.6 গণশিক্ষা এবং গ্রামের উন্নয়ন (Mass Education and development of villeges)

এই ত্রয়ী আসার আগে জমিদার, রাজা প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সীমিত ছিল এবং জনসাধারণের শিক্ষা ছিল অবহেলিত। কেরি এবং অন্যান্য মিশনারিরা জনগণের প্রতি করুণা অনুভব করেন এবং তারা গ্রামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। আগে গ্রামে খুব কমই কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল। তাই গ্রামগুলো উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করে। গণশিক্ষায় তিনজনের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়।

ত্রয়ীর অবদান শুধু সাংবাদিকতা, শিক্ষা, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনও প্রভাবিত হয়েছিল। সেই ঐতিহ্যবাহী বর্ণশ্রমিক সমাজ হারিয়েছে এর জনপ্রিয়তা। বর্ণ অভিজাততন্ত্র দ্রুত আর্থিক অভিজাততন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছিল। কলকাতায় একটি বাবু সংস্কৃতি দ্রুত বিকাশ লাভ করছিল। সমাজ ও শিক্ষার নতুন ধারা পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি বঙ্গীয় রেনেসাঁর মঞ্চ তৈরি করে।

3.5 সারাংশ (Summary)

- আদিদেশীয়/প্রথাগত শিক্ষার অর্থ হল স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ব্যবস্থা যা ঔপনিবেশিক সময়ের আগে ভারতে প্রচলিত ছিল এবং এর মূল রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও জীবন পদ্ধতিতে।
- উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আদিদেশীয়/প্রথাগত শিক্ষার উৎস খুবই তুচ্ছ। প্রাথমিক তিনটি উৎস হল মাদ্রাজ, বোম্বে এবং বাংলা প্রদেশে যথাক্রমে স্যার টমাস মুনরো, মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন এবং উইলিয়াম অ্যাডাম পরিচালিত তিনটি অনুসন্ধানের রিপোর্ট। কোম্পানি প্রশাসনের দ্বারা তাদের এই অনুসন্ধানগুলি পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যাতে তাদের প্রচেষ্টা ব্রিটিশদের ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করতে পারে।
- আদিদেশীয়/প্রথাগত শিক্ষা প্রধানত দুটি শ্রেণির প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হত, শিক্ষার স্কুল যা উচ্চ শিক্ষা প্রদান করে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়। হিন্দুদের জন্য পাঠশালা এবং মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা এবং টোল অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ছিল মক্তব, ফারসি স্কুল এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকারী স্কুল।
- শিক্ষার স্কুলগুলিতে, সাধারণত হিন্দু এবং মুসলিম ছেলেরা তাদের ধর্মের সাথে সংযুক্ত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে কারণ প্রদত্ত নির্দেশাবলী বেশিরভাগই ধর্মীয় এবং হয় সংস্কৃত বা আরবি বা ফারসি ভাষায়। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো ফি নেওয়া হয়নি বা শিক্ষকদের কোনো নির্দিষ্ট বেতনও ছিল না। শিক্ষাগত অর্থের প্রধান উৎস ছিল নাগরিকদের কাছ থেকে নগদ বা ধরনের স্বেচ্ছায় উপহার এবং শাসক ও ধর্মীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি গণশিক্ষার প্রধান সংস্থা ছিল এবং প্রদত্ত নির্দেশগুলি ছিল ব্যবহারিক প্রকৃতির যেমন পাটিগণিত, পড়া এবং স্থানীয় ভাষায় লেখা। কিছু মেয়েও শিক্ষায় অংশ নিত। ছাত্রদের ফি বা শিক্ষকের বেতনও ছিল না। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পিতামাতার কাছ থেকে মাঝে মাঝে উপহারের উপর নির্ভর করতেন এবং যেহেতু তাদের কোন ধর্মীয় মর্যাদা ছিল না, তাই রাষ্ট্র বা সাধারণ জনগণ তাদের সমর্থন করেনি। এইভাবে পরিকাঠামো এবং সরঞ্জাম ছিল দুর্বল এবং ন্যূনতম। এখানে, সিনিয়র ছাত্রদের জুনিয়রদের শেখানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং এই পদ্ধতিটি পরবর্তীতে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি চ্যাপ্লেন ডক্টর বেল দ্বারা বিকশিত হয়েছিল এবং ইংল্যান্ডে মনিটরিয়াল সিস্টেম হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।
- সাক্ষরতার শতাংশ ছিল পুরুষদের মধ্যে 4%-12% এবং মহিলা হিসাবে সমগ্র জনসংখ্যার জন্য 4-6 এবং দলিতরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাদ পড়েছিল। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা ছিল যে এটি দেশের শিকড়ের সাথে যুক্ত ছিল, স্থানীয় চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারত এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের দ্বারা এটি সঠিকভাবে পুষ্ট হলে ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি অনেক মজবুত দেশ সামগ্রিকভাবে এগিয়ে যেত।
- পরবর্তী সাবইউনিট ভারতে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা হবে।

- শিক্ষানীতির ধারণা এবং দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। তারপর নীতিগুলির পটভূমি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছিল যেখানে 1813 সালের চার্টার অ্যাক্ট, 1833 সালের চার্টার অ্যাক্ট, উডস ডেসপ্যাচ, ডাউনওয়ার্ড ফিট্রেশন থিওরি, হান্টার কমিশন প্রভৃতি গুরুত্ব করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শিক্ষামূলক নীতির মূল লক্ষ্যগুলির সংক্ষিপ্ত ধারণা কালানুক্রমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। এই ইউনিট সরকারি শিক্ষানীতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করবে।
- উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে তিন ধরনের শিক্ষা সমান্তরালভাবে চলছিল। একটি ছিল দেশীয়/প্রথাগত প্রতিষ্ঠান যেমন আগে আলোচনা করা হয়েছিল, দ্বিতীয়টি ছিল বিভিন্ন ব্রিটিশ নীতি দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা এবং তৃতীয়টি ছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গৃহীত বিভিন্ন ব্রিটিশ নীতি এবং তাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যগুলি এই নীতিগুলি প্রণয়নের পিছনে ব্রিটিশ কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ধারণা দান করে।
- ব্রিটিশদের প্রথম শিক্ষামূলক উদ্যোগটি 1813 সালের চার্টার অ্যাক্টের 43 ধারায় পাওয়া যায় যেখানে 'সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি' এবং সাহিত্যের কম্পা দ্বারা উতাহিত করার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা কোম্পানি প্রদান এর কথা বলা হয় ভারতের অধিবাসীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য।
- 1823 সালে, সনদ আইন দ্বারা নির্ধারিত এক লক্ষ টাকা কীভাবে ব্যয় করা হবে তা দেখার জন্য সাধারণ কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (GCPI) গঠিত হয়েছিল। তবে পরে এই অর্থ ব্যয় করা হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় ইংরেজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার বা স্থানীয় ভাষায় প্রাচ্য শিক্ষার প্রচারের মাধ্যমে তা নিয়ে শুরু হয় অ্যাংলিসিস্ট-ওরিয়েন্টালিস্ট বিতর্ক।
- 1833 সালের সনদ আইন প্রতি বছর এক লাখ থেকে দশ লাখে উন্নীত করে। এটি বিতর্ককে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং অবশেষে 1835 সালে, ম্যাকোলে তার বিখ্যাত মিনিটস তৈরি করেন যা ইংরেজি মাধ্যমে পশ্চিমি শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থ ব্যয় করার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক পরিকল্পনা করেন এবং তা গ্রহণ করেন।
- ম্যাকলে'স মিনিট যুক্তি দিয়েছিলেন যে সরকারের নির্বাচিত উচ্চ শ্রেণীর অভিজাতদের পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য অর্থ সংস্থান ও ব্যয় করা উচিত যার ফলে শিক্ষা ধীরে ধীরে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যাবে নিম্নমুখী পরিস্রাবণ তত্ত্বের মাধ্যমে
- পরবর্তীকালে হান্টার কমিশন গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার কার্যকারিতা করার চেষ্টা করেন সাহায্য এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুদানের দক্ষতা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে এবং ভারতের সমস্ত প্রদেশে স্থানীয় বোর্ড, কাউন্সিল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এসব স্থানীয় সংস্থার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব বলে ঘোষণা করা হয় যদিও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা তাদের কার্যক্রম থেকে বাদ ছিল।
- শ্রীরামপুর ত্রয়ী ছিল তিনজন অগ্রগামী ইংরেজ মিশনারীর নাম, যথা জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম কেরি এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড। তারা 1792 সালে ইংল্যান্ড থেকে বাংলায় আসেন এবং অষ্টাদশ শতকের

ব্যাপটিস্ট ধর্মপ্রচারক তৈরি করতে। তারা কলকাতার উত্তর থেকে 13 কিলোমিটার দূরে শ্রীরামপুর গ্রামকে তাদের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়। তাই, এই কারণে তাদের শ্রীরামপুর ত্রয়ী বলা হয়।

- এই ত্রয়ীর লক্ষ্য ছিল প্রতিটি 'বর্ণ, বর্ণ বা দেশ' নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের কলা ও বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়া এবং ক্রমবর্ধমান চার্চে দায়িত্ব পালনের জন্য লোকেদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। শুরু থেকেই কলেজটি সর্বজনীন ছিল কিন্তু এর অর্থ হল খ্রিস্টান চার্চের কোনো একটি শাখা থেকে সমর্থনের স্বয়ংক্রিয় ভিত্তি নেই। 1818 সালের আগে, শ্রীরামপুর ব্রত্রয়ী তাদের নিজস্ব সন্তানদের এবং স্থানীয় ভারতীয়দের নারীসহ শিশুদের শিক্ষা প্রদানের জন্য একসাথে কাজ করেছিল।
- ত্রয়ী 1800 খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বাংলার প্রথম মুদ্রণ প্রযুক্তি এবং প্রথমবারের মতো বহু ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল।
- 1818 সালে এই ত্রয়ী শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারা কলেজটিকে খ্রিস্টান এবং অ-খ্রিস্টান ভারতীয় যুবকদের পশ্চিমা শিল্প ও বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান করেন। কলেজের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা।
- ত্রয়ী ও বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক অবদান তৈরি করেন। তারা অনেক শাস্ত্রীয় বইও লিখেছেন এবং কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। ত্রয়ী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও সফলভাবে কাজ করেছেন। 1780 সালে প্রথম সংবাদপত্র হিকি'স বেঙ্গল গেজেট বের হয়। সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তারা 'সমাচার দর্পণ' এবং 'ভারত বন্ধু' পত্রিকা চালু করে
- শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও ত্রয়ী। নারী শিক্ষা, শিক্ষাকে অসাম্প্রদায়িক করে তোলা এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ও শিশু বলিদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। কেরি উদ্ভিদের অনেক বোটানিক্যাল নামও দিয়েছেন।

3.6 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. দেশীয় শিক্ষার ধারণা বর্ণনা কর।
2. উনিশ শতকের ভারতের দেশীয় শিক্ষার আসন কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল?
3. সকল স্তরের দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানকারী শিক্ষকদের বৈশিষ্ট্য কী কী?
4. কিভাবে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এর অর্থায়ন হয়েছিল?
5. এমন কিছু ব্যবস্থা বর্ণনা কর যার দ্বারা দেশীয় শিক্ষার অবস্থা হতে পারে উন্নত হয়েছিল?
6. শিক্ষানীতি বলতে কী বোঝ?

7. দেশীয় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
8. 1813 সালের চার্টার অ্যাক্টের শিক্ষাসংক্রান্ত সুপারিশগুলির উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
9. কোন সালে ম্যাকলে মিনিট উপস্থাপন করা হয়েছিল?
10. নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব কি? ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই তত্ত্বের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
11. হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ কর।
12. উইলিয়াম কেরি কে ছিলেন?
13. শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল?
14. বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামপুর প্রেসের গুরুত্ব সম্পর্কে বল।
15. কিভাবে শ্রীরামপুর ত্রয়ী উচ্চ শিক্ষায় অবদান রেখেছে?
16. উদ্যানপালনে তারা কীভাবে অবদান রেখেছে তা বর্ণনা কর।
17. ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান বর্ণনা কর।

3.7 রেফারেন্স (Refferences)

- নুরুলিয়া, এস এবং নায়েক, জেপি (1943)। ব্রিটিশ আমলে ভারতে শিক্ষার ইতিহাস
- বোম্বে: ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড ব্যানার্জী জে. পি., (1958)। ভারতে শিক্ষা: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, ভলিউম। কলকাতা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।
- আর্টস অফ ট্রানজিশনাল ইন্ডিয়া বিংশ শতাব্দী, ভলিউম। বিনায়কপুরহিতে।
- ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ গির্জা পর্যালোচনা, ভলিউম 126
- ভারতে মুসলমান এবং ধর্মপ্রচারক এভ্রিল অ্যান পাওয়েল।
- বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ, ভলিউম ও 3
- ইভাঞ্জেলিক্যালিজমের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রান্ডল হার্বার্ট ব্ল্যালমার।Block-2 Educational Policy in 19th Century (উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শিক্ষাগত নীতি)

BLOCK–2

Educational Policy in 19th Century

Unit–4 : Charter Act (1813) : Perspective, Policy, Orientalist-Occidentalist Controversy and Bentink's Resolution

Unit–5 : Macaulay Minute, Wood's Education Dispatch (1854)

Unit–6 : Adam's Report : Backdrop and Significance, Eurzon Policy-Perspectives, Hunter Commission (1982-83)

Unit–4 : ??

(Charter Act (1813) : Perspective, Policy, Orientalist-Occidentalist Controversy and Bentink's Resolution)

গঠন (Structure)

4.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

4.2 ভূমিকা (Introduction)

4.3 চার্টার অ্যাক্ট (1813): দৃষ্টিকোণ, নীতি, প্রাচ্যবাদী অক্সিডেন্টালিস্ট বিতর্ক এবং বেন্টিঙ্কের সমাধান (Charter Act (1813): Perspective, Policy, Orientalist-Occidentalist Controversy and Bentinck's Resolution)

4.3.1 সনদ আইন সম্পর্কে (About Charter Acts)

4.3.2 চার্টার অ্যাক্টের দৃষ্টিকোণ (1813) (Perspective Charter Act (1813)

4.3.2.1 সনদ আইন 1813 এর পটভূমি (Background of Charter Act 1813)

4.3.3 সনদ আইনের অধীনে বিধান (1813) (Provision of Charter Act 1813)

4.3.4 প্রাচ্যবাদী-অক্সিডেন্টালিস্ট বিতর্ক (The Orientalist-Occidentalist Controversy)

4.3.4.1 বিতর্কের পটভূমি (Background of Controversy)

4.3.5 অ্যাংলিসিস্ট-অক্সিডেন্টালিস্ট বিতর্কের সমাধান (Resolution of Orientalist-Occidentalist Controvesy)

4.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই ইউনিট অধ্যয়ন করার পরে, শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত বিষয়ে জানতে সক্ষম হবে:

- কীভাবে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য শেষ হয়েছিল তা জানতে পারবে?
- সনদ আইন, 1813 এর পিছনে ঐতিহাসিক পটভূমি কি ছিল তা জানতে পারবে?
- সনদ আইন, 1813 এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য কি ছিল তা জানতে পারবে?
- প্রাচ্যবাদী-অক্সিডেন্টালিস্ট বিতর্কের পিছনে কারণগুলি কী ছিল জানতে পারবে।
- ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে বেন্টিঙ্কের সিদ্ধান্তগুলি কী ছিল তা জানতে পারবে।

- ম্যাকলে মিনিটের প্রেক্ষাপট কি?
- চাটার অ্যাক্ট 1813 এর বিধানগুলির উপর ম্যাকোলে-এর পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- আধুনিক ভারতীয় শিক্ষায় ম্যাকলে মিনিটের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।
- কিভাবে উইলিয়াম অ্যাডাম বাংলার শিক্ষার অবস্থা মুলায়ন করেছিল তা জানতে পারবে।
- উইলিয়াম অ্যাডামের পটভূমি জানতে পারবে।
- আদমের তিনটি প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করবে।
- সেই সময়ে আদিদেশীয় শিক্ষার প্রচলন থাকলে বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারবে।
- ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে অ্যাডাম রিপোর্টের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে।

4.2 ভূমিকা (Introduction)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম দিকে ভারতীয়দের শিক্ষার প্রতি খুব একটা আগ্রহী ছিল না এবং অনেক পরে অনিচ্ছায় তারা শিক্ষাগত বিষয়গুলো হাতে নেয়। উনিশ শতকের প্রারম্ভিক বছরগুলিতে পাঠশালা, টোল, মক্তব এবং মাদ্রাসার মাধ্যমে আদিদেশীয় সংস্কৃত এবং আরবি শিক্ষার পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারিদের পাশাপাশি কিছু ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ব্যক্তিদের দ্বারা একটি নতুন ধরনের শিক্ষা বিস্তারের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছিল। কিন্তু পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমে বিরোধী ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে ঘটনার পালাক্রমে ইংল্যান্ডে মতামত পরিবর্তিত হয় এবং এই ধারণাটি শুরু হয় যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শিক্ষার প্রচারের জন্য তার বৈধ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, ভারতে একই সাথে বিভিন্ন শিক্ষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল থমাসন দেশীয় স্কুলগুলির ভিত্তির উপর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গণশিক্ষার একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, যখন বোম্বে বোর্ড দেশীয় শিক্ষার নিন্দা করেছিল, দেশীয় স্কুল এবং পরিবর্তে সরকারী স্কুলের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে বোম্বাই যখন ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বোচ্চ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন বাংলা ভারতীয় ভাষাকে অবহেলা করছিল এবং ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করছিল, এবং তাই একটি উপরিভাগের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এগুলি পরস্পরবিরোধী নীতি হিসাবে প্রদর্শিত হয়; কিন্তু এই ধরনের পরীক্ষা অবশ্যই অপরিহার্য ছিল। এটি এই বিতর্ক এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে বস্তুগতভাবে সাহায্য করেছে। এইভাবে সাধারণ উদাসীনতার মনভাব, সমস্যাগুলির অপেশাদার দ্বারা কার্যকর করার চেষ্টা, ভারতে বিরাজমান একটি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ অবহেলা। এই পরিস্থিতিতে সনদ আইন 1813 পাস করা হয়েছিল যা প্রথমবারের মতো শিক্ষাগত বিষয়ে সরকারী দায়িত্বের আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল যে কীভাবে সরকারী তহবিল শিক্ষার জন্য ব্যবহার

করা উচিত এবং দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর লোক হল অ্যাংলিসিস্ট এবং অক্সিডেন্টালিস্ট। আবির্ভূত হয় যারা এই বিষয়ে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক একদিকে অ্যাডামকে বাংলার বিদ্যমান শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু অন্যদিকে অ্যাডামের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করেননি বরং ম্যাকলের সুপারিশগুলি গ্রহণ করেছিলেন যা পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে ছিল। এইভাবে, এটি ছিল ভারতীয় শিক্ষার একটি উত্তেজনাপূর্ণ পর্যায় এবং সমস্ত বিবরণ এখানে আলোচনা করা হবে।

4.3 চার্টার অ্যাক্ট (১৮১৩): দৃষ্টিকোণ, নীতি, প্রাচ্যবাদী- অক্সিডেন্টালিস্ট বিতর্ক এবং বেন্টিঙ্কের সমাধান (Charter Act (1813) : Perspective, Policy, Orientalist-Occidentalist Controversy and Bentinck's Resolution

4.3.1 সনদ আইন সম্পর্কে (About Charter Acts)

কোম্পানির সনদ 20 বছরের জন্য নবীকরন করা হয়েছিল এবং এটি ঘোষণা করা হয়েছিল এটিকে পরবর্তী 20 বছরের জন্য সমস্ত অঞ্চলকে দখলে রাখার অনুমতি দেওয়া হবে। 1786 সালে কর্নওয়ালিসকে এই ক্ষমতা বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি বিভাগের উপর গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়েছিল। তাঁর কাউন্সিলের সাথে পূর্বের পরামর্শ ছাড়াই বাংলায় তাঁর অনুপস্থিতির সময় তাঁকে ভারতের যেকোনো সরকার ও রাষ্ট্রপতিকে আদেশ ও নির্দেশ জারি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত সমস্ত নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। বাংলায় ব্রিটিশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরীণ সরকারের জন্য যে সমস্ত বিধিবিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে তার একটি নিয়মিত কোড প্রণয়ন করা হয়েছিল। প্রবিধানটি ভারতীয় জনগণের অধিকার ব্যক্তি এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এটি আদালতকে তাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে থাকা বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য করে। এটি আরও প্রয়োজন ছিল যে, 'ব্যক্তি ও সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত সমস্ত আইন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ সহ মুদ্রিত হওয়া উচিত এবং তাদের প্রণীত ভিত্তিগুলির বিবৃতি সহ প্রিফিক্স করা উচিত,' (all laws relating to the rights of the person and property sahould be printed with translation in indian languages and prefixed with statements of grounds on which they were enacted') যাতে জনগণ তাদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধাগুলির সাথে পরিচিত হতে পারে। 1793 সালের আইন এইভাবে ব্রিটিশ ভারতে ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তে লিখিত আইন ও প্রবিধান দ্বারা সরকারের ভিত্তি স্থাপন করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট 1813, যা চার্টার অ্যাক্ট 1813 নামেও পরিচিত, এটি ছিল যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের একটি আইন যা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে জারি করা সনদকে পুনর্নবীকরণ করে এবং ভারতে কোম্পানির শাসন অব্যাহত রাখে। যাইহোক, চা ও আফিম বাণিজ্য এবং চীনের সাথে বাণিজ্য ব্যতীত কোম্পানির বাণিজ্যিক একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটে, যা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে।

4.3.2 চাটার অ্যাক্টের দৃষ্টিকোণ (1813) -Perspective of Charter Act (1813)

1793 সালের আগের চার্টার অ্যাক্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে 20 বছরের জন্য পূর্বের সাথে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার দিয়েছিল। যাইহোক, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উত্থান ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের জন্য কঠিন দিন নিয়ে এসেছিল।নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 1806 সালের বার্লিন ডিক্রি এবং 1807 সালের মিলান ডিক্রি প্রবর্তন করেছিলেন, যা ফ্রান্সের সাথে যুক্ত বা তার উপর নির্ভরশীল ইউরোপীয় দেশগুলিতে ব্রিটিশ পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল এবং এইভাবে ইউরোপে তথাকথিত মহাদেশীয় ব্যবস্থ্য স্থাপন করেছিল।

এই কার্যকর পরিস্থিতিতে, ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা এশিয়ার বন্দরগুলিতে প্রবেশের করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে দেয়। এসব কষ্টের পাশাপাশি অ্যাডাম স্মিথের মুক্ত বাণিজ্য নীতির তত্ত্বও তখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই নীতির সমর্থকরা ভারতের সাথে বাণিজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান কীভাবে ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শিল্পের বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে তা নিয়ে যুক্তি দিতে শুরু করে। যাইহোক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই যুক্তিগুলির বিরোধিতা করেছিল এই যুক্তি দিয়ে যে তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং বাণিজ্যিক সুবিধাগুলিকে আলাদ্য করা যায় না। বিতর্ক পরে একটি কঠোর লাইসেন্স ব্যবস্থার অধীনে সমস্ত ব্রিটিশ বণিকদের ভারতের সাথে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে সমাধান করা হয়েছিল। নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতির জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরও এই আইনটি অনুমতি দিয়েছে।

4.3.2.1 সনদ আইন 1813 এর পটভূমি (Background of Charter Act 1813)

ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের কারণে যো ইউরোপে ফরাসি মিত্রদের ব্রিটিশ পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল), ব্রিটিশ ব্যবসায়ী এবং বণিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

- তাই তারা দাবি করেছিল যে তাদের এশিয়ায় ব্রিটিশ বাণিজ্যে একটি অংশ দেওয়া যেতে পারে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া যেতে পারে
- কোম্পানী এতে আপত্তি ছিলগু
- অবশেষে, ব্রিটিশ বণিকদের একটি কঠোর লাইসেন্সের অধীনে ভারতে বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল 1813 সালের চার্টার অ্যাক্টের অধীনে ব্যবস্থা। কিন্তু চীনের সাথে বাণিজ্য এবং চা বাণিজ্যে, কোম্পানিটি এখনও তার একচেটিয়া অধিকার বজায় রেখেছে।

4.3.3 সনদ আইনের অধীনে বিধান (1813) (Provision of Charter Act 1813)

- তার আইন ভারতে ব্রিটিশ সম্পত্তির উপর ক্রাউনের সার্বভৌমত্বকে জোর দিয়েছিল।
- আইনটি ভারতীয় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন এবং বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য একটি আর্থিক অনুদান প্রদান করে।

- কোম্পানিটি ভারতীয়দের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তর ভূমিকা নিতেও ছিল তাদের অধীনে এই উদ্দেশ্যে 1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।
- কোম্পানির শাসন আরও 20 বছর বাড়ানো হয়েছিল। চা, আফিম এবং চীনের সাথে বাণিজ্য ছাড়া তাদের বাণিজ্য একাধিপত্যের অবসান ঘটে।
- এটি স্থানীয় সরকারগুলিকে সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার সাপেক্ষে লোকেদের কর দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে।
- এই আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মপ্রচারকদের ভারতে আসার এবং ধর্মান্তরিতকরণে জড়িত হওয়ার অনুমতি দেওয়া। মিশনারিরা ব্রিটিশ ভারতের জন্য একজন বিশপের নিয়োগ পেতে সফল হয়েছিল যার সদর দপ্তর কলকাতায় ছিল।
- ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের উপর ক্রাউনের এখতিয়ার এই দ্বারা দৃঢ় করা হয়েছিল।
- কোম্পানির লভ্যাংশ 10.5 নির্ধারণ করা হয়েছে।
- আইনটি ইউরোপীয় ব্রিটিশ বিষয়গুলির উপর ভারতের আদালতের জন্য আরও ক্ষমতা দিয়েছে।
- কর্পোরেশনের শাসন আরও 20 বছরের জন্য দীর্ঘায়িত করা হয়েছিল। চা, আফিম, চীনের সাথে বাণিজ্য ছাড়া তাদের বাণিজ্য একচেটিয়া ভেঙে পড়ে।
- এটি স্থানীয় সরকারগুলিকে যারা সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারের অধীনে ছিল তাদের কর দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে এবং এটি কোম্পানির লভ্যাংশ 10.5 শতাংশ নির্ধারণ করেছে।
- আইনটি ভারতীয় আদালতকে ইউরোপীয় ব্রিটিশ বিষয়ের উপর আরও কর্তৃত্বের অনুমতি দেয়,
- এই আইন কোম্পানির আঞ্চলিক রাজস্ব এবং বাণিজ্যিক লাভ নিয়ন্ত্রণ করে। এর আঞ্চলিক ও বাণিজ্যিক হিসাব রাখতে বলা হয়েছিল পৃথক
- কাম্পানির ঋণ কমানো হবে এবং প্রতি বছর @10.5% লভ্যাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল।
- এই আইনটি স্থানীয় সরকারগুলিকে সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার সাপেক্ষে ব্যক্তিদের উপর কর আরোপ করার ক্ষমতা দিয়েছো
- এই আইনটি মিশনারিদের ভারতে প্রবেশের এবং ধর্মীয় ধর্মান্তরিতকরণে জড়িত হওয়ার স্বাধীনতা দেয়। আইন অনুসারে, মিশনারিরা ব্রিটিশ ভারতের জন্য একজন বিশপের নিয়োগ পেতে সফল হয়েছিল, যার সদর দপ্তর ছিল কলকাতায়।
- আইনটি ভারতীয় সাহিত্যের পুনর্জন্ম এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সেইসাথে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতীয়দের শিক্ষায় কর্পোরেশনের জন্য বৃহত্তর দায়িত্ব সমর্থন করার জন্য একটি আর্থিক অনুদানের আহ্বান জানিয়েছে। এ জন্য এক লাখ টাকা বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত হয়।
- ভারতে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন করা হয়নি শুধুমাত্র 1813 সালের সনদ

আইনে প্রথমবারের মতো ভারতে ব্রিটিশ অঞ্চলগুলির সাংবিধানিক অবস্থানকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আইনটি ভারতের স্থানীয় সরকারগুলিকে ব্যক্তিদের উপর কর আরোপ করার এবং যারা তাদের পরিশোধ করেনি তাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে।

4.3.4 প্রাচ্যবাদী-অক্সিডেন্টালিস্ট বিতর্ক (The Orientalist-Occidentalist Controversy)

ভারতে ব্রিটিশদের আগমনের আগেও ভারতের একটি মহান এবং গৌরবময় একাডেমিক ইতিহাস ছিল। বৈদিক যুগে ভারতে একটি ব্যাপক ও আদিমতম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ যুগে ভারতে হাজার হাজার শিক্ষক ও ছাত্রের সমন্বয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু ছিল। মধ্যযুগীয় সময়ে হাজার হাজার মাদ্রাসা ও মক্তব নির্মিত হয়। এই ঐতিহ্যবাহী বা আদিদেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তখনও বিদ্যমান ছিল যখন ব্রিটিশরা ভারতে প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। প্রাচ্যবিদরা ভয় পেয়েছিলেন যে মহান ভারতীয় সংস্কৃতি ব্রিটিশদের দ্বারা নির্মমভাবে ধ্বংস হবে। তারা অনুভব করেছিল যে ভারতে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুরু করার মাধ্যমে ব্রিটিশদের জন্য কিছু গোপন এজেন্ডা রয়েছে। ভারতে ব্রিটিশদের পূর্বের কর্মকান্ড তাই ছিল। তারা সর্বদা ভারতের প্রতিটি রাজ্যের বন্ধু হওয়ার ভান করেছে এবং যখনই তারা সুযোগ পেয়েছে শত্রু রাজ্যকে সাহায্য করে এই রাজ্যগুলিকে প্রতারণা করেছে। ভারতে আসার পর থেকে তারা সর্বদা তাদের সুবিধাবাদ প্রদর্শন করেছিল। এটা আসলে এই সুবিধাবাদ ছিল তারা ভারতে প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করে। ব্রিটিশদের এই সুবিধাবাদী প্রবণতা প্রাচ্যবিদদের মনে করে যে ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সবকিছুই ধীরে ধীরে ইংরেজিতে পরিণত হবে। একই সময়ে, কিছু ভারতীয়, যারা ইংরেজি ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা এবং ব্রিটিশদের মতো আচরণ করার প্রবণতার কারণে ইতিমধ্যেই তাদের মর্যাদা উপভোগ করতে শুরু করেছিল, তারা ভারতে ইংরেজি ভাষার প্রচারের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। তারা আগেই প্রাচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে অবমূল্যায়ন করতে শুরু করেছে। তারা বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজি শিক্ষা ভারতে প্রগতিশীল পরিবর্তন আনতে পারে।

প্রাচ্য-অক্সিডেন্টাল বিরোধ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ভারতে দুটি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে একটি আদর্শিক দ্বন্দ্ব। মতাদর্শগত ঝগড়া ছিল আধুনিক শিক্ষা ভারতের সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত। ব্রিটিশরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করা শুরু করে, যদিও তারা সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতে পৌঁছেছিল। ভারতে তাদের পাল তোলার পেছনে তাদের আসল উদ্দেশ্য প্রশাসনিক ছিল না। তারা শুধু বাণিজ্যের জন্য ভারতে এসেছে। এটা ব্রিটিশ সরকারের কোনো উদ্যোগ ছিল না। একটি কোম্পানি যা ব্রিটেনে 'ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে শুরু হয়েছিল, তারা তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল এবং তৎকালীন মাদ্রাজ এবং এখন চেন্নাইতে একটি অফিস ও কারখানা খুলেছিল। তারা হয়তো তাদের দূর স্বপ্নেও কল্পনা করেনি যে তারা ভারত শাসন করবে। যাইহোক, 1757 সালে পলাশীর যুদ্ধের পরেই ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা ঘটেছিল দুই শতাব্দী জুড়ে নাটকীয় ঘটনাগুলি। এটি ছিল আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে একটি মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ঘটনা।

4.3.4.1 বিতর্কের পটভূমি (Background of Controversy)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসক হওয়ার সাথে সাথে তারা ব্রিটিশ মডেলের প্রশাসন অনুসরণ করে ভারতে আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। তাদের প্রয়োজন ছিল আধুনিক কর্মকর্তাদের। নতুন উদ্‌ভূত পরিস্থিতি ভারতে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল। প্রথম পদক্ষেপটি ছিল 1813 সালে একটি সনদ আইন ঘোষণা করা যা 1813 সালের সনদ আইন হিসাবে পরিচিত। এই চার্টে, তারা ভারতের সমস্ত আদিবাসী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 100000 টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদানের একটি অনুদান-ইন-এইড প্রোগ্রাম চালু করেছিল। পরবর্তীতে 1817 সালে একটি নতুন সনদ আইন ঘোষণা করা হয় যা 1817 সালের সনদ আইন নামে পরিচিত যেখানে আর্থিক সহায়তা 200000 টাকায় উন্নীত করা হয়।

এরই মধ্যে মতাদর্শগত সংঘর্ষ দেখা দেয়। সংঘর্ষটি ওরিয়েন্টাল-অক্সিডেন্টাল কনট্রোভার্সি নামে পরিচিত। কিছু লোক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আরবি, সংস্কৃত এবং উর্দু ভাষাগুলিকে গ্রহণ করা উচিত। তারা আরও চেয়েছিলেন যে প্রাচ্যের সাহিত্য অর্থাৎ আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা সাহিত্যের টুকরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হোক। এই গরুপ হিসাবে ওরিয়ান্টাল নামে পরিচিত। অন্য একটি দল যার মধ্যে ভারতীয়রাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা যুক্তি দিয়েছিল যে ইংরেজি ভাষা হওয়া উচিত শিক্ষা দানের মাধ্যম যেমন আরবি সংস্কৃত, পার্সি প্রভৃতি। তারা প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় সাহিত্য শিক্ষার পক্ষেও দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা একদল লোককে অক্সিডেন্টাল নামে পরিচিত। তাই এই সংঘর্ষ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য (অক্সিডেন্টাল) বিতর্ক নামে পরিচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে শিক্ষার প্রকৃতি এবং স্কুল-কলেজে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে একটি বড় বিতর্ক চলছিল। এইচ.এইচ. উইলসন এবং এইচ.টি প্রিন্সেপ প্রাচ্যবাদীদের পক্ষে ওকালতি করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে, কোম্পানির কর্মকর্তারা প্রাচ্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। 1781 সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা মাদ্রাসা, 1791 সালে জোনাথন ডানকানের বেনারস সংস্কৃত কলেজ এবং 1784 সালে উইলিয়াম জোনস কর্তৃক এশিয়া সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠার কথা প্রাকাশ্যে আসে। যারা প্রাচ্য শিক্ষার বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের প্রচারের পক্ষে ছিলেন তাদের প্রাচ্যবিদ বলা হয়। প্রাচ্যবিদ্যা কিছু ব্যবহারিক বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তারা ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শেখাতে চেয়েছিল যাতে তারা তাদের চাকরিতে আরও ভাল হয়। 1800 সালে কলকাতায় পোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে এটিই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় সমাজের অভিজাতদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের সংস্কৃতি বোঝা। কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে এটাই ছিল প্রধান কারণ। চার্লস ট্রেভেলিয়ানের নেতৃত্বে অ্যাংলিসিস্ট, এলফিনস্টোন ইংরেজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের পক্ষে ছিলেন। রাজা রণমোহন রায়ের মতো সেই সময়ের সবচেয়ে অগ্রসর ভারতীয়দের দ্বারা ইংরেজদের সমর্থন ছিল, যিনি পশ্চিমা শিক্ষার অধ্যয়নের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন 'আধুনিক পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তার ভান্ডারের চাবিকাঠি।' (key to

the treasures of scientific and democraticthought of the modern west) প্রাচ্য শিক্ষার পুরানো স্টকের উপর নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রাফটিং করা। তারা ইংরেজি মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য ছড়িয়ে দেওয়ার ধারণার যুক্তি দিয়েছিলেন। যেহেতু তারা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাই তারা পশ্চিমা শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমগ্র শিক্ষা অনুদান ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এই প্রাচ্যবাদীদের মোকাবেলায় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বিরোধিতা ছিল, যেমন, ইভানজেলিকাল, লিবারেল এবং ইউটিলিটারিয়ানরা। খ্রিস্টান ধারণা এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বে ইভানজেলিকালদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

ইভানজেলিকাল দৃষ্টিভঙ্গির দুই মহান উদ্যোক্তা ছিলেন চার্লস গ্রান্ট এবং উইলিয়াম উইলবারফোর্স। এছাড়াও, অন্যরা যারা ইভাঞ্জেলিক্যাল এর বিশ্বাসের সাথে ভাগ করেনি তারাও পাশ্চাত্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত এবং এই ধারণার অন্যতম প্রধান প্রবর্তক ছিলেন ম্যাকোলে।

4.3.5 প্রাচ্যবাদী-অক্সিডেন্টালিস্ট বিতর্কের সমাধান (Resolution of Orientalist-Occidentalist Controvesy)

ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বিতর্কের মধ্যে সমস্যা সমাধানের জন্য লর্ড ম্যাকলেকে ভারতে আনা হয়েছিল। এভাবে তিনি তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনটি 1835 সালের ম্যাকোলে'স মিনিটস নামে পরিচিত। আমরা বরং বলব যে তিনি পুরো সমস্যার সমাধান না করে প্রাচ্য-অক্সিডেন্টাল বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন। ম্যাকলে মিনিটস-এ আরও বিতর্কিত সুপারিশ রয়েছে যেমন শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজিকে গ্রহণ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় সাহিত্যের পাঠদান, ভারতে আদিদেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা বন্ধ করা এবং নিম্নমুখী পরিস্রাবণ তত্ত্ব গ্রহণ করা। গণ শিক্ষিত করা যদিও ম্যাকলে-এর মিনিটগুলি কিছুটা হলেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্ক থামাতে সক্ষম ছিল, তবে এটি প্রাচ্যবাদীদের সমর্থনকারী সমাজের প্রধান অংশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ হতাশাকে প্রসারিত করেছিল। সমাজের লোকেদের মধ্যে ম্যাকলে মিনিটস দ্বারা সৃষ্ট অস্থিরতা পরিস্থিতিকে আরও/খারাপ করে দেয় যার ফলে চার্লস উডকে নিয়োগ করা হয় যিনি পরবর্তীতে উড'স ডিসপ্যাচ নামে তার ঐতিহাসিক প্রতিবেদন জমা দেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা ভারতীয় সমাজের ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা রাখতে চেয়েছিলেন। এই নীতির পিছনে কারণ ছিল আংশিকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় এবং ভারতবাসীদের দ্বারা তাদের ভূমিকার বিরোধিতা। যাইহোক, বিভিন্ন মহল থেকে নির্দিষ্ট ক্রমাগত চাপের কারণে, মিশনারী, উদারপন্থী, প্রাচ্যবাদী, ইউটিলিটারিয়ানরা কোম্পানিটিকে তার নিরপেক্ষতার অবস্থান ছেড়ে দিতে এবং শিক্ষার প্রচারের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করে। কিন্তু মতামতের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ছিল যা এই বিষয়ে বিভক্ত ছিল যে কোম্পানির পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য শিক্ষার প্রচার করা উচিত, যা প্রাচ্যবাদী-পাসছাত্যবাদী বিতর্কের জন্ম দেয়।

Unit–5 : ম্যাকলে মিনিট : পটভূমি এবং অবদান; উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচ (Macaulay Minute : Wood's Education Dispatch (1854)

5.1 ম্যাকলে মিনিট : পটভূমি এবং অবদান

গঠন (Structure)

5.1.1 **1813 সালের সনদ আইনের 43 ধারা** (Clause 43 of the Charter Act of 1813)

5.1.2 **ম্যাকলে মিনিটের পটভূমি** (Background of Macaulay's Minute)

- **5.1.2.1** **পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সাধারণ কমিটির প্রতিষ্ঠা** (G.C.P.I.)- (Establishment of General Committee on Public Instruction (GCPI)
- **5.1.2.2** **রামমোহন রায় এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টরস দ্বারা G.C.P.I. এর বিরোধিতা** (Opposition to G. C. P. I. by Rammohan Roy and the Court of Directors)
- **5.1.2.3** **G.C.P.I. এবং Macaulay এর ভূমিকার বিভাগ** (Division of G.C.P.I. and Macaulay's Role)

5.1.3 **চার্টার অ্যাক্ট 1813 সম্পর্কে ম্যাকলয়ের পর্যবেক্ষণ** (Macaulay's Observations on the Charter Act 1813)

5.1.4 **লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক দ্বারা গ্রহণ** (Acceptance by Lord William Bentinck)

5.1.5 **ম্যাকোলে'স মিনিটের অবদান** (Contributions of Maclay's minutes)

5.1.6 **নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব** (Downward Filtration Theory)

5.1.7 **ম্যাকোলে মিনিটের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ** (Critical Analysis of Maclay's Minutes)

5.1.1 ১৮১৩ সালের সনদ আইনের ৪৩ ধারা (Clause 43 of the Charter Act of 1813)

1813 সালের চার্টার অ্যাক্টের 43 ধারায় বলা হয়েছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আংশিকভাবে ভারতে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতি বছর।

লক্ষ টাকা (প্রায়) বরাদ্দ করা হয়েছিল। এতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে 'সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি' (the revival and improvement of literature) এবং ভারতবাসীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য কোম্পানির দ্বারা বার্ষিক এক লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। ভারত' এবং 'ভারতে ব্রিটিশ অঞ্চলের

বাসিন্দাদের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানের নির্দেশনা এবং প্রচারের জন্য' (encouragement ofthe learned natives of India)। লর্ড ম্যাকলে শিক্ষায় পরবর্তীতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার প্রতিবেদন হল ম্যাকলে মিনিট। কিন্তু আংশিকভাবে ধর্মপ্রচারক ও কোম্পানির কর্মকর্তাদের ক্রমাগত আন্দোলনের কারণে এবং আংশিকভাবে এই সময়ের ইংরেজ জীবনে আধিপত্য বিস্তারকারী উদারনৈতিক চেতনার প্রভাবের কারণে তিনটি প্রেসিডেন্সিতে প্রায় একই সময়ে রাষ্ট্র শিক্ষা কাঠামো সংগঠিত করার কাজ শুরু হয় প্রায় 1823 সাল নাগাদ এবং চলতে থাকে যখন ভারতে শিক্ষায় প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণে শিক্ষায় অনুদানও বার্ষিক এক লাখ থেকে দশ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়।

5.1.2 ম্যাকোলে মিনিটের পটভূমি (Background of Macaulay's Minutes)

5.1.2.1 পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সাধারণ কমিটি (GCPI) প্রতিষ্ঠা (Establishment of General Committee on Public Instruction (GCPI).)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় শিক্ষার সমস্যাগুলি দুর করে, বিচার বিবেচনা ও পদ্ধতির মাধ্যমে একটি কার্যকরী সূত্রে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল এবং শিক্ষা দপ্তর এই বিষয়ে উদারতা দেখিয়েছিল এবং প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল 1813 সালের সনদ আইন দ্বারা নির্ধারিত এক লক্ষ টাকার যথাযথ ব্যয়ের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি শিক্ষাবিভাগ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে 1823 সালের দিকে। কোর্ট অফ ডিরেক্টরস গৃহীত উদার মনোভাবের কারণেতা সম্ভব হয়েছিল। 1823 সালের 17 জুলাই তারিখের একটি রেজোলিউশনে, গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের একটি সাধারণ কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটিতে দশজন সদস্য ছিল এবং এতে এইচ.টি. প্রিন্সেপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। যারা পরবর্তীতে ম্যাকলে বিরোধিতার কারণে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং এইচ এইচ. উইলসন যিনি একজন মহান প্রাচ্য পণ্ডিত ছিলেন। 1813 সালের সনদ আইন দ্বারা প্রদত্ত এক লক্ষ টাকার অনুদানও কমিটিতে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

লর্ড ম্যাকলে (ঘমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে) একই সাথে গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদের আইন সদস্য এবং পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সাধারণ কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটিতে বেশিরভাগই এমন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত যারা সংস্কৃত এবং আরবি সাহিত্যের মহান ভক্ত ছিলেন এবং তাই লর্ড মিন্টোর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ এবং প্রাচ্য শিক্ষাকে উতাহিত করার জন্য কমিটির সিদ্ধান্তকে খুব কমই বিবেচনা করে।

1823 থেকে 1833 সালের মধ্যে কমিটি—

(ক) কলকাতা মাদ্রাসা এবং বেনারস সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন

(খ) 1824 সালে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন

(গ) আগ্রা ও দিল্লিতে আরও দুটি ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন

(ঘ) বৃহৎ পরিসরে সংস্কৃত ও আরবি বইয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনার কার্যক্রম গ্রহণ:

এবং

(ঙ) প্রাচ্যের শাস্ত্রীয় ভাষায় দরকারী জ্ঞান সম্বলিত ইংরেজি বই অনুবাদ করার জন্য প্রাচ্য পণ্ডিতদের নিয়োগ করা হয়।

5.1.2.2 রামমোহন রায় এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টরস দ্বারা G. C. P. I. এর বিরোধিতা (Opposition to G. C. P. I. by Rammohan Roy and the Court of Directors)

কমিটি প্রতিষ্ঠার পরপরই দেখতে যায় যে এর কাজগুলো যথেষ্ট বিরোধিতা সম্মুখিন। প্রথম আক্রমণটি এসেছিল রাজা রাম মোহন রায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন জ্ঞানদীপ্ত ভারতীয়দের কাছ থেকে। রাজা রামমোহন রায় 11 ই ডিসেম্বর 1823 তারিখে গভর্নর জেনারেলের কাছে একটি স্মারক জমা দেন এবং অনুরোধ করেন যে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবগুলি পরিত্যাগ করা উচিত এবং সরকারকে আরও উদার ও আলোকিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচার করা উচিত; গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন, শারীরস্থান, অন্যান্য দরকারী বিজ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করা; যা ইউরোপে শিক্ষিত কিছু মেধাবী ও শিক্ষিত লোককে নিয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় বই, যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত একটি কলেজ প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই স্মারকটি যে দিকে বাতাস বইতে শুরু করেছিল তার একটি ভাল ইঙ্গিত এবং দেখায় যে কীভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই স্মৃতিসৌধের প্রতি কোন কর্ণপাত করা হয়নি বরং কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

1824 সালে খোদ কোর্ট অফ ডিরেক্টরস থেকে কমিটির কাজের উপর আরও শক্তিশালী আক্রমণ এসেছিল। তারা প্রশ্ন করেছিল যে প্রাচা শিক্ষার জন্য ব্যয় সার্থক কিনা। এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে একটি শিক্ষামূলক আন্দোলন সমসাময়িকভাবে ইংল্যান্ডকে দোলা দিয়েছিল এবং উনিশ শতকের নতুন ধরনের কর্মকর্তারা, তাদের পূর্বসূরিদের বিপরীতে নতুন ধারণা সাথে আবদ্ধ হয়েছিলেন যা পাশ্চাত্যবাদকে শক্তি সরবরাহ করেছিল। অবশেষে, 1833 সালের সনদ সরকারের সুযোগ খুলে দিয়েছে। শিক্ষিত ভারতীয়দের কর্মসংস্থান। শাসক এবং সরকারের অধীনে লাভজনক পদ পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ভাষ্য রাজনৈতিক গুরুত্বে ক্রমবর্ধমান ছিল যে ইংরেজি বলতে এবং লেখার ক্ষমতা তাদের বস্তুগতভাবে সাহায্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজি অধ্যয়ন দ্রুত একটি শালীন আয় এবং সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা সহ একটি কালো আবরণযুক্ত পেশার রাজকীয় রাস্তা হয়ে উঠছিল। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যদি সেই প্রজন্মের অনেক ভারতীয় তাদের সমস্ত অসুখের প্রতিষেধক হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার দিকে তাকিয়ে থাকে।

5.1.2.3 G. C. P. I. এর বিভাগ এবং Macaulay এর ভূমিকা (Division of G. C.P. I. and Macaulay's Role)

ইংরেজির এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা তাই সাধারণ নির্দেশনা কমিটির দ্বারা দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়নি এবং

কিছুটা হলেও এটি পূরণের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু জনগণের দাবির মুখে এই নীতিতে অটল রয়েছে এই কমিটিতে বিভাজন দেখা যায়। কমিটির দশজন সদস্যের মধ্যে পাঁচছজ বিভক্ত হয়ে পড়ে ওরিয়েন্টে সাহিত্যিক উৎসাহে দেয় এবং বাকিরা প্রাচ্য দল হিসেবে পরিচিত এবং ইংরেজবাদী দল হিসেবে পরিচিত ইংরেজি পদ্য ও সাহিত্য বিস্তারের গ্রহণের পক্ষে ছিল। ম্যাকোলে পাবলিক ইন্সট্রাকশনের জেনারেল কমিটির বৈঠকে বিতর্কে অংশ নেননি এবং কারন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে তার সামনে আবারও বিতর্ক আসবে। সুতরাং, যখন বিরোধের বিষয়ে কাগজপত্র কাউন্সিলের সামনে রাখা হয়েছিল, তখন তিনি নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে তার বিখ্যাত মিনিট লিখেছিলেন। এটি 2রা ফেব্রুয়ারি 1835 তারিখের এবং এটি একটি মহান ঐতিহাসিক গুরুত্বের দলিল যা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক অবিলম্বে গ্রহণ করেছিলেন।

5.1.3 চার্টার অ্যাক্ট ১৮১৩ সম্পর্কে ম্যাকলয়ের পর্যবেক্ষণ (Macaulay's Observations on the Charter Act 1813)

'সাহিত্য' এবং 'একজন দেশীয় শিক্ষিত ভারতবাসী স্থানীয়' শব্দের অর্থ বুঝতে ম্যাকলে যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই বিভাগে উপস্থিত 'সাহিত্য' শব্দটিকে ইংরেজি সাহিত্যের অর্থে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং 'একজন দেশীয় শিক্ষিত ভারতবাসী শব্দটিও প্রয়োগ করা যেতে পারে। লকের দর্শনে বা মিল্টনের কবিতায় পারদর্শী ব্যক্তির কাছে এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধুমাত্র ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। যদি এই ব্যাখ্যাটি গৃহীত না হয়, ম্যাকোলে সনদের ধারা 43 বাতিল করে একটি আইনের প্রস্তাব করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

- পাশ্চাত্য জ্ঞানের সমর্থন তিনি মত দিয়েছিলেন যে প্রাচ্য জ্ঞান অযৌক্তিকতা, কুসংস্কার এবং অতীন্দ্রিয়বাদের এক দলিল। ভারতীয় ও আরবি সাহিত্যের সমস্ত সম্পদ পাশ্চাত্য বইয়ের একটি শেলফে ধারণ করার সমান হতে পারে না। অধিকন্তু, ভারতীয়দের পুনর্জাগরণ এবং নৈতিক পুনর্জন্মের জন্য শুধুমাত্র পশ্চিমা শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। ভারতের কোনো আঞ্চলিক ভাষা পাশ্চাত্য জ্ঞান বহনের উপযুক্ত ছিল না।

- **শিক্ষার মাধ্যম (Medium of Education)**

পশ্চিমা জ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ইংরেজি অবশ্যই অনিবার্য পছন্দ হতে হবে কারণ ইংরেজি ছিল আধুনিক জ্ঞানের চাবিকাঠি। এটা ছিল শাসকদের ভাষা। এটি ছিল ভারতে বাণিজ্যের ভাষা, এবং এটি সমগ্র প্রাচ্যের বাণিজ্যের ভাষা হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। যেমন ধ্রুপদী ইউরোপীয় ভাষাগুলি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলির বিকাশে অবদান রেখেছিল, তেমনি ভারতীয় ভাষাগুলি ইংরেজি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করবে এবং একদিন ভারতীয়দের শিক্ষার যোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠবে।

- ইংরেজদের প্রতি ভারতীয়দের পক্ষপাতিত্বের (Evidence of India-s favouring British) প্রমাণ ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে কথিত কুসংস্কারের প্রশ্নটি উল্লেখ করে-

ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে ম্যাকলে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভারতীয়দের তাদের স্বাস্থ্যের জন্য কী ভাল এবং তাদের রুচির জন্য কী সুস্বাদু নয় তা শেখানো ইংল্যান্ডের দায়িত্ব ছিল। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ইংরেজি বইয়ের উচ্চ বিক্রির উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতীয়রা ইংরেজির প্রতি তাদের ভালবাসার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে ইংরেজি স্কুলের ছাত্ররা। এবং মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের উপবৃত্তি দিতে হয়, ছাত্র উপবৃত্তির জন্য সরকার অর্থ প্রদান করতে প্রস্তুত।

আইন ও ধর্মের ভাষা (Language of the law and religion)

সংস্কৃত ও আরবি ভাষাকে মানুষের আইন ও ধর্মের ভাষ্য হিসেবে অধ্যয়ন করতে হবে এই যুক্তির ব্যাপারে ম্যাকলে উল্লেখ করেছিলেন যে সরকারের জন্য সর্বোত্তম পথ হবে হিন্দু ও মুসলিম আইনগুলিকে ইংরেজিতে সংযোজন করা, এবং প্রাচ্যের প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশী ব্যয় না করা।

ম্যাকলে দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করেছিলেন যে ভারতে শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার। তিনি আরও পরামর্শ দেন যে প্রাচ্য শিক্ষার বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত এবং এইভাবে প্রকাশিত তহবিল ইংরেজি শিক্ষার প্রচারের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

5.1.4 লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক দ্বারা গ্রহণ (Acceptance by Lord William Bentinck)

ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক লর্ড ম্যাকলে মিনিটস গ্রহণ করেন এবং 7 মার্চ, 1835-এ ইংরেজি ভাষাকে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব পাস করেন। তহবিল শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। দেশীয় শিক্ষার স্কুল-কলেজগুলো তহবিল পাবে না।

5.1.5 ম্যাকলে মিনিটের অবদান (Contributions of Maclay-s minutes)

কিছু বিশ্লেষক ম্যাকোলে এবং তার প্রচেষ্টাকে 'প্রগতির পথে মশাল বহনকারী' (torch-bearer in the path of progress) বলে মনে করেন; অন্য একটি অংশ, যা ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য ভারতে পরবর্তী অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দায়ী করে, তাকে সমস্ত সমস্যার কারণ হিসাবে দায়ী করে। ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের প্রতি তার অজ্ঞতাপূর্ণ এবং সহিংস নিন্দার জন্য কেউ কেউ তাকে অপছন্দ করে, অন্যরা তাকে ভারতীয় ভাষাগুলির অবহেলার জন্য দায়ী করে যা অবশ্যম্ভাবীভাবে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজির ব্যবহারকে অনুসরণ করেছিল।

একটি ঘনিষ্ঠ পরীক্ষায়, করে দেখা যায় যে এই মতামতগুলি উভয়ই ভুল এবং অন্যায্য। ম্যাকলেকে 'প্রগতির পথে মশাল বহনকারী' (torch-bearer in the path of progress) বলাটা আসলে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার একটি অতিরঞ্জিত বিবরণ দেয়। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ম্যাকোলে ইংরেজি শিক্ষার আকাঙক্ষা তৈরি করেননি, যে আকাঙক্ষা আগে থেকেই ছিল এবং এর উত ছিল বৈষয়িক সুবিধার মধ্যে যা তখন ইংরেজী জ্ঞানের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল।

এমনকি তিনি ইংরেজ পার্টির সংগঠকও ছিলেন না, কারণ তিনি ভারতে আসার সময় এটি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ছিল।

ম্যাকলে 1834 সালে ভারতে এসেছিলেন, পুরানো এবং নতুনের মধ্যে যুদ্ধ ইতিমধ্যেই পুরোদমে চলছে। লোকেরা ইংরেজি, শিক্ষা কামনা করেছিল এবং কোম্পানির কাছ থেকে তা পেতে অক্ষম হয়ে মিশনারি স্কুলগুলিতে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। সংস্কারের উদ্যোগের নেতৃত্বে তরুণ প্রজন্মের নাগরিকরা ইংরেজি শিক্ষা চালু করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু এই উভয় শক্তির ক্রমবর্ধমান জোয়ারকে চাকরিতে থাকা বয়স্ক রাজনীতিবিদদের দ্বারা আটকে রাখা হয়েছিল যারা বিশ্বাস করতেন যে হেস্টিংস এবং মিন্টোর নীতি সর্বকালের জন্য ভাল এবং যারা নিঃসন্দেহে ভারতীয়দের মধ্যে রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দ্বারা সমর্থিত ছিল। এই সময়েই ম্যাকলে তার বাগ্মীতার শক্তিতে রক্ষণশীলতার তালা খুলে নতুন ধারণার বন্যা বয়ে দেওয়ার জন্য দৃশ্যপটে এসেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র একটি বিতর্কের দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী ছিলেন যা অন্যথায় বছরের পর বছর ধরে টেনে নিয়ে যেত কিন্তু তা সত্ত্বে ও শাস্ত্রীয় ভাষার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত না।

5.1.6 নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব (Downward Filtration Theory)

প্রকৃতপক্ষে, ম্যাকলে এবং সরকার তাদের নিজস্ব ব্যবসায় লাভের জন্য উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়দের একটি ছোট অংশকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল যে এর প্রভাব একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যথাসময়ে সমস্ত ভারতীয়দের কাছে পৌঁছাবে যাকে ম্যাকলে ডাউনওয়ার্ড ফিট্রেশন তত্ত্ব বলে। তত্ত্বের অর্থ হল শিক্ষাটি জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশকে প্রদান করা হবে এবং তাদের মাধ্যমে ভবিষ্যতে জনসাধারণের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া হবে। তাই এই তত্ত্বের মাধ্যমে সমাজের কিছু উচ্চ শ্রেণির লোককে তাদের ব্যবসায়িক নীতিতে নিয়োজিত করতে পছন্দ করায় তাদের শিক্ষা দিয়ে পক্ষপাতিত্ব করেছে। কিন্তু ভারতে এই নীতি ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অভিজাত লোকেরা কখনই তাদের নিম্ন শ্রেণীর পাল্টা অংশগুলি চায় না যা তারা ইতিমধ্যে উপভোগ করতে শুরু করেছে। দিনে দিনে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান প্রসারিত হতে থাকে। শিক্ষিতরা সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের অপমান করতে থাকে। সুতরাং নিম্নগামী পরিস্রাবণ

তত্ত্ব সমাজের একটি আধুনিক স্তরবিন্যাসের উত্থানের কারণ। ভারতের স্বাধীনতার সময় দেশের একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল অশিক্ষিত। এই স্ট্যাটাসটি আসলে ভারতীয় সংবিধানের স্রষ্টাদের সংবিধানে কিছু ইতিবাচক বৈষম্যমূলক নীতি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে।

5.1.7 ম্যাকলে মিনিটের সমালোচুলমূলক বিশ্লেষণ (Critical Analysis of Macaulay minutes)

পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে কেউ আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিকগুলির প্রাথমিক অবদানকারী হিসাবে ম্যাকলের মিনিটকে ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট নীতি এবং এর মাধ্যম ও পাঠ্যক্রমের প্রকৃতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর কর্মকাণ্ড একটি মহান ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি অবশ্যই ভারতীয়দের একটি শ্রেণী তৈরি করতে সফল হয়েছেন যারা উৎসাহের সাথে ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করেছে। দেশের অনেকেই এটিকে প্রথম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে যদিও এই সংখ্যাটি কম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের আজকের কৃতিত্ব কখনই সম্ভব হত না যদি ম্যাকলে ভারতীয় শিক্ষার বিকাশের দিকটি পশ্চিমে না চালাতেন।

যাইহোক, সংস্কৃত বা আরবি হাতে প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি তার সম্পূর্ণ অবহেলা দেশীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ব্যবস্থার বিবর্তনে প্রাকৃতিক প্রবাহকে একটি ধাক্কা দেয়। টোল এবং মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সংস্কৃত ও আরবি অধ্যয়নের কোনও সমর্থন পাওয়া যায়নি। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে গণশিক্ষার অবনতির কারণে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ম্যাকোলে তার মিনিটে বলেছিলেন যে এমন একটি দিন আসতে পারে যখন স্থানীয় ভাষাগুলি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যাবে। আজ তার ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই ভাষাগুলি ব্যবহার করে এমন লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এই ভাষার সাহিত্যও প্রসারিত ও বিকশিত হচ্ছে।

সমালোচকদের বলা বিরল ছিল না যে পশ্চিমা শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ম্যাকওলে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে সাহায্য করেছিল যা তার বদলে ভারতে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে ক্ষুন্ন করেছিল। এক্ষেত্রেও অভিযোগ ভিত্তিহীন। রামমোহনের সময় থেকেই ভারতীয়দের রাজনৈতিক সজাগতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ইয়ং বেঙ্গল এতে প্রবল অনুপ্রেরণা জোগায়। এক্ষেত্রে যা স্পষ্টভাবে নিন্দনীয় তা হল ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্যের প্রতি ম্যাকলের অজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও ম্যাকোলে 'সাহিত্য' এবং 'শিক্ষিত ভারতীয়' শব্দগুলির ব্যাখ্যায় পিচ্ছিল মাটিতে পদচারণা করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তার ব্যাখ্যা যথোপযুক্ত না হলেও অবশ্যই ছিল সুদূরপ্রসারী। 'পুনরুজ্জীবন' শব্দের তার ব্যাখ্যা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। সনদের ধারাটি লক্ষ্য ছিল সাহিত্যের 'পুনরুজ্জীবন' এবং উন্নতি। 'পুনরুজ্জীবন' শব্দটি শুধুমাত্র মৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে এবং ইংরেজি সাহিত্যের মতো একটি জোরালো সাহিত্য নয়।

লর্ড ম্যাকলেকে কিছু ইতিহাসবিদ ভারতে ইংরেজি শিক্ষার পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রশংসিত করেছেন। তার মিনিট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হিসাবে প্রশংসিত হয়, চিন্তাধারার একটি ভিন্ন মতবাদ তাকে সরাসরি নিন্দা করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ম্যাকোলে পাশ্চাত্য জ্ঞানের তাগিদ সৃষ্টিকারী ছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে মতামত অনেক আগে থেকেই সরকারী ও বেসরকারি অর্থে গড়ে উঠছিল। এছাড়াও, ম্যাকোলে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক ছিলেন না। ভারতীয়দের একটি অংশ আধুনিক শিক্ষার দাবি জানিয়ে আসছিল, এবং ইংরেজি স্কুল (হিন্দু বিদ্যালয় সহ) বিদ্যমান ছিল।

ম্যাকলে ভারতীয়দের থেকে ইংরেজদের তৈরি করতে পেরেছিলেন কিনা তা বিতর্কিত, তবে ইংরেজি ভাষাটি প্রাথাগতভাবে ভারতীয়করণ করা হয়েছে এবং এমন পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে যে কখনও কখনও এটি দেশীয় ইংরেজী জানা লোকেদের মানে ইংরেজী জানা লোকের পার্থক্য বঝা যেত না। এটি ম্যাকলের মিনিটের একটি প্রধান ফলাফল।

5.2 উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচ ১৮৫৪ (Woods Education Dispatch–1854)

গঠন (Structure)

5.2.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

5.2.2 ভূমিকা (introduction)

5.2.3 উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচ **(1854)** (Woods Education Dispatch-1854)

- **5.2.3.1** ডেসপ্যাচ এর পটভূমি (Background of Wood's Despatch)
- **5.2.3.2** কেন একে ডেসপ্যাচ বলা হয় (Why it is called Despatch)
- **5.2.3.3** উডস ডেসপ্যাচ এর সুপারিশ (Recommendations of Woods despatch)

5.2.4 উডস ডেসপ্যাচ এর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Education According to Wood's Despatches)

- **5.2.4.1** শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার মাধ্যম এবং শিখন পদ্ধতি (Content, Medium and Method of Education)
- **5.2.4.2** ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা (Secular Education)
- **5.2.4.3** শিক্ষায় রাজ্য নিয়ন্ত্রণ (State Control in Education)
- **5.2.4.4** গ্রান্ট-ইন-এইড সিস্টেম (Grant-in-Aid Systems)
- **5.2.4.5** শিক্ষা বিভাগ গঠন (Create Education Department)
- **5.2.4.6** বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (Establishment of University)

5.2.5 ভারতের সর্বত্র গ্রেডেড স্কুলগুলির একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা (Establishing a network of graded schools across India)

5.2.6 ভারতীয় ধর্মীয় শিক্ষা, নারী শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Religious Education, Women's Education and Vocational Education)

- **5.2.6.1** শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পাঠ্যক্রম (Teacher Training and Curriculum)

5.2.7 ভারতীয় শিক্ষার 'ম্যাগনা কার্টা' হিসাবে উডের সুপারিশ (Wood's Despatch recommendations as the 'Magna Carta' of Indian education)

5.2.8 চার্লস উডের সুপারিশ এর সমালোচনা (Criticism of Wood's Despatch)

5.2.9 চার্লস উডের সুপারিশ এর তাৎপর্য (Significance of Wood's Despatch)

5.2.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই ইউনিটের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, শিক্ষার্থীগন বুঝতে সক্ষম হবে:

- কোন প্রেক্ষাপটে Wood's Despatch বিকশিত হয়েছিল তা বুঝুন
- উডের এডুকেশনাল ডেসপ্যাচের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানুন
- ভারতীয় শিক্ষায় চার্লস উডের সুপারিশের অবদানগুলি বুঝুন
- হান্টার কমিশন নিয়োগের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে এর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি আলোচনা করুন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে এর সুপারিশগুলি আলোচনা করুন।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে সুপারিশের প্রভাব তালিকাভুক্ত করুন।
- লর্ড কার্জন যখন ভাইসরয় হয়েছিলেন সেই সময়ের শিক্ষাগত পরিস্থিতি বুঝতে পারেন
- জাতীয়তাবাদী অনুভূতি এবং কার্জনের পলির মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানুন
- সিমলা সম্মেলন এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কার্যধারা সম্পর্কে ধারণা রাখুন
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষায় লর্ড কার্জনের নীতি সম্পর্কে জানুন
- লর্ড কার্জনের অন্যান্য শিক্ষাগত সংস্কার সম্পর্কে সচেতন থাকুন
- ভারতীয় শিক্ষায় লর্ড কার্জনের নীতিগুলির সমালোচনামূলক তাৎপর্য উপলব্ধি করুন

5.2.2 ভূমিকা (Introduction)

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল। সরকার 1835 সালে ইংরেজি শিক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এই ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও কোন দৃঢ় নীতি ছিল না। যদিও মিশনারিরা শিক্ষার মাধ্যমে 'নৈতিক ও ধর্মীয় পুনর্জন্মের স্বপ্ন দেখেছিল তবে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে ভিন্ন ছিল। নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব অভিজাতদের শিক্ষিত করার বিষয়ে কথা বলেছিল যারা পশ্চিমের দোভাষী হতে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু এই নীতিটি অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয় এবং এর পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়। একবার নিন্দিত দেশীয় স্কুলগুলিকে আবার সামনের সারিতে আনতে হবে।

মুসলমানরা এতদিন পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বর্জন করেছিল। কিন্তু এখন মুসলিম নেতৃত্ব নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে এবং সরকার শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণের সাথে একটি যোগসূত্র তৈরি করাকে সার্থক মনে করেছে। রামমোহন, বেন্টিঙ্ক, বেথুন কর্তৃক সূচিত এবং বিদ্যাসাগর কর্তৃক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

সামাজিক সংস্কার আন্দোলন রক্ষণশীল প্রাচীর ভেদ করে চলেছে। নারী শিক্ষার প্রশ্নটি একটি বাস্তব প্রস্তাবে পরিণত হয়েছিল।

1835 সালে, ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সংস্থার প্রশ্নটি অমীমাংসিত ছিল। মিশনারীরা মাধ্যমিক এবং কলেজিয়েট শিক্ষার উপর জোর দিয়ে নতুন উদ্যমের সাথে শুরু করেছিলেন। সরকার একই সাথে G.C.PI এর মাধ্যমে মাঠে প্রবেশ করেছিল। (পরবর্তীতে শিক্ষা পরিষদ)। প্রাইভেট ইন্ডিয়ান এন্টারপ্রাইজ শুরু হয়েছিল। স্বার্থের সংঘর্ষ তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। মিশনারিরা দাবি করেছিল যে বেন্টিস্কের পুরস্কারটি তাদের জন্য কার্যত একটি ফাঁকা চেক ছিল এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য তাদের একচেটিয়া সংস্থা দেওয়া উচিত। তারা শুধু সরকারি, স্কুলে ব্যয়বহুল ও ধর্মহীন শিক্ষার নিন্দাই করেননি, বরং ধর্মনিরপেক্ষ কোর্সের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং পাঠ্য বই তৈরির একচেটিয়া অধিকার দাবি করেন। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে একটি শক্তিশালী ভারতীয় মতামত গড়ে উঠেছিল এবং ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা ছিল কারণ এটি চাকরির সাথে সংযুক্ত ছিল। সরকার তাই শিক্ষার বিষয়, এতে ধর্মের স্থান, শিক্ষাগত বিধানের জন্য এজেন্সি এবং মেশিন এবং সরকারের মাত্রা, ফর্ম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ন্ত্রণ ছিল।

ব্রিটেনে শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে ভারতেও খনি খনন করা হয় এবং চা, বস্ত্র ও পাট শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। পাবলিক ওয়ার্ক এবং সেচ উদ্যোগের শুরুতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের পরিষেবার প্রয়োজন ছিল। নতুন আইনি ব্যবস্থার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য আইনজীবীদের প্রয়োজন ছিল। স্পষ্টতই পেশাগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশ্নটি একটি ব্যবহারিক প্রস্তাবে পরিণত হয়েছে। ভারতীয়দের এখন প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় সেবায় ভর্তি করা হয়েছে। সমান ক্ষমতার জন্য সমান সুযোগের নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল (অন্তত তত্ত্বে)। ইংরেজি শিক্ষার তাগিদ বাড়তে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু হয়েছে। তাই, যথাযথ গ্রেডেশন সহ শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ 'সিস্টেম' প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি পরীক্ষাকারী এবং প্রত্যয়নকারী সংস্থা হিসাবে শীর্ষস্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রয়োজনীয় ছিল, যার সার্টিফিকেট নিয়োগকারী গ্রহণ করতে পারে।এই সমস্ত বিবেচনা একটি পুনর্বিবেচনা নেতৃত্বে 1853 সালে সনদ পুনর্নবীকরণের সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আবারও বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে।

1854 সালে ভারতে প্রাপ্ত একটি ডেসপ্যাচের মধ্যে মোট নীতিটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ডেসপ্যাচটি 1854 সালের উডস ডেসপ্যাচ হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিল। এই ইউনিটে আমরা অধ্যয়ন করব যে কীভাবে উডস ডেসপ্যাচ গুরুত্বপূর্ণ বিধান তৈরি করেছিল। যা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কাঠামোকে প্রসারিত করেছে। পরবর্তীতে যখন লর্ড রিপন গভর্নর জেনারেল হন, তখন তিনি ডেসপ্যাচের সুপারিশ বাস্তবায়নের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের অধীনে একটি কমিশন গঠন করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান রাখেন, যা পরবর্তী বিভাগে আলোচনা করা হবে। পরিশেষে আমরা দেখব কিভাবে লর্ড কার্জনের অধীনে, ভারতীয় শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল যা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পথ অনেক উপায়ে প্রশস্ত করেছিল।

5.2.3 উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) (Woods Education Dispatch-1854)

5.2.3.1 উডস ডেসপ্যাচ এর পটভূমি (Background of Wood-s Despatch)

আগেই বলা হয়েছে, 1813 সালের চার্টার অ্যাক্টের পর থেকে, বেশ কয়েকটি শিক্ষা বিষয়ক পরীক্ষা নানা এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করে এবং তারা তাদের নিজস্ব উপায়ে শিক্ষাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, বেশ কয়েকটি বিতর্কের পর শিক্ষা বিষয়ক সেগুলিকে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের কর্মের জন্য বিভিন্ন নীতি প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং সেগুলি বিতর্কিত বিষয়গুলিকে জড়িত করেছিল যা যত্নশীল বিবেচনার প্রয়োজন ছিল।

1853 সালে কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে প্রেরণের উপলক্ষ প্রদান করা হয়েছিল এই সময়ে 1813 এবং 1833 সালে সনদের পূর্ববর্তী পুনর্নবীকরণের

সময় হাউস অফ কমন্সের একটি নির্বাচিত কমিটি ভাবতে শিক্ষাগত উন্নয়নের বিষয়ে একটি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছিল। এই তদন্তের ভিত্তিতে কোর্ট অফ ডিরেক্টর দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগত স্মারকলিপি প্রেরণ পাঠায় কারণ এটি সম্ভবত চার্লস উডের নির্দেশে লেখা হয়েছিল যিনি তখন বোর্ড অফ কন্টোলের সভাপতি ছিলেন। এটি শতাধিক অনুচ্ছেদের একটি দীর্ঘ দলিল এবং শিক্ষাগত গুরুত্বের বেশ কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে।

5.2.3.2 কেন এটা ডেসপ্যাচ বলা হয় (Why it is called Despatch)

চার্লস উডের সেক্রেটারি নর্থব্রুকই 1854 সালের শিক্ষা প্রেরণের খসড়া তৈরি করেছিলেন যা পরবর্তীতে ভারতে প্রেরণের জন্য পরিচালকদের আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল। পুরো নীতিটি 1854 সালে ভারতে প্রাপ্ত একটি প্রেরণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাই এটিকে 'উড'স ডেসপ্যাচ' বলা হয় চার্লস উড যিনি 'পুরো ব্রিটিশ ভারত'-এর জন্য শিক্ষার একটি সাধারণ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন তার পরে।

5.2.3.3 উডস ডেসপ্যাচ এর সুপারিশ (Recommendations of Wood's despatch)

4.2.4 উড'স ডেসপ্যাচ এর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Education According to Wood's Despatches)

ডেসপ্যাচে বর্ণিত ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল (i) 'নৈতিক ও বস্তুগত আশীর্বাদ যা উপযোগী জ্ঞানের সাধারণ প্রসার থেকে প্রবাহিত হয়' (moral and material blessings that flow from the general diffusion of useful knowledge), (ii) উন্নত বুদ্ধি এবং নৈতিকতা 'সন্দেহহীন সম্ভাবনার দাসদের' (servants ofdoubtless probity) সরবরাহ নিশ্চিত করবে। (iii) এই ধরনের জ্ঞান 'অধিবাসীদের শ্রম ও পুঁজির কর্মসংস্থানের বিস্ময়কর ফলাফল শেখায় এবং তাদের দেশের বিশাল সম্পদের

উন্নয়নে 'আমাদের' (natives the marvellous results of the employment of labour and capital and rouse them to emulate'us) অনুকরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং (iv) সম্পদ ও বাণিজ্যের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি জন্য সমস্ত সুবিধা প্রদান করবে এবং একই সাথে আমাদের জনসংখ্যার সকল শ্রেণীর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন এবং সরবরাহ এবং সেইসাথে আমাদের উৎপাদিত পণ্যগুলির চাহিদা বজায় রাখতে হবে।

5.2.4.1 শিক্ষার বিষয়বস্তু, মাধ্যম এবং পদ্ধতি (Content, Medium and Method of Education)

(i) ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির একটি বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত উপাদানগুলিকে আলোচনার প্রসঙ্গ ওঠে, শিক্ষাকে ভারতের কৃষি সম্পদের বিকাশের জন্য এতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে যাতে সে ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামালের বহুবর্ষজীবী সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে এবং ব্রিটেনের শিল্প পণ্যের ব্যবহারের জন্য একটি অবিরাম বাজার হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে শিক্ষাকে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। (ii) তাৎক্ষণিক এবং আরও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থানের জন্য চাকরিজীবী কর্মীদের প্রস্তুত করা। কেরানি তৈরির শিক্ষার কথা ভাবা হয়েছিল, এবং শিক্ষা এবং কেরানি নিয়োগের মধ্যে একটি সরাসরি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যের উন্নত একাডেমিক অধ্যয়ন এককথায় পাশ্চাত্য জ্ঞান। এই ধরনের উন্নত জ্ঞানের মাধ্যম হবে ইংরেজি যদিও স্থানীয় ভাষা তাদের ঐতিহ্যগত ও সামাজিক মূল্যবোধের কারণে এবং গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল এবং (প্রয়োজনে) ভার্নাকুলার হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। আদিদেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উৎসাহিত করা হবে এবং ভারতীয় ভাষায় পাঠ্য বই ছাপা হবে।

শিক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে ডেসপ্যাচ পরিস্রাবণ তত্ত্বের জন্য অনুশোচনা করেছিল এবং ঘোষণা করেছিল যে 'উচ্চ শ্রেণীগুলি তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।' (Uper classes can stand on their own legs) তাই জনসাধারণের চাহিদার দিকে সরকারের মনোযোগ দেওয়া হবে। নীতিটি হবে 'জীবনের প্রতিটি স্টেশন উপযোগী এবং ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা জ্জ'(useful and practical knowledge suited to every station of life).

এই দুটি বিবৃতি বিশ্লেষণ একটি যা পাওয়া যায় তা হল একসাথে সমান সুযোগের অস্বীকৃতিকে বোঝায় এবং শেষ পর্যন্ত 'শিক্ষিত বাবু' এবং 'লক্ষাধিক অশিক্ষিত এর মধ্যে একটি উপসাগর সদৃশ ব্যবধান সৃষ্টির দিকে পরিচালিত করে।

ডেসপ্যাচ একই সাথে যোগ্যদের ঊর্ধমুখী উত্থান নিশ্চিত করার জন্য 'মেধা বৃত্তি' প্রদানের নীতিটি অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু কৃপণভাবে অনুদান স্কলারশিপগুলিকে কেবলমাত্র কয়েকজনের জন্য ভাগ্যের উপহারে পরিণত করেছিল, এবং বেশিরভাগই কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও, 'উপযোগী এবং ব্যবহারিক জ্ঞান' এর উল্লেখগুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকাশের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সাথে ধারক ও বাহক ছিল।

5.2.4.2 ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা (Secular Education)

ধর্মের একটি প্রশ্নে ডেসপ্যাচ ধর্মনিরপেক্ষ নির্দেশের পক্ষে একটি স্পষ্ট ঘোষণা দান করেছিল। সরকার স্কুলগুলি অ-সাম্প্রদায়িক হবে যেমন গ্রান্ট-ইন-এইড উপভোগ করা বেসরকারি স্কুলগুলি হবে। এটি একই সাথে একচেটিয়া এবং

সাম্প্রদায়িক নির্দেশের জন্য ধর্মপ্রচারক দাবির একটি স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান ছিল, তবে, এটি ঘোষণা করা হয়েছিল যে বেসরকারী সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব খরচে ধর্মীয় নির্দেশনা দিতে পারে এবং এটি সরকারের মনোযোগের সীমানার বাইরে রাখা হবে। এটি ছিল, এইভাবে, একটি মিশনারি এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় মতামত উভয়কে খুশি করার লক্ষ্যে আপোষমূলক সমাধান।

5.2.4.3 শিক্ষায় রাজ্য নিয়ন্ত্রণ (State Control in Education)

ডেসপ্যাচ এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ে সুপারিশ করেঃ নিম্ন পর্যায়ে প্রশাসনের জন্য (1) স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসক প্রশাসনের আন্ডার অ্যাক্টস অফ ইনকর্পোরেশন এর মাধ্যমে ইউনিভার্সিটির নিজস্ব নিয়ম কৌশল দ্বারা চালিত হবে। (i) নিম্নস্তরের শিক্ষা নির্দেশনার জন্য এটি পাঁচটি প্রদেশের প্রতিটিতে একটি শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছে। সেই সময়, একজন পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ডিরেক্টরের অধীনে (ডি.পি.আই) স্কুল পরিদর্শকদের একটি প্লাটুন সাহায্য করেছিল। অধিদপ্তর সরকারের শিক্ষাগত প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করবে। সরকার অবশ্য সব স্কুল রক্ষণাবেক্ষণ করবে না। বেসরকারী উদ্যোগের একটি বড় ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছিল। বেসরকারী (বেসরকারী) স্কুলগুলিকে তিনি বেতন, গৃহ নির্মাণ বা উন্নয়ন প্রধানের অধীনে অনুদান-সহায়তা দিতেন (যেমনটা আজও প্রচলিত আছে)। অনুদান, যাইহোক, তিনি শর্ত সাপেক্ষে যেমন ভাল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, স্থানীয় উদ্যোগ এবং ব্যবস্থাপনা, টিউশন ফি আদায়, সরকারী পরিদর্শনের অধীনতা ইত্যাদি।

5.2.4.4. গ্রান্ট-ইন এইড সিস্টেম (Grant-in-Aid Systems)

উডস ডেসপ্যাচ ভারতীয় গণশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গ্রান্ট-ইন-এইড ব্যবস্থা চালু করেছে। তারা বিশ্বাস করে যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনুদান প্রদানের একটি নীতি ভারতীয় শিক্ষার সমস্যাগুলিকে সমাধান করবে কারণ এটি ইংল্যান্ডে গণশিক্ষার সমস্যার সমাধান করেছে। ডেসপ্যাচ অনুদান সহায়তার কিছু সাধারণ বিষয়ক বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছে, বিবেচনার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যেকের অনুদান প্রদানের জন্য তাদের নিজস্ব নিয়ম তৈরি করা উচিত।

সে সমস্ত স্কুলে সাহায্য দিতে হবে—

- একটি ভাল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদান করবে যারা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলিকে উপেক্ষা করা হবে।
- ভাল স্থানীয় ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া যাদের থাকবে।

- সরকার কর্তৃক পরিদর্শনে সম্মতি পত্র জমা দিতে সম্মত যারা হবে।
- সামান্য হলেও ছাত্রদের কাছ থেকে ফি ধার্য করতে হবে।

এর পাশাপাশি, প্রতিবেদনে ইংল্যান্ডের অনুদান সহায়তা ব্যবস্থা অনুসরণ করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। ডেসপ্যাচ শিক্ষকদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাদের বেতন বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং প্রাদেশিক সরকারকে বৃত্তি প্রদান এবং ভবনের অবকাঠামোগত অবস্থার দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

5.2.4.5 শিক্ষা বিভাগ গঠন করুন (Create Education Department)

প্রতিবেদনে জনশিক্ষা ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় এবং জনশিক্ষার উন্নয়নের জন্য তারা ব্রিটিশ ভারতকে পাঁচটি প্রদেশে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের প্রতিটিতে পাবলিক ইন্সট্রাকশন বিভাগ গঠনের প্রস্তাব করে। নীতি অনুযায়ী একজন বিশিষ্ট ডি.পি.আই (D.P.I.) অফিসার নিযুক্ত হবেন।

প্রতিটি প্রেসিডেন্সির জন্য নিয়োগ করা হবে এবং ডিপিআই-এর সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য পরিদর্শক নিয়োগ করা হবে। ডিপিআইকে তার প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারের কাছে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

5.2.4.6 বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (Establishment of University)

ডেসপ্যাচ ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে উদার শিক্ষার দ্রুত প্রসার এবং ক্রমবর্ধমান ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো-ভারতীয় জনসংখ্যার প্রয়োজনের কারণে কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছিল। ডেসপ্যাচ আরও সুপারিশ করেছিল যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলের উপর ভিত্তি করে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত যা তখন একটি পরীক্ষামূলক সংস্থা ছিল। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একজন চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর এবং ফেলো থাকতে হবে যারা একটি সিনেট গঠন করবে। সকল সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ ছিল পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং যোগ্য প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করা। ডেসপ্যাচ একচেটিয়াভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রচারের সুপারিশ করে।

5.2.5 সমগ্র ভারতে গ্রেডেড স্কুলগুলির মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা (Establishing a Network of Granded Schools Across India)

ডেসপ্যাচ দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্ব গ্রহণের ফলে জাতিকে এমন একটি দিকে নিয়ে যায় যেখানে সরকার খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুব উচ্চ ডিগ্রী শিক্ষা প্রদান করছে এবং তাদের অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফলস্বরূপ, 1835 সাল থেকে গণশিক্ষা সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে

অবহেলিত ছিল। এই বিষয়ে ডেসপ্যাচ উচ্চ বিদ্যালয়, মধ্য বিদ্যালয় এবং আদিদেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিল এবং তারা একই শ্রেণীতে অ্যাংলো-ভার্নাকুলার এবং ভার্নাকুলার স্কুলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিবেদনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে আদিদেশীয় হওয়ার জন্য উচ্চ এবং মধ্য বিদ্যালয়গুলিকে উতাহিত করার জন্য গ্র্যান্ট-ইন-এইড প্রস্তাব করার জন্য পরিচালকদের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। তারা প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রস্তাব করেন।

5.2.6 ধর্মীয় শিক্ষা, নারী শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Religious Education, Women Education and Vocational Education)

উড ডেসপ্যাচ সরকারী প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলনকেও স্বীকৃতি দেয়, গণশিক্ষার প্রসারে মিশনারীর অবদানের উপর জোর দেয় এবং এটি সম্পূর্ণরূপে বাধা দেয়নি, তবে এটি ধর্মীয় নির্দেশনাকে স্কুলের সময়ের বাইরে ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবী বিষয় করে তুলেছে। প্রতিবেদনে নারী শিক্ষার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে স্থানীয় ভারতের অনেকেই তাদের মেয়েকে একটি মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছিল এবং মহিলা স্কুলগুলিতে অনুদান প্রদানের সুপারিশ করেছিল এবং এই দিকে যে প্রচেষ্টা চলছে তার প্রতি তাদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে, আইন, চিকিৎসা ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রচারের সুপারিশ করা হয়েছে তারা শিল্পের জন্য ভোকেশনাল কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং স্কুল পর্যায়ে ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

5.2.6.1 শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পাঠ্যক্রম (Teacher Training and Curriculum)

ডেসপ্যাচ ব্রিটেনে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অনুসারে সকল স্তরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণের সময় শিক্ষকদের জন্য বৃত্তি এবং উপবৃত্তির জন্য আরও সুপারিশ করেছে। ডেসপ্যাচ ভারতের আদিদেশীয়দের এই পেশা বা জনসেবার অন্য কোনো শাখায় যুক্ত করতে চেয়েছিল। এটি স্থানীয় ভাষায় ইংরেজি বইগুলি অনুবাদ করারও সুপারিশ করেছিল কারণ ইংরেজি তথ্য পড়ানোর বিষয় এবং আরও, তারা ভারতীয় মানুষের ইতিহাস গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে এবং সেই শিক্ষার উপাদানগুলি গ্রহণ করা উচিত যা সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি বিকাশ করে।

5.2.7 ভারতীয় শিক্ষার 'ম্যাগনা কার্টা' হিসাবে উডের সুপারিশ (Wood's Despatch recommendations as the 'Magna Carta' of Indian education)

দ্য উডস ডেসপ্যাচ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল। এটি শিক্ষার উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়িত করেছে। এটি শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে সংজ্ঞায়িত করেছিল এবং সমস্ত স্তরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক

এবং উচ্চ শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত প্রধান শাখায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করেছিল, তা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভারতে পেশাদার শিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন। এটি ভারতের শিক্ষা প্রসারের ত্রুটি উল্লেখযোগ্য সূত্র।

1857 সালে উড ডেসপ্যাচের বিধানের ভিত্তিতে বোম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল প্রদেশে পৃথক শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। জেইডি, বেথুন উড ডেসপ্যাচের বিধানের অধীনে অনুদান পেয়ে ভারতে নারী শিক্ষার প্রচারের জন্য বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এটি পুসা (বিহার) এ একটি কৃষি ইনস্টিটিউট এবং রুরকি, ইউনাইটেড প্রদেশে (বর্তমানে, উত্তরাখন্ড) একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্ত করেছিল, এছাড়াও ভারতের স্কুল ও কলেজগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ইউরোপীয় প্রধান শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছিল। এটি ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত পাশ্চাত্যকরণ। উড ডেসপ্যাচের বিধানের অধীনে প্রাইভেট ইন্ডিয়ান এডুকেটরদের প্রবর্তনও শুরু হয়েছিল।

উডস ডেসপ্যাচকে রিখটার (Richter) ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ম্যাগনা কার্টা নামে অভিহিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ম্যাগনা কার্টা হল ইংরেজি উদারনীতির একটি মহান সনদ যা রাজা জন কর্তৃক গৃহযুদ্ধের হুমকিতে 15 জুন, 1215-এ দেওয়া হয়েছিল এবং 1216, 1217 এবং 1225 সালে পরিবর্তনের সাথে পুনরায় জারি করা হয়েছিল। সার্বভৌমকে স্বাধীনতার বিষয় বলে ঘোষণা করে 'মুক্ত পুরুষ' দ্বারা ম্যাগনা কার্টা অ্যাংলো আমেরিকান আইনশাস্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তি প্রদান করে। চার্লস উডের ডেসপ্যাচ প্রধানত দুটি কারণে ভারতীয় শিক্ষার ম্যাগনা কার্টা নামে পরিচিত। প্রথম কারণ হিসেবে প্রতিবেদনটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ করা হয়েছিল কারণ ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মাগনার মতো (just as Magna) সংসদে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পাশ হয়েছিল কার্টা (Carta) সেখানে ব্যারনদের অনুরোধে সম্মত হয়েছিল এবং রাজা জন দ্বারা সংসদে তা পাস হয়েছিল। এছাড়াও, ডেসপ্যাচ রিপোর্টে গণশিক্ষার প্রসার, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষা, অনুদান, উচ্চশিক্ষার প্রতি ভারতের নাগরিকদের উতাহিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মহিলাদের প্রচারের উপর ব্যাপক জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা এবং ইত্যাদি প্রতিবেদনের প্রধান সুপারিশ যা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশের জন্য সত্যিই একটি দুর্দান্ত প্রচেষ্টা ছিল।

5.2.8 উড এর ডেসপ্যাচের সমালোচনা (Criticism of Wood's Despatch)

যাইহোক, এটি ভারতে প্রবর্তিত শিক্ষার কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার জন্য সমালোচিত হয়েছিল। এছাড়াও এটি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়নি যার কারণে উড ডেসপ্যাচ প্রবর্তন সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অনগ্রসরতা এবং অবহেলা অব্যাহত ছিল।

এটা পরিতাপের বিষয় যে ডেসপ্যাচের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর করা হয়নি; কিছুকে বিকৃত আকারে কার্যকর করা হয়েছিল; যখন আরো কিছু কাজ করা বাকি আছে ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতি যে উতাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি ধার্মিক ইচ্ছা ছিল এবং জনসাধারণের দ্বারা বলা কথা ও বোঝার ভাষাগুলি গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। অনুদানের একটি নীতি বিকশিত করার জন্য ডেসপ্যাচের ইচ্ছা যা সরকারকে শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে সক্ষম করবে তা পূরণের চেয়ে লঙ্ঘনের দিক পরিলক্ষিত হয়েছে।

5.2.9 উড এর ডেসপ্যাচের তাৎপর্য (Significance of Wood's Despatch)

উড ডেসপ্যাচ প্রেরণের সময়ের চেয়ে এক শতাব্দী পরে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তবুও, ডেসপ্যাচের প্রচেষ্টা পুরো সময় জুড়ে ছিল এবং আমরা আজও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নই। ডেসপ্যাচ দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রভাব এখনও ভাল রয়েছে। তখনকার দিনে প্রবর্তিত পরীক্ষা-প্রধান মেধা, একাডেমিক ও বইয়ের শিক্ষার প্যাটার্ন জাতির অন্তর্নিহিত যোগ্যতাকে গ্রাস করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও 'শিক্ষার কেন্দ্র হওয়ার লড়াইয়ে জিততে পারেনি। প্রবেশিকা পরীক্ষার আধিপত্য পাঠ্যক্রম এবং পদ্ধতির উপসর্গ আজও বিদ্যমান। এর মাধ্যমে শিক্ষকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতা নষ্ট করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়মুখী মাধ্যমিক শিক্ষা পেশাগত, বৃত্তিমূলক বা প্রাথমিক শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে। মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় ইংরেজির একচেটিয়া আধিপত্য মাধ্যমিক শিক্ষায়ও এর একচেটিয়াতা নিশ্চিত করেছে। নিয়ন্ত্রণের দ্বৈততা (সরকারের মধ্যে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়) চালু করা হয়। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিদর্শন নারনাল ফ্রেনেড বাহ্যিক শৃঙ্খলা কঠোর এবং স্টেরিওটাইপড, কিন্তু অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার ক্ষতিও ঘটায়। ডেসপ্যাচের শৃঙ্খলা কঠোর এবং স্টেনোটগুলি তার প্রকৃতির প্রামাণিক সংসদীয় দলিল করতে পারে না। এমনকি সরকার, দায়িত্ব স্বীকার না করলেও, এটি সরকারের কর্তব্য বলে স্বীকৃত ছিল। শত দুর্বলতা সত্ত্বেও শিক্ষার দিক থেকে পরিস্রাবণ নীতি পরিত্যাগ করে এবং একটি ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি শিক্ষা গ্রহণ করতে সাহায্য করে। সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। একটি সমন্বিত ব্যবস্থায় একটি শিক্ষামূলক সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য একটি বিশাল সুযোগ তৈরি করা হয়। সর্বোপরি, পূর্ববর্তী 50 বছরে বেসরকারী এবং সরকারী সংস্থাগুলির নৈরাজ্যিক প্রচেষ্টা এখন কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের অধীনে শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত হয়েছে। এই বিবেচনা থেকে আমরা লর্ড ডালহৌসির বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিতে পারি যে ডেসপ্যাচ সমগ্র ভারতের জন্য শিক্ষার একটি প্রকল্প (hypothesis) প্রস্তাব করেছিল, যা স্থানীয় বা/সর্বোচ্চ সরকারের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং আরও ব্যাপক, এমনকি পরামর্শ দেওয়ার উদ্যোগও নিতে পারে।

Unit–6 : অ্যাডামস রিপোর্ট : প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্য (Adam's Report : Backdrop and Significance, Hunter Commission (1982-83)

গঠন (Structure)

6.1.1 **লর্ড বেন্টিঙ্ক এবং তার ভূমিকা** (Lord Bentinck and his role)

6.1.2 **উইলিয়াম অ্যাডাম এর পূর্ববর্তী শিক্ষা বিস্তার এর প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু কথা** (About William Adam and his easlier efforts)

6.1.3 **অ্যাডামস রিপোর্ট** (Adam's Report 1838)

- **6.1.3.1** **অ্যাডামস এর প্রথম প্রতিবেদন** (Adam's First Report)
- **6.1.3.2** **অ্যাডামস এর দ্বিতীয় প্রতিবেদন** (Adam's Second Report)
- **6.1.3.3** **অ্যাডামস এর তৃতীয় প্রতিবেদন** (Adam's Third Report)
- **6.1.3.4** **অ্যাডামের রিপোর্টে আদিদেশীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য** (Features of Indigenous Education as in Adam's Report)
- **6.1.3.5** **অ্যাডামস রিপোর্টের তাৎপর্য** (Significance of Adam Reports)

6.1.4 **সারাংশ** (Summary)

6.1.5 **স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী** (Self-Assenment questions)

6.1.6 **রেফারেন্স** (Refferences)

6.1.1 লর্ড বেন্টিঙ্ক এবং তার ভূমিকা (Lord Bentinck and his role)

আমরা আগে অধ্যয়ন করেছি যে চার্টার অ্যাক্ট (1813) দ্বারা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর। লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা 1833 খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট 10 লক্ষ্য হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা বা প্রাচ্য শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থ ব্যয় করা উচিত কিনা এবং শিক্ষার পছন্দের মাধ্যম কী হওয়া উচিত তা নিয়ে মতপার্থক্য কমিটির কাজকর্মে অচলাবস্থা তৈরি হয়। এই মুহূর্তে লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রবেশ করেন যিনি ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসাবে ম্যাকলেকে 1813 খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টের শিক্ষা সংক্রান্ত ধারা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন যাকে তিনি কমিটির সভাপতি করেছিলেন। আমরা দেখেছি যে সময়ের ব্যবধানে বিখ্যাত ম্যাকলে মিনিটে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ভারতে শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার জন্য বরাদ্দকৃত সমস্ত তহবিল শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে এবং স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য

শিক্ষার ভাগ্য সীলমোহর করা হবে। ম্যাকলের এই প্রচেষ্টার সমান্তরালে, লর্ড বেন্টিঙ্ক স্কটিশ চার্চের আরেকজন উদ্যোগী ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম অ্যাডামসকে প্রায় একই সময়ে বঙ্গ প্রদেশের দেশীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টা আমরা পরবর্তী অধ্যয়ন করব। এটা উল্লেখ করার যোগ্য যে বেন্টিঙ্ক অ্যাডামসকে তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য অপেক্ষা করেননি এবং ম্যাকোলের মিনিটের সুপারিশের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার আগে তার রিপোর্ট অধ্যয়ন করেন। এইভাবে অ্যাডাম এর অনেক প্রচেষ্টা বৃথা গেলেও, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এটি এখনও একটি চরম তাৎপর্য বহন করে।

6.1.2 উইলিয়াম অ্যাডামসের পূর্বের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু কথা (A few words about William Adams' earlier educational efforts)

স্কটল্যান্ডের একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক, উইলিয়াম অ্যাডাম 1818 খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন এবং এখানে প্রায় 27 বছর অতিবাহিত করেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং উভয়েই একে অপরকে প্রভাবিত করেন। তিনি এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভারতীয় মতামতের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যথাসময়ে তিনি খ্রিস্টান যাজকত্ব ত্যাগ করেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, ভারতের গভর্নর জেনারেল 1835 খ্রিস্টাব্দে অ্যাডামকে বাংলা ও বিহারের শিক্ষার অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য এবং সংস্কারের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। যাইহোক, এটি লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে আদিবাসী শিক্ষার তদন্ত পরিচালনার জন্য অ্যাডামকে অর্পণ করার 6 সপ্তাহ পরেই লর্ড বেন্টিঙ্ক অ্যাডামস এর রিপোর্টের আগমনের অপেক্ষা না করেই ম্যাকলে মিনিটকে গ্রহণ এবং অনুমোদন করেছিলেন।

আদি ভারতীয়দের সকল শ্রেণীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংস্পর্শে ছিলেন আদম। তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে জনসাধারণ তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা চায় এবং জনসাধারণের জন্য অর্থ ব্যয় করা উচিত যাতে সকল ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। 1829 খ্রিস্টাব্দে তিনি জনপ্রিয় শিক্ষার বিষয়ে লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে স্মারকলিপি দেন এবং এই বিষয়টি বোঝার জন্য একটি সমীক্ষা চালানোর পরামর্শ দেন কিন্তু এর থেকে কিছুই বেরিয়ে আসেনি। আবার 1834 খ্রিস্টাব্দে, তিনি সফলতার সাথে অনুরূপ প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই বর্ধিত বিপুল অর্থ GCPI এর বাধা বিপত্তিকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। 1835 খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি অবশেষে তার অনুমোদন পাওয়ার পর গভর্নর জেনারেলের কাছে তার রূপরেখা এবং পদ্ধতিগত বিবরণ পাঠান তাই অ্যাডাম তার গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান করা শুরু করলেন। প্রায় তিন বছর ধরে তিনি এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলার জেলায় গ্রাম-গঞ্জে ঘুরেছেন, উঁচু-নিচুর মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং বাস্তব অবস্থা দেখেছেন। তাঁর অনুসন্ধানের সময় তিনি তাঁর দক্ষতা, শ্রম এবং ধৈর্যের মাধ্যমে বহু মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাঁর গবেষণার ফলাফলগুলিকে 'ভারতে লিখিত সর্বকালের সেরা প্রতিবেদনগুলির মধ্যে একটি' (one of the ablest reports ever

written in India) বলা হয়েছে। ম্যাকলে, সাধারণ কমিটির সভাপতি হিসাবে, যার কাছে অ্যাডামস আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন, তিনি তার কাজের প্রশংসা করেন। তিনি বলেছিলেন যে এই সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ প্রতিবেদনগুলি শিক্ষার অবস্থার সেরা স্কেচ যা জনসাধারণের শিক্ষার জন্য সামনে জমা দেওয়া হয়েছিল। অ্যাডামস বিভিন্ন সময়ে তিনটি রিপোর্ট জমা দেন। প্রথম প্রতিবেদনটি এলা জুলাই, 1835 খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি 23শে ডিসেম্বর, 1835 এবং তৃতীয় প্রতিবেদনটি 24শে এপ্রিল, 1838 খ্রিস্টাব্দে।

4.1.3 অ্যাডামস রিপোর্ট (১৮৩৮) (Adam's Report 1838)

অ্যাডামস রিপোর্ট জমা দেন (1835-1838)। অ্যাডামস এর প্রথম প্রতিবেদনটি ছিল নিছক পূর্বের শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদনগুলির উপলব্ধ সমস্ত শিক্ষাগত তথ্যগুলির একটি নিছক ডাইজেস্ট। এটি তার পরবর্তী দুটি প্রতিবেদনের মতো ব্যাপক বা নির্ভরযোগ্য নয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রতিবেদনটি তার পরিচালিত জরিপের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়। দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি এখনকার বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার একটি থানা (নাটোর থানা) এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত। তবে এটি অনেক বেশি ব্যাপক এবং বিস্তারিত। তৃতীয় প্রতিবেদনে বাংলা ও বিহারের পাঁচটি জেলার পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত আদিদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সমগ্র দেশের সঠিক চিত্র। এতে আদিদেশীয় বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য তার মূল্যবান সুপারিশও রয়েছে।

6.1.3.1 অ্যাডামস এর প্রথম প্রতিবেদন (Adam's First Report)

অ্যাডামস এর প্রথম প্রতিবেদনে শিক্ষাগত তথ্য রয়েছে। স্যার ফিলিপের মতো কিছু পণ্ডিত রিপোর্টটিকে 'মিথ' (myth) বলে অভিহিত করেছেন এবং অন্য পণ্ডিতরা যেমন আর.ভি. পারুলেকর এই রিপোর্টকে বাস্তব বলে মনে করেন।

অ্যাডামস এই প্রতিবেদনে আদিদেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বর্ণনা করেছিলেন এই বলে যে 'এই বর্ণনার দ্বারা সেই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে বোঝানো হয়েছে যেখানে প্রাথমিক জ্ঞানের উপাদানগুলির নির্দেশনা আদান-প্রদান করা হয় এবং যেগুলি স্বয়ং স্থানীয়দের দ্বারা উদ্ভূত এবং সমর্থিত হয়, বিপরীত ক্রমে যেগুলি ধর্মীয় বা জনহিতকর সমাজ দ্বারা সমর্থিত।' ('By this description are meant those schools in which instruction in the elements of knowledge is communicated and which have been originated and are supported by the natives themselves, in contradiction from those that are supported by religious or philanthropic societies'.)

অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, একটি বিদ্যালয় এমন একটি জায়গা যেখানে একজন ছাত্র বা একাধিক ছাত্রকে শিক্ষক বা পিতা নিজে বা পরিরের অন্য কোনো সদস্য দ্বারা শিক্ষা দান করা হতো। এই প্রতিবেদনে অ্যাডাম বলেছেন যে বাংলায় অন্তত এক লক্ষ স্কুল চালু ছিল, যার মানে প্রতি 400 জন ছাত্রের জন্য একটি

স্কুল ছিল। কিছু শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এই প্রতিবেদনটিকে ধারনা একটি মিথ (Myth) এবং মিথ্যা হিসাবে বর্ণনা করেছেন আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেছেন যে এটি যথেষ্ট পরিমাণেপ সঠিক। বিশ্বের 'স্কুল' সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুটি পক্ষই মূলত ভিন্ন।

একটি দল তার আধুনিক অর্থে স্কুলকে সংজ্ঞায়িত করে, যেমন স্থায়ী প্রকৃতির একটি প্রতিষ্ঠান যা একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় যারা ফি এর বিনিময়ে এলাকার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশুকে শিক্ষা দেয়। আমরা যদি সেই সময়ে স্কুলকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করি, নিশ্চিতভাবে, তখন এক লাখ স্কুল চালু ছিল না।

কিন্তু অন্যান্য সংজ্ঞা অনুসারে, একটি পরিবার যেখানে একজন শিক্ষককে তার সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল বা যেখানে পিতা তার নিজের সন্তানদের পড়াতেন বা যেখানে পিতা তার নিজের সন্তানদেরকে এলাকার শিশুদের সাথে বা ছাড়াই পড়াতেন তাকেও একটি স্কুল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স্কুলের এই সংজ্ঞা যদি মেনে নেওয়া যেত, তাহলে বাংলায় অবশ্যই এক লাখ স্কুল চালু থাকত।

আরও অনেক মজার তথ্যের মধ্যে ফার্স রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

এখানে নিম্নলিখিতগুলি তৈরি করা যেতে পারে—

(i) উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতার জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা

(ii) দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্ণনা এবং সেগুলিতে অনুসরণ করা শিক্ষাক্রমের বিবরণ

(iii) কলকাতা স্কুল সোসাইটি, চার্চ মিশনারি সোসাইটি এবং অনুরূপ অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম সহ কলকাতা এবং এর আশেপাশে প্রাথমিক মিশনারি এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(iv) মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(v) টোলগুলির একটি বিবরণ এবং সেগুলির মধ্যে শিক্ষা নির্দেশ ও পাঠ্যক্রম নির্দেশ।

(vi) শ্রীরামপুর কলেজের বর্ণনা

(vii) গারো পাহাড়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বর্ণনা

6.1.3.2 অ্যাডামস এর দ্বিতীয় প্রতিবেদন (Adam's Second Report)

অ্যাডামস এর দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি রাজশাহী জেলা নাটোর থানা থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে। এই প্রতিবেদন অনুসারে, নাটোর থানার মোট জনসংখ্যা ছিল 1,95,296 জন যার মধ্যে 1,29.640 জন মুসলমান এবং 65,656 জন হিন্দু ছিল। নাটোর থানায় 485 টি গ্রাম ছিল।

দ্বিতীয় প্রতিবেদনে অ্যাডামস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি নতুন শ্রেণিবিন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন (1) প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয়, (9) প্রাথমিক ফারসি বিদ্যালয়: (i) প্রাথমিক আরবি স্কুল এবং (ii) প্রাথমিক ফার্সি ও বাংলা স্কুল। প্রথম

রিপোর্টে অ্যাডামের সেই ধরনের নির্দেশনা সম্পর্কে কিছু বলার ছিল না যা দ্বিতীয় রিপোর্টে তিনি ঘরোয়া নির্দেশনা বলে অভিহিত করেছেন। রাজশাহীতে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে রিপোর্ট করার সময় তিনি এই ধরনটিকে পাবলিক এবং প্রাইভেট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, এটি সরকারি বিদ্যালয় বা বেসরকারি বিদ্যালয় পরিবার দ্বারা চালিত বিদ্যালয়।

27টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যেখানে মাত্র 262 জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করত। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে, 10টি বাংলা বিদ্যালয় যেখানে 167 জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করত, 4টি ছিল 23 শিক্ষার্থী সহ ফারসি বিদ্যালয়, 11টি আরবি বিদ্যালয় ছিল 42 জন শিক্ষার্থী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত অ্যাডাম একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে কীভাবে মানুষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য নিয়মিত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করার জন্য দায়ী ছিল। স্কুল শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান করতে অক্ষম লোকেদের গার্হস্থ্য শিক্ষার জন্য বেছে নিতে হয়েছিল, যার পরিধি ছিল অনেক সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ।

এছাড়াও, 1584টি পরিবার ছিল যারা 234টি গ্রামে 2342 জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করে। এই স্কুলগুলিতে ভর্তির গড় বয়স ছিল 4 বছর এবং স্কুল ছাড়ার বয়স ছিল 14 বছর। শিক্ষকের গড় বেতন ছিল প্রতি মাসে 5-4 টাকা। অ্যাডামের রিপোর্ট অনুসারে, মুসলমানদের মধ্যে কোন দেশীয় কলেজ ছিল না তবে 397 জন ছাত্র সহ 34টি সংস্কৃত কলেজ ছিল। এই জাতীয় কলেজগুলিতে ভর্তির গড় বয়স ছিল 11 বছর এবং কোর্স শেষ করার গড় বয়স ছিল 27 বছর। যদিও ধারণা করা হয়েছিল যে নাটোরে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নারী শিক্ষার আংশ গ্রহন ছিল 61211 এবং রিপোর্ট অনুযায়ী পুরুষদের সাক্ষরতার হার ছিল 6.1 শতাংশ যেখানে সামগ্রিক শিক্ষার হার ছিল 2.1 শতাংশ।

তবে অ্যাডামস শুধুমাত্র সেই দেশীয় শিক্ষার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা নির্দেশ করেননি। শিক্ষার অবস্থ্য এবং জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মডেল স্তরের উন্নতির জন্য কী প্রতিকার করা যেতে পারে এবং প্রয়োগ করা উচিত তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য তিনি তার অভিজ্ঞতাগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

6.1.3.3 অ্যাডামস এর তৃতীয় প্রতিবেদন (Adam's Third Report)

অ্যাডামস এর তৃতীয় প্রতিবেদনে দুটি অধ্যায় রয়েছে প্রথমটি মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার এবং ব্রিহ্রুত এর 1টি জেলার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও ফলাফল এবং দ্বিতীয়টি পূর্ববর্তী দুটি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে তার উপসংহার, মন্তব্য এবং পরামর্শ। প্রথম অধ্যায়ে কুড়িটি বিভাগ এবং দ্বিতীয়টিতে নয়টি বিভাগ রয়েছে। যেখানে রাজশাহী জেলায় তদন্তে তিনি একটি থানায় তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন, সেখানে তার তৃতীয় প্রতিবেদনে অ্যাডাম বাংলা ও বিহারের বেশ কয়েকটি জেলার সম্পূর্ণ তথ্য পান। এই ছিল তার সম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধান। কিন্তু অ্যাডাম একটি মাত্র সমীক্ষা করে সন্তুষ্ট ছিল না, সে আরও এগিয়ে গেলন। তাঁর প্রতিবেদনের শেষ একশ উনিশ পৃষ্ঠায় যা 'বাংলা ও বিহারে পাবলিক ইন্সট্রাকশনের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য অভিযোজিত উপায়গুলির বিবেচনা' (Consideration of the means adoapted to the improvement and extension of Public Instructions in Bengal and Bihar) শিরোনামের

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৈরি করে, তিনি সরকারের শিক্ষানীতি পরীক্ষা করেন, 'পরিস্রুতি' তত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি সামর্থ্যের সমালোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশও করেন। কিছু ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি এই প্রতিবেদনগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ।

প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে অ্যাডাম তার ভ্রমণের কিছু বিবরণ দিয়েছেন এবং তার তদন্তের পরিকল্পনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যা তিনি কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপরে তিনি তার তদন্তের সময় যে উপকরণগুলি সংগ্রহ করেছিলেন তার একটি আপ-টু-ডেট সমীক্ষা করতে এগিয়ে যান এবং সমীক্ষা করে তিনি আলাদাভাবে পাঠ্যক্রম উল্লেখ করেন ও বিদ্যালয় বিভাজন করেন, যথা— (i) বাংলা এবং হিন্দি স্কুল, (ii) সংস্কৃত স্কুল, (iii) ফার্সি এবং আরবি স্কুল, (iv) ইংরেজি, অনাথ, বালিকা এবং শিশুদের স্কুল, (v) গার্হস্থ্য শিক্ষা এবং (vi) প্রাপ্তবয়স্কদের নির্দেশ। পূর্ববর্তী বিভাগে উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার অবস্থার উপর সাধারণ মন্তব্য সম্বলিত একটি বিভাগ দ্বারা উপরের প্রতিটি বিভাগ অনুসরণ করা হয়েছে। এই বিভাগগুলি শিক্ষার এই বিশেষ শাখাগুলিতে অ্যাডামের তদন্তের ফলাফলগুলির একটি সাধারণ সারাংশ দেয়। তারপরে নির্দেশের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত অপরাধের অবস্থার শিরোনামের একটি আকর্ষণীয় বিভাগ অনুসরণ করে যেখানে অ্যাডামস অপরাধের ব্যাপকতা এবং মানুষের মধ্যে নির্দেশের উপায়গুলির অনুপস্থিতির মধ্যে কিছু সমান্তরাল চিত্র অঙ্কন করেন।

বাংলা ও হিন্দি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অ্যাডামস দেখিয়েছেন কীভাবে আদিদেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব শ্রেণি, বর্ণ ও সম্প্রদায় থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। অ্যাডাম আরও উল্লেখ করেছেন যে বাংলায় বিস্তৃত ভাবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষাদান করা হতো।

শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আদমের বিশ্লেষণ দেখায় যে আদিদেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি কোনওভাবেই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর শিশুদের সংরক্ষণ ছিল না। আমরা দেখতে পাই যে চন্ডাল, মুচি, হাদি, দুলিয়া, বাগদি প্রভৃতি তথাকথিত অবদমিত ও অবদমিত শ্রেণীর ছাত্ররাও সেখানে স্থান পেয়েছে। তবে উচ্চবিত্তরা স্বাভাবিকভাবেই সেখানে সবচেয়ে অংশ কিভাবে শিক্ষায় অংশগ্রহণ করত।

অ্যাডমের মতে শিক্ষা নির্দেশ প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক স্বভাব সম্পর্কে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা দেখায়। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের বিভাগে টোল এবং সেখানে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে অনুসরণ করা পাঠ্যক্রম সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় বিবরণ রয়েছে। অ্যাডাম সমসাময়িক সংস্কৃত লেখক এবং তাদের কাজের একটি তালিকাও দিয়েছেন। তিনি ফারসি এবং আরবি স্কুল, তাদের শিক্ষক এবং পণ্ডিতদের সম্পর্কে অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অংশটি শিক্ষার সংস্কারের জন্য অ্যাডামের প্রস্তাবনাগুলি প্রকাশিত হয় যেখানে তিনি বলেছিলেন যে কীভাবে তার বিচারে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলিকে জাতীয় শিক্ষার উপকরণ হিসাবে জনগণের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য নিযুক্ত করা সর্বোত্তম হবে এই দেশের অগ্রগতির জন্য।

অধ্যায়টি যোগ্যতার কিছু প্রাথমিক বিবেচনার সাথে শুরু হয় যা সাধারণ শিক্ষার প্রচারের জন্য সবচেয়ে

সম্ভাব্য পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়া উচিত। অ্যাডামের দৃষ্টিতে এই ধরনের একটি পরিকল্পনা হওয়া উচিত 'বিশদ বিবরণে সহজ এবং এর ফলে কার্যকর করা সহজ, সস্তা এবং এর ফলে ব্যাপক বা সাধারণ প্রয়োগ করতে সক্ষম' (simple in details and thereby easy of execution— cheap and thereby capable of extensive or general application.'। এই প্রসঙ্গে তিনি অন্যদের মধ্যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার এবং প্রতিটি গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত এমন আইন প্রণয়নের ধারণাটি পরীক্ষা করেন। অ্যাডাম তারপরে ম্যাকোলে দ্বারা প্রস্তাবিত 'পরিস্রাবণ তত্ত্ব এর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে যান এবং সমালোচনা করেন যে এটি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হিন্দু এবং মোহামেডানের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে।

তাই অ্যাডাম পরামর্শ দেন 'সরলতম, নিরাপদ, সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে মিতব্যয়ী এবং সবচেয়ে কার্যকরী' (the simplest, the safest, the most popular, the most economical and most effectual) পরিকল্পনার ভিত্তি তৈরি করে যা মানুষ নিজেরাই স্থাপন করেছে এবং কেবল প্রয়োজনীয় ভারা এবং আউটওয়ার্ক সরবরাহ করে যাতে উপরিকাঠামো শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়, ভারতীয়দের এটাকে তাদের নিজের হাতের কাজ বলে বিশ্বাস করা উচিত। এইভাবে এই পরিকল্পনাটি বিদ্যমান জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে নিখুঁত সামঞ্জস্য বজায় রাখবে এবং একই সাথে ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ ও উন্নতির কথা স্বীকার করবে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য দরকারী স্কুল বইয়ের একটি ছোট সিরিজের প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে এবং এটি পরবর্তী প্রশ্ন যা অ্যাডাম পরীক্ষা করেন এবং তিনি এই বিষয়ে তার মতামতের প্রস্তাব দেন যে স্কুলে ব্যবহারের জন্য চারটি পাঠ্য বইয়ের একটি গ্রেড সিরিজ থাকা উচিত।

অ্যাডামের পরবর্তী প্রস্তাব ছিল পরীক্ষক নিয়োগ করা যাদের দায়িত্ব হবে বর্তমান স্কুলমাস্টারদের বা যারা সেই পেশা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের একের পর এক স্কুল বই পড়তে এবং আয়ত্ত করতে এবং পরীক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষায় উপস্থিত হতে সাহায্য করার জন্য। এই বইগুলির বিষয়বস্তু আয়ত্ত্ব করবেন, এবং তাদের নিজস্ব ছাত্রদের শেখাতে পারবেন। যারা এই পরীক্ষায় সফল হবে তাদের পুরস্কৃত করবেন।

অ্যাডাম গ্রামের স্কুলগুলিতে জমি প্রদানের ধারণা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন এবং জমিদারদের কাছ থেকে চাঁদা ধার্য বিদ্যমান ধর্মীয় দান ব্যবহার এবং নতুন দান তৈরির জন্য খাসমহল জমি বরাদ্দের বিষয়ে আকর্ষণীয় পরামর্শ দিয়েছেন। অ্যাডাম আশা করেছিলেন যে উপরের উৎসগুলি থেকে বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত মান বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল পাওয়া যাবে। অ্যাডাম তারপর তার পরিকল্পনা এবং এর আর্থিক প্রভাবের বিশদ বিবরণ তৈরি করে। অবশেষে তিনি তার পরিকল্পনার সুবিধাগুলি পরীক্ষা করেন এবং আপত্তিগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।

এই পরিকল্পনার সাথে অ্যাডামের পরামর্শ হল পরীক্ষকদের পরিচালনার জন্য পরিদর্শক (Inspector) নিয়োগ ও জেনারেল পাবলিক ইন্সট্রাকশন কমিটির পুনর্গঠন। ঘটনাক্রমে অ্যাডামস উল্লেখ করেছেন

ইংরেজি শিক্ষায় ভারতীয়দেরকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলবে। অ্যাডামস অবশ্য সিদ্ধান্ত করেছেন মাতৃভাষায় শিক্ষা নির্দেশনার একটি জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে তুলতে হবে। অ্যাডামস সংস্কৃত শিক্ষা, নারী শিক্ষা, মুসলিম জনজাতি, আদিবাসী উপজাতির জন্য তাদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষা নির্দেশনার কথা বলেন।

6.1.3.4 অ্যাডামের রিপোর্টে আদিদেশীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Features of Indigenous Education as in Adam's Report)

অ্যাডামস রিপোর্ট অধ্যয়ন করলে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যায়। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে, ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতীয় শিক্ষাগত পরিস্থিতির সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং এর উন্নয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অ্যাডামসের রিপোর্টে বাংলার শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই তিনটি প্রতিবেদন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় প্রতিষ্ঠানের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। অ্যাডামের রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

অ্যাডাম নিম্নলিখিত ধরনের দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছিলেন:

- পাঠশালা
- মাদ্রাসা
- আরবি স্কুল
- ভার্নাকুলার স্কুল
- ফার্সি স্কুল
- বিদ্যালয়গুলোর কোনো ভবন ছিল না। ক্লাসগুলি প্রায়ই স্থানীয় মন্দির, মসজিদে বা গাছের নীচে অনুষ্ঠিত হত।
- মুদ্রিত বই এবং অন্যান্য স্টেশনারি অভাব ছিল। পেন্সিল এবং স্লেট ইত্যাদি নির্দেশমূলক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হত যা এলাকায় সহজলভ্য ছিল।
- পাঠ্যক্রমটিও ভালভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল না। এটি সাধারণত পড়া, লেখা, পাটিগণিত এবং অ্যাকাউন্ট নিয়ে গঠিত।রিপোর্টে কোনো ফি (Fees) সিস্টেম নির্ধারিত ছিল না। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা শিক্ষকদের নগদ বা প্রকারে (Kind) অর্থ প্রদান করেন। অর্থ প্রদানের পদ্ধতি, সময় এবং অর্থ প্রদানের পরিমাণ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সুবিধার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।
- প্রতিবেদনে কোনো পূর্বনির্ধারিত ভর্তির সময় উল্লেখ করা হয়নি, শিক্ষার্থীরা যে কোনো সময় স্কুলে যোগ দিতে পারে এবং তাদের নিজস্ব গতি অনুযায়ী পড়াশোনা করতে পারে। শিক্ষার্থীরা তার সুবিধামত স্কুল ছেড়ে যেতে পারে।
- প্রতিষ্ঠানের সময় এবং কাজের দিনগুলি স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা হয়েছিল।

- বড় স্কুলে, সিনিয়র ছাত্রদের জুনিয়র ছাত্রদের পড়াতে নিযুক্ত করা হয়েছিল।
- বিদ্যালয়গুলির আকার সাধারণত ছোট ছিল।
- বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা এক ছাত্র থেকে পনের জন ছাত্রের মধ্যে পরিবর্তিত হয়।
- দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান সুবিধা ছিল অভিযোজনযোগ্যতা, স্থানীয় পরিবেশ, তাদের প্রাণশক্তি এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা।
- মেয়েদের এবং হরিজনদের বাদ দেওয়াটাই ছিল সেই শিখাব্যবস্থার প্রধান দোষ। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব, সংকীর্ণ ও সীমিত পাঠ্যক্রম এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল এই ব্যবস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি।

6.1.3.5 অ্যাডাম রিপোর্টের তাৎপর্য (Significance of Adam Reports)

অ্যাডাম চেয়েছিলেন যে তার প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হওয়ার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পরীক্ষা করা হোক। যাইহোক, ম্যাকলে ইতিমধ্যেই তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে শিক্ষা প্রাথমিকভাবে ইংরেজিতে উচ্চ শ্রেণীতে সরবরাহ করা হবে তাই জনশিক্ষার জন্য অ্যাডামের পরিকল্পনায় প্রস্তাবটি অকার্যকর বলে মনে করা হয়েছিল এবং অ্যাডাম অসন্তুষ্ট হয়ে উপেক্ষিত হয় পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সক্ষম প্রতিবেদনটি একটি দুর্ভাগ্য যুক্ত হয়। একই সাথে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার একটি ভালো সুযোগ নষ্ট করা হয়।তখন যদি বেন্টিঙ্ক যদি গভর্নর-জেনারেল হিসাবে থাকতেন, যখন অ্যাডামের রিপোর্টগুলি শেষ পর্যন্ত সরকারের সামনে পেশ করা হয়েছিল, তাহলে ভারতীয় শিক্ষার গতিপথ কী হত তা অনুমান করা আকর্ষণীয় হত। সম্ভবত তিনি মনোযোগ দিতেন যে রিপোর্টগুলি ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্য: সম্ভবত তিনি অ্যাডামের কিছু সুপারিশ গ্রহণ করতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে অ্যাডামের সুপারিশগুলি কার্যকর করা হলে, ভারতের জন্য সত্যিকারের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা যেত যাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বলা যেতে অ্যাডাম পরিকল্পনা। ম্যাকলের নতুন শিক্ষাভাবনা প্রাধান্য পেত যদি তা আদিদেশীয় শিক্ষাব্যাবস্থার উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হত। অকল্যান্ড সিদ্ধান্তটি দ্রুত সংশোধনে নিমরাজি ছিল এবং অ্যাডামের শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত নয় বলে চিহ্নিত হয়।

6.1.4 সারাংশ (Summary)

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট 1813, যা চার্টার অ্যাক্ট 1813 নামেও পরিচিত, এটি ছিল যুক্তরাজ্যের সংসদের একটি আইন যা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে জারি করা সনদকে পুনর্নবীকরণ করে এবং ভারতে কোম্পানির শাসন অব্যাহত রাখে এই আইন ভারতে ব্রিটিশ সম্পত্তির উপর ব্রিটিশদের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে। আইনটি ভারতীয় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন এবং বিজ্ঞানের প্রচারের

জন্য একটি আর্থিক অনুদান প্রদান করে। কোম্পানিটি তাদের অধীনে ভারতীয়দের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বড় ভূমিকা নিতে চায়। এই উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

- এই আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মপ্রচারকদের ভারতে আসার এবং ধর্মান্তরিতকরণে জড়িত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। মিশনারিরা ব্রিটিশ ভারতের জন্য একজন বিশপের নিয়োগ করতে সফল হয়েছিল যার সদর দপ্তর কলকাতায় ছিল।
- ইতিমধ্যে, একটি মতাদর্শগত সংঘর্ষের উদ্ভব হয় যা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্কের দিকে নিয়ে মোড় নেয়। প্রাচ্যবাসীরা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচ্যের সাহিত্যকে ভারতীয় ভাষা যেমন আরবি, সংস্কৃত এবং উর্দুতে শেখানো উচিত। ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত অক্সিডেন্টালরাও যুক্তি দিয়েছিল যে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় সাহিত্যের শিক্ষার পক্ষ নেয়।
- 1813 সালের সনদ আইন দ্বারা নির্ধারিত এক লক্ষ টাকার যথাযথ ব্যয়ের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য 1823 সালে বাংলায় জনসাধারণকে নির্দেশ দানের জন্য একটি সাধারণ কমিটি (General committee of public instruction) গঠন করা হয়েছিল।
- এটি পাচ্য শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল কিন্তু রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ভারতীয়দের একটি অংশ এবং এমনকি কোর্ট অফ ডিরেক্টরস (Court of directors) থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল এবং এই বিতর্কগুলি কমিটিকে একটি বিভাজনের দিকে পরিচালিত করেছিল।
- লর্ড ম্যাকলে (থমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে) একই সাথে গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদে আইন সদস্য ছিলেন এবং জনসাধারণের নির্দেশের এই সাধারণ কমিটির সভাপতিও ছিলেন।
- ম্যাকলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে ভারতীয় শিক্ষার বিকাশের দিকনির্দেশনা তৈরি করা হয়।
- ম্যাকলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির ব্যবহার এবং ভারতীয়দের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষার ন্যায্যতা প্রমাণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে সরকার শুধুমাত্র পশ্চিমি শিক্ষা প্রদানের জন্য অর্থ ব্যয় করবে, প্রাচ্য শিক্ষার জন্য নয়।
- তিনি সমস্ত কলেজ বন্ধ করার পক্ষে ছিলেন যেখানে শুধুমাত্র প্রাচ্যের দর্শন এবং প্রাচ্যের বিষয় পড়ানো হয়।
- তিনি আরও মত দেন যে সরকারের উচিত শুধুমাত্র কয়েকজন ভারতীয়কে শিক্ষিত করার চেষ্টা করা। যারা পালাক্রমে বাকি জনসাধারণকে শেখাবে। এটিকে 'নিম্নমুখী পরিস্রাবণ' নীতি বলা হয়। তিনি ভারতীয়দের একটি সেতু তৈরি করতে চেয়েছিলেন যারা ব্রিটিশ স্বার্থ পরিবেশন করতে সক্ষম হবে এবং তাদের প্রতি অনুগত থাকবে। এই শ্রেণীটি হবে 'রক্ত ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত,

নৈতিকতা এবং বুদ্ধিতে ইংরেজ' (Indian in blood and colour– but English in tasr\tes– in opinions– in morals and in intellect)।

- ম্যাকলের প্রস্তাব লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।ম্যাকলে মিনিটকে হয় 'মশাল বহনকারী' (torch-bearer) বা 'আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার সমস্ত সমস্যার কারণ হিসাবে দেখা হয়েছে তবে এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ম্যাকোলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য জনসাধারণের দাবিগুলি বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী পশ্চিমি শিক্ষার পক্ষে তার মিনিটের খসড়া তৈরি করেছিলেন। তবে তার সম্পূর্ণ অবহেলা ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য দেশীয় ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে দেশীয় শিক্ষা এবং এর দেশীয় প্রতিষ্ঠানের।
- স্কটল্যান্ডের একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক, উইলিয়াম অ্যাডাম 1818 সালে ভারতে আসেন এবং এখানে প্রায় 27 বছর অতিবাহিত করেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং উভয়েই একে অপরকে প্রভাবিত করেন।
- লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, ভারতের গভর্নর জেনারেল 1835 সালে অ্যাডামকে বাংলা ও বিহারের শিক্ষা খতিয়ে দেখার জন্য এবং সংস্কারের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। প্রায় তিন বছর ধরে তিনি এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।
- অ্যাডাম ওটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন (1835-1838)। তার প্রতিবেদনটি বিষয়গুলির উপর আগের প্রতিবেদনগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রতিবেদনটি তার পরিচালিত সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায় উপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি ছিল রাজশাহী জেলার নাটোরে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার উপর একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান এবং বাংলা ও বিহার এবং দেশীয় বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য তাঁর সুপারিশ।
- অ্যাডাম বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থাকে সাতটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে স্কুল সম্পর্কিত প্রকার ও সংস্থা, দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত নতুন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অন্যান্য, গার্হস্থ্য শিক্ষা, ইংরেজি স্কুল, নেটিভমহিলা স্কুল, উন্নতদের জন্য আদিবাসী স্কুল শিক্ষা (কলেজ), প্রাপ্তবয়স্কদের নির্দেশনা, শিক্ষার পরিধি ও আনান্য।
- অ্যাডাম বলেছেন যে বাংলার কোনো গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। প্রায় এক লাখ স্কুল সব গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এসব বিদ্যালয়ে হিন্দুরা সাধারণত বাংলা ও সংস্কৃত এবং মুসলমানরা আরবি ও ফারসি পড়ত।
- বিদ্যালয়গুলি সমাজের একটি নির্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণীর জন্য ছিল না। যারা অধ্যয়ন করতে চায় তাদের জন্য তারা উন্মুক্ত ছিল।অ্যাডাম শিক্ষার সংস্কারের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যেখানে তিনি বলেছিলেন যে ভারতের জনগণের মধ্যে শিক্ষার উন্নতির জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে কীভাবে উন্নত করা যেতে পারে।

- অ্যাডাম চেয়েছিলেন যে তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত দত্তক বাস্তবায়িত করার পূর্বে কিছু নির্বাচিত এলাকায় প্রথম চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ম্যাকোলে ইতিমধ্যেই তার রায় ঘোষণা করেছিলেন যে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা শুধুমাত্র উচ্চ শ্রেণীতে দেওয়া হবে এবং তাই গণশিক্ষার জন্য অ্যাডামের পরিকল্পনার অভাব লক্ষিত হয়।
- পরিকল্পনাটি অকার্যকর হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং অ্যাডামকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ভারতীয় শিক্ষার উপর লিখিত সর্বকালের সেরা রিপোর্টগুলির একটির ভাগ্য এমনই ছিল। একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হলো।

6.1.5 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

1. 1813 সালের সনদ আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

2. 1813 সালের সনদ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ছিল?

3. 1813 সালের সনদ আইনের ত্রুটি কী ছিল?

4. 1833 সালের সনদ আইন পাশ করেন কে?

5. প্রাচ্যবাদী-অক্সিডেন্টালিস্ট বিতর্ক কি?

6. বেন্টিঙ্ক নীতির প্রধান রেজোলিউশন কি ছিল?

7. ম্যাকলে কে ছিলেন এবং ভারতীয় শিক্ষায় প্রধান অবদানে তাঁর ভূমিকা কী ছিল?

8. G.C.P.I. কি ছিল এবং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম কি ছিল?

9. কিভাবে রামমোহন রায় ম্যাকলেস মিনিটের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিলেন?

10. সালের সনদ আইনে উল্লিখিত 'সাহিত্য' এবং 'ভারতের একজন বিদ্বান স্থানীয়' পদের ম্যাকলের ব্যাখ্যা কী ছিল?

নিম্নগামী পরিস্রাবণ তত্ত্বের উপর নোট লিখুন—

(i) ম্যাকলে মিনিট অনুসারে শিক্ষার মাধ্যম

11. ভারতে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণে ম্যাকলয়ের ভূমিকা এবং আধুনিক শিক্ষার উপর এর পরবর্তী প্রভাবগুলি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন।

12. অ্যাডামের রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্ত পটভূমি দিন।

13. অ্যাডাম কয়টি রিপোর্ট তৈরি করেছিল এবং কখন? প্রথম আদমের প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর?

14. অ্যাডামের দ্বিতীয় প্রতিবেদন অনুসারে রাজশাহী জেলার নাটোর থানার শিক্ষা পরিস্থিতি বর্ণনা কর?

15. অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট অনুসারে, ভারতীয় শিক্ষার সংস্কারের জন্য অ্যাডামের দেওয়া কিছু প্রস্তাব উল্লেখ করুন।

16. দেশীয় শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন যা অ্যাডাম তার প্রতিবেদনে তুলে ধরেছিলেন।

6.1.6 রেফারেন্স (Reference)

কিথ, আর্থার বেরিডেল (1936)। ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাস 1600-19351 লন্ডন: মেথুয়েন। পৃষ্ঠা 128-129

https- en.wikipedia.org wiki Charter Act of 1813

https- unacademy.com content clat study-material logical- reasoning charter-act-of 1813

নুরুলিয়া, এস এবং নায়েক, জেপি (1943)। ব্রিটিশ আমলে ভারতে শিক্ষার ইতিহাস, বোম্বে: ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

বসু, এ. (1982) 'ঔপনিবেশিক শিক্ষাগত নীতি: ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে প্রবন্ধে একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। নয়াদিল্লি: কনসেপ্ট পাবলিশিং কো.

এস কে লাহিড়ী এবং বাকল্যান্ড, সি.ই. (1901) লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের অধীনে বেঙ্গল, ভলিউম 1, কো, কলকাতা

চৌবে, এস.পি. (2005) ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস। আগ্রা: বিনোদ পুস্তক মন্দির

নায়েক, জেপি এবং নুরুল্লাহ এস. (2000)। ভারতে এ স্টুডেন্টস হিস্ট্রি অফ এডুকেশন 1800-1973। লক্ষণৌ: ম্যাকমিলান মোল্ডস মাইন্ডস ইন মিলিয়নস

ব্যানার্জি, জে.পি, (1958) ভারতে শিক্ষা: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, ভলিউম। কলকাতা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

বসু, অনাথনাথ (সম্পাদিত 193)। অ্যাডামস রিপোর্টস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

6.2.1 হান্টার কমিশনের জেনেসিস (Genessis of Hunter commission)

1857 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা ভারতের প্রশাসনের অবসান ঘটে এবং 1858 সালে রানীর ঘোষণার মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজতান্ত্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়। দ্য উডস ডেসপ্যাচ মিশনারিদের একচেটিয়া এজেন্সি প্রদান করেনি তবে তারা এই ক্ষেত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী উদ্যোক্তা ছিল; তাই তারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নীতির বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু, তাদের এখন ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিতর্ক দেখা দেয় পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে, স্কুল পরিদর্শন, অনুদান-সহায়ক নীতিপ্রভৃতি নিয়ে।

এটি অনুভূত হয়েছিল যে উডস ডেসপ্যাচ দ্বারা প্রস্তাবিত গ্রান্ট-ইন-এইড (Grant-in-aid) সিস্টেমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়নি। এই সমস্ত কারণে, মিশনারিরা একটি আন্দোলন শুরু করে এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক লন্ডনে 'ভারতের জেনারেল কাউন্সিল অফ এডুকেশন' (General Council of Education in India) নামে পরিচিত একটি সংগঠন গঠিত হয়। এর বিপরীতে ভারতীয় মতামত এখন একটি আকার খুঁজে পায়। পূর্বে আলোচনা করা অন্যদের সাথে এই সমস্যাগুলি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভারতীয় ক্ষেত্রের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার প্রয়োজন তৈরি করেছিল।

লর্ড রিপন যখন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন তখন জেনারেল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের একটি ডেপুটেশন তাকে ভারতীয় শিক্ষার বিষয়ে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করে। তাদের অনুরোধে তিনি ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এভাবে 1882 সালে লর্ড রিপন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার (W.W.Hunter) এর সভাপতিত্বে এই কমিশন নিযুক্ত করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন এবং হান্টার কমিশন নামে পরিচিত। এটা প্রথম ছিল আধুনিক ভারতের ইতিহাসে শিক্ষা কমিশন। এতে সৈয়দ আহমেদ খান, আনন্দ মোহন বোস, বিচারপতি কেটি তেলাং, বাবু ভূদেব মুখার্জি, অমৃতসরের হজ গুলাম, পি. রঙ্গানন্দ মুদলিয়ার এবং ডব্লিউ মিলারের প্রতিনিধিত্বকারী মিশনারিদের মতো ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব সহ 20 জন সদস্য ছিলেন। মহীশূরের ডি.পি.আই মিঃ বি এল রাইসকে কমিশনের সচিব নিযুক্ত করা হয়েছিল।

6.2.2 হান্টার কমিশনের উদ্দেশ্য (Objectives of Hunter Commission)

হান্টার কমিশনকে শিক্ষার অবস্থা বিশেষ করে উডস ডেসপ্যাচের সুপারিশগুলির বাস্তবায়নের দিকগুলি পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল :

1. প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা অধ্যয়ন করা এবং এর সংস্কারের জন্য ব্যবস্থা প্রস্তাব করা। তবে কমিশন মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার কিছু ক্ষেত্রেও মূল্যবান পর্যবেক্ষণ করেছে।

2. ভারতে উডস ডেসপ্যাচের সুপারিশগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করা এবং ইংরেজ মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রচারটি পরীক্ষা করা।

3. শিক্ষায় সরকার, মিশনারি এবং ভারতীয় উদ্যোগের গুরুত্ব এবং অবস্থান মূল্যায়ন করা।

4. ধর্মীয় নির্দেশনা, পাঠ্যপুস্তক, ভাষা এবং শিক্ষক প্রস্তুতির সমস্যা বিবেচনা করা।

5. নারী শিক্ষা, মুসলমানদের শিক্ষা এবং দেশীয় বিদ্যালয়ের ভাগ্যের বিষয়ে একটি নীতি প্রণয়ন এবং আরও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুপারিশ করা যাতে জনশিক্ষার বিভিন্ন শাখা একসাথে এবং সমান গুরুত্বের সাথে এগিয়ে যেতে পারে।

6. শিক্ষার অর্থায়ন এবং প্রশাসনের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং মূল্যায়ন করা কিভাবে অনুদান ব্যবস্থা এবং বেসরকারি ভারতীয় উদ্যোগগুলিকে সরকারের অনুপ্রেরণায় কাজ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

কমিশন আট মাস ধরে সারা দেশে সফর করে এবং প্রাদেশিক কমিটি নিয়োগ করে যেগুলো প্রতিবেদন দেয় যেখান থেকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

6.2.3 হান্টার কমিশনের সুপারিশ (Recommendation of Hunter Commission)

সামগ্রিকভাবে হান্টার কমিশন সরকারী শিক্ষানীতির সমালোচনা করেছে এবং এটি উড ডেসপ্যাচ এর নির্দেশের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এতে বলা হয়, 1854 সালের সুপারিশ সকল প্রদেশে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়নি। এটা তাজা প্রস্তাব সরকারী পরামর্শে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার প্রভাব প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি। ধীরে ধীরে হওয়া উচিত, এবং প্রাথমিক শিক্ষা অবিলম্বে বেসরকারী উদ্যোগী সংস্থাগুলির পক্ষে হওয়া উচিত। গ্রান্ট-ইন-এইড কোড আরও উদার ভিত্তিতে সংশোধন করা উচিত।

6.2.3.1 প্রাথমিক শিক্ষার জন্য (For Primary Education)

হান্টার কমিশন তার নীতি, উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অর্থ ও প্রশাসন ইত্যাদির বিষয়ে ইংল্যান্ডের কাউন্সিল অ্যাক্টের আদলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 36টি বিস্তৃত সুপারিশ করেছে।

1. কমিশন দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা মূলত জনসাধারণের জন্য ছিল এবং তাই স্থানীয় ভাষায় প্রদান করা উচিত।

2. শিক্ষার বিষয়গুলি তাদের জীবনে তাদের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতির জন্য কমিশন গণিত, হিসাববিজ্ঞান, পরিমাপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কৃষি, হস্তশিল্প, শারীরিক ব্যায়াম ইত্যাদি সহ একটি পুনর্গঠিত পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেছে যাতে প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় মাধ্যমে জীবনমুখী শিক্ষা হতে পারে। কৃষি ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পাঠ দিতে হবে। পাঠ্য বই নির্বাচন, স্কুলের সময়-তালিকা এবং মানদণ্ডের ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকতে হবে। স্কুলগুলোকে ভোকাল জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। আরো সাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

3. শিক্ষার সকল পর্যায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হলেও, স্থানীয় সহযোগিতার উল্লেখ ছাড়াই প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

4. কমিশন ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ভারতীয় শৈলীতে তাদের দ্বারা পরিচালিত হিসাবে দেশীয় স্কুলগুলিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছে। এই স্কুলগুলির জনপ্রিয়তা তাদের রাষ্ট্রীয় উপকারের যোগ্য করে তুলেছিল। রাষ্ট্রীয় সাহায্যের বিনিময়ে, এই স্কুলগুলি জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য তাদের দরজা খোলা উচিত।

5. একটি ভারতীয় পরিদর্শক এর বিশিষ্ট সুপারিশ ছিল আরও অর্থ সাহায্য করা এবং তা। সাহায্য ও ফলাফল এর সাথে পারস্পরিক হতে হবে। এই দেশীয় স্কুলগুলিকে অর্থায়নের একটি পদ্ধতি হিসাবে, এইভাবে কমিশন দ্বারা ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থার সমর্থন করা হয়েছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা উচিত। উপকর থেকে স্থানীয় তহবিল শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা উচিত এবং মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভর্তুকি হিসাবে আসা উচিত। শহরে এলাকায় অগ্রাধিকারমূলক আচরণ থেকে রক্ষা করার জন্য কমিশন আলাদ্য তহবিলের পরামর্শ দিয়েছে শহরে এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য পরিদর্শক এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ খরচ রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

6.2.3.2 মাধ্যমিক এবং কলেজিয়েট শিক্ষার জন্য (For the secondary and Collegiate Education)

1. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রকৃতি এবং পাঠ্যক্রমের সংগঠনের বিষয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এটি একাডেমিক অধ্যয়নের জন্য দুটি সমতুল্য এবং সমান্তরাল কোর্স 'এ' কোর্স এবং ব্যবহারিকভাবে ভিত্তিক অধ্যয়নের জন্য 'বি' কোর্সের প্রস্তাব করেছে। এর মধ্যে 'বাণিজ্য' কোর্সও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এইভাবে দুটি বিভাগ থাকা উচিত সাহিত্য শিক্ষা যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যটি হল ব্যবহারিক ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যা শিক্ষার্থীদের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তাদের ক্যারিয়ার গড়তে পরিচালিত করে।

2. তারপরে একাডেমিক স্টাডিজের একচেটিয়া 100 বছরের দীর্ঘ ঐতিহ্যের অবসানের জন্য একটি পরামর্শ এসেছে, যদিও ব্যবহারিক প্রভাব ছিল নগণ্য। তবুও, এটি ছিল মাধ্যমিক শিক্ষায় বৈচিত্র্যের ভোর। কমিশন উচ্চশিক্ষার হিসাব নিতে পারেনি। তবুও, বৈচিত্র্যময় মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে এটির পরামর্শ হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন অধ্যয়নের প্রবর্তন।

3. কমিশন বলেছে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য একটি প্রচেষ্টা করা উচিত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কমিশন সাহায্য ব্যবস্থায় অনুদানের সম্প্রসারণ ও উদারীকরণ, মর্যাদা ও

সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমান হিসাবে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের স্বীকৃতির সুপারিশ করেছে।

4. কমিশনের পক্ষ থেকেও ঘোষণা করা হয়েছিল যে সরকারকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাধ্যমিক ও কলেজিয়েট শিক্ষার সরাসরি ব্যবস্থাপনা থেকে প্রত্যাহার করা উচিত।

5. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। মধ্য বিদ্যালয়ের পরিচালকরা ইংরেজি বা মাতৃভাষা নির্বাচন করতে পারেন। স্পষ্টতই ইংরেজি মাধ্যম হিসাবে অব্যাহত ছিল, এবং কলেজিয়েট এবং মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজির প্রাধান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের জন্য অনুমোদিত বিকল্পটিকে কার্যত বাধাহীন করে তুলেছে। তাই ইংরেজদের আধিপত্য আগের মতোই রয়ে গেছে।

6.2.3.3 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সুপারিশ (Other significant Recommendation)

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি সুপারিশ করেছিল যে মেয়েদের জন্য পাঠ্যক্রম ছেলেদের থেকে আলাদা হওয়া উচিত, কারণ তাদের জীবনের কর্তব্যের প্রকৃতি ভিন্ন। তাদের জীবনে দরকারী বিষয়গুলি তাদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা স্থানীয় সংস্থা এবং মহিলা শিক্ষকদের দ্বারা নির্ধারিত হবে এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হবে।

সুপারিশগুলি তদুপরি শিক্ষা কমিশন প্রেসিডেন্সি শহরের বাইরে নারী শিক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং গ্রামীণ ও শহরতলির এলাকায় এর প্রসারের জন্যও প্রণীত হয়। শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগে ভারতীয়দের স্কুল পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগের প্রথা গৃহীত হয়েছিল।

স্কুলগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করেছে যে সরকারকে স্কুলগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার দেখাশোনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত এবং এটি বেসরকারী স্কুলগুলির পরিচালকদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। সরকারি স্কুলে শিক্ষা হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মের নির্দেশের জন্য বেসরকারী স্কুলগুলিতে কোনও সাহায্য দেওয়া উচিত নয়। কোনো বিদ্যালয় ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হবে না। ধর্মীয় নির্দেশের বিকল্প হিসেবে মানুষ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে নৈতিক নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। 'স্কুল বুক সোসাইটি' (School Book Society) পাঠ্য বইয়ের জন্য দায়িত্ব বহন করবে। এইভাবে ধর্মপ্রচারকদের দাবিগুলি পরাজিত হয়েছিল। অধিকন্তু, কমিশন মতামত দিয়েছে যে অ-অফিসিয়াল এন্টারপ্রাইজের অর্থ হওয়া উচিত অ-অফিসিয়াল ভারতীয় এন্টারপ্রাইজ যার সরকারী অর্থের জন্য সর্বাধিক দাবি থাকা উচিত বলে কমিশন সুপারিশ করেছে। সরকারী বিদ্যালয়ে মুসলমান ও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা উচিত।

শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি পেশাগত প্রশিক্ষণকে শিক্ষকতার পদে স্থায়ী নিয়োগের পূর্বশর্ত করতে চেয়েছিল।

6 2.4 হান্টার কমিশনের প্রভাব (Impacts of Hunter Commission)

স্বল্পমেয়াদী প্রভাব (Short Term effect)

ভারত সরকার প্রায় সব সুপারিশই গ্রহণ করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ ধর্মীয় নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত সুপারিশও গ্রহণ করে। হান্টার কমিশনের সুপারিশ (1882) খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টাকে একটি দুর্দান্ত ব্যর্থতা এনে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় সহযোগিতা যথোপযুক্ত অনুপ্রেরণা এবং উতাহ পেয়েছে।

হান্টার কমিশনের সুপারিশে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় বৈশিষ্ট্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতীয় উদ্যোগের অগ্রাধিকারের স্বীকৃতি মানে সংকুচিত করার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা, দেশীয় বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা একটি ধার্মিক ইচ্ছা ছিল। দায়িত্ব সহ স্থানীয় সংস্থাগুলি, কিন্তু পর্যাপ্ত সংস্থান ছাড়াই, ভাগ্য ছিল ব্যর্থ আঞ্চলিক শিক্ষার সুযোগ এখনও সীমিত ছিল। অর্থ প্রদানের নীতি ফলাফল দ্বারা গণশিক্ষার কারণের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

কিন্তু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অনেক ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যয়ন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সমান্তরাল কোর্স ছিল নতুন ধারণা। নারী, মুসলমান ইত্যাদি শিক্ষার জন্য ইতিবাচক সুপারিশ ছিল যোগ্য। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার মূলথতাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। হান্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ গণশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং ভারতীয় উদ্যোগের অগ্রাধিকারের স্বীকৃতি ছিল। শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করেছিল।

হান্টার কমিশন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের শেষ বাধা দূর করে। এর সুপারিশগুলি, ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনার সাথে মিলিত হয়ে, শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের দিকে পরিচালিত করে যাতে 1901-02 সালের মধ্যে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত কলেজের সংখ্যা 42টি হয়ে যায়, যেখানে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত কলেজ 37টি ছিল। জনগণর মধ্যে উচ্চশিক্ষার তাগিদ প্রসারিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষার অনুপস্থিতি মানবিক বিভাগে উচ্চ শিক্ষাকে কেবল একতরফা শিক্ষায় পরিণত করেছিল তবে নারী শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছিল।

1991-02 সালে গার্লস কলেজ, স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে 12, 422, 5305 এবং 45 হয়েছে। হান্টার কমিশন আলীগড় আন্দোলন মুসলিম শিক্ষার প্রসারকে সহজতর করে। মাধ্যমিক পর্যায়ে, 'বি' কোর্সটি বিভিন্ন প্রদেশে চালু করা হয়েছিল, কিন্তু এটি শুধুমাত্র সীমিত সাফল্য অর্জন করেছিল। 1901-02 সালে 'এ' কোর্সের প্রার্থী ছিল 23000 জন, 'বি' কোর্সের প্রার্থী ছিল মাত্র 2000। এই ব্যর্থতার কিছু উদ্দেশ্যমূলক কারণ ছিল। শিল্প ও বাণিজ্যে 'ভারতীয়' বিনিয়োগ এখনও নগণ্য ছিল। তাছাড়া 'বি' কোর্সটি শিল্প পেশার জন্য প্রকৃত কোর্স ছিল না। এমনকি তখনকার দিনে ভারতীয় জনমতও একাডেমিক অধ্যয়ন এবং কালো প্রলেপযুক্ত পেশার মোহ থেকে মুক্ত ছিল না। 'বি' কোর্সের

শিক্ষাকে 'বাস্তব' শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। সেজন্য সাধারণ শিক্ষা, মাধ্যমিক পর্যায়ে দ্রুত অগ্রগতি রেকর্ড করেছে। 1901-02 সালে, 1891 সালে 3916টির বিপরীতে 5214টি বিদ্যালয় ছিল। ভারতীয়দের উদ্যোগও এই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় এবং মিশনারিদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। তারা পূর্বে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেবা দিতে থাকে। তবে তাদের মনোযোগ এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে বেশি ছিল। এইভাবে 'মিশনারী সমস্যা সমাধান করা হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। স্ব-সরকার সংস্থাগুলি লর্ড রিপনের স্থানীয় স্ব-সরকারের অনুসরণে গঠিত হয়। 1882 সালের আইনে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাদের সম্পদ নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং গ্র্যান্ড-ইন-এইড নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছিল। স্কুল ভবন, পাঠ্যক্রম এবং পাঠদান পদ্ধতিতে উন্নতি করা হয়েছে। কিছু হরিজনদের মতো মেয়েদেরও ভর্তি করা হয়েছিল। উন্নত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যালয়গুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। অধিকন্তু, ফলাফল দ্বারা অর্থ প্রদানের নীতি প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণকে প্রভাবিত করে। শিক্ষকরা পরীক্ষা এবং কঠোর পদোন্নতির দিকে আরও মনোযোগ দিতে শুরু করেন। অপচয় ও স্থবিরতা বেড়েছে।

তদুপরি স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলির সহজাত দুর্বলতা ছিল। লর্ড রিপন নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে স্থানীয় স্বশাসন মানে বিকেন্দ্রীকরণ নয় এসব সংস্থার ক্ষমতা ও সম্পদ ছিল সীমিত। জনপ্রতিনিধিরাও অভিজ্ঞ ছিল না। 'ছাড়ের' (Concession) মাধ্যমে জন্ম/নেওয়া এসব প্রতিষ্ঠান প্রকৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। অনেক প্রদেশে, অর্পিত ক্ষমতা সীমা এবং গভীরতায় খুব সীমিত ছিল এবং রাষ্ট্রীয় অনুদান অপর্যাপ্ত ছিল। অনেক সময় প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট অন্য উদ্দেশ্যে সরিয়ে নেওয়া হত।

এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এইশিক্ষা নীতি পূর্বে অ-ভারতীয় শিক্ষাকে সরিয়ে দিলেও কমিশন 1854 সালের ডেসপ্যাচের পরিপূরক হয়ে শিক্ষার খুব দ্রুত সম্প্রসারণের শর্ত তৈরি করতে পারেনি। জনস্বার্থের কিছু কিছু বিষয়ে কিছু নতুন আলোকপাত করা হয়েছিল। এবং এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের নেতৃত্বে কমিশনের কাছে অনেক ঋণী। একই সাথে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, জাতীয় চেতনার বিকাশ একটি নতুন চেতনা তৈরি করেছে যা কমিশনের আলোচনা ও পরামর্শকে প্রভাবিত করেছে। এই সম্প্রসারণের প্রধান প্রভাবগুলির মধ্যে একটি ছিল শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় সমাজসেবকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। একটি নির্দিষ্ট ধর্মের নীতি অনুসারে গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের নানা জায়গায় স্থাপিত হয়েছিল।

দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব (Long Term Effect)

এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। এটি সুপারিশ করেছিল যে গণশিক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় জনগণের উপর অর্পণ করা উচিত এবং বেশ কয়েকটি ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। এর ফলে শিক্ষার ভারতীয়ীকরণ ঘটে। ফলে স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বেড়েছে।

যেহেতু ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলি তহবিল এবং তালিকাভুক্তির অভাবে শেষ গিয়েছিল, সরকারি স্কুল ব্যবস্থা আরও বেশি চাপে পড়েছিল, যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতিগত সমস্যাগুলি আজও সমাজকে প্রভাবিত করে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের অধ্যয়নের পাশাপাশি ভারতীয় ও প্রাচ্য সাহিত্যের বিকাশেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের বৈচিত্র্যকরণ ছিল একটি বড় উন্নয়ন মূলক শিখাভাবনা।সেই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ছিল টিচিং কাম এক্সামিনিং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি এবং আল্লমাবাদ ইউনিভার্সিটি অফ উচ্চতর পদমর্যাদার এই সময়ে বিকশিত হয়।

6.2.5 প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটি (Limitations and Shortcomings of the Report)

- মাধ্যমিক শিক্ষাকে সরকারি উদ্যোগ থেকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করার জন্য কোন দক্ষ নীতি ছিল না।
- প্রাথমিক শিক্ষা এমন প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল যেগুলো আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিল না।
- ধর্মীয় শিক্ষার সুপারিশ বাস্তবসম্মত ছিল না।
- শিক্ষা বিভাগ থেকে খুব উচ্চ প্রত্যাশা ছিল।
- 'ফলাফলের ভিত্তিতে' গ্র্যান্ড-ইন-এইড নিয়ম একটি স্বাস্থ্যকর অনুশীলন ছিল না।

BLOCK–3

National Education Movement

Unit–7 : Curzon Policy-Perspectives

Unit–8 : National Education Movement : Cause and Effect

Unit–9 : Impact of Gokhale's Bill on Primary Education

Unit–7 : লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি দৃষ্টিভঙ্গি (Curzon Policy-Perspectives)

গঠন (Structure)

7.1 **ভারতে লর্ড কার্জনের আগমন** (Arrival of Lord Curzon in India)

7.2 **জাতীয়তাবাদী অনুভূতি এবং লর্ড কার্জন** (Nationalist Sentiments and Lord Curzon)

7.3 **সিমলা সম্মেলন** (Simla Conference)

7.4 **প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্জন নীতি** (Curzon policy on Primary Education)

7.5. **মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্জন নীতি** (Curzon policy on Secondary Education)

7.5.1 **নিয়ন্ত্রণ নীতি** (Policy of control)

7.5.2 **উন্নতির নীতি (Policy of Improvement)**

7.5.6 **উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্জন নীতি (Curzon Policy on Higher Education)**

7.5.6.1 **ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন,1904** (Indian Universities Act, 1904)

7.5.7 **লর্ড কার্জনের অন্যান্য শিক্ষাগত সংস্কার** (Other Educational Reforms of Lord Curzon)

7.5.8 **লর্ড কার্জনের নীতির উপর সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ** (Critical Observation on Curzon's policy)

7.6 **সারাংশ** (Summary)

7.7 **স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন** (Self'Assessment Questions)

7.8 **রেফারেন্স** (References)

7.1 ভারতে লর্ড কার্জনের আগমন (Arrival of Lord Curzon in India)

লর্ড কার্জন 1899 সালে ভাইসরয় হিসেবে ভারতে আসেন। বিংশ শতকের শুরুতে ভারতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং মানুষের সামাজিক জীবনে ভয়াবহ অবস্থা এছাড়াও, 1885 খ্রিঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা জনসাধারণের মধ্যে একটি জাগ্রত চেতনা সঞ্চার করেছিল। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (হান্টার কমিশন) সুপারিশগুলি তাদের উপযোগিতাকে অতিবাহিত করেছিল। তার ভাইস-থাকাকালীন শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তিনি অনেক গুণে সমৃদ্ধ ভাইসরয়দের একজন ছিলেন। তবুও তিনি একজন অহংকারী সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন ভারতীয় অনুভূতির প্রতি

কোন আনুভূতি ছিল না যা একটি বিস্ফোরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য এবং ভারতীয়দের পুনরুজ্জীবনবাদী চরমপন্থার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। শিক্ষা প্রসার তো ঘটেইনি বরং সংবেদনশীল বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রটিও রেহাই পায়নি তাঁর কুনজরে পড়ে।

ভারতীয় শিক্ষন কমিশনের (হান্টার কমিশন) সুপারিশগুলি তাদের উপযোগিতাকে অতিবাহিত করেছিল। কমিশনের সুপারিশ যে সরকারকে সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যাহার করা উচিত এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রসারণ হওয়া উচিত, যা পরবর্তী বছরগুলিতে শিক্ষা বিভাগগুলিতে গৃহীত হয়েছিল, বিভিন্ন অনিয়ম ও তৈরি হয়; উদাহরণস্বরূপ, বেসরকারী সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান ছিল অদক্ষ, দুর্বল কর্মী এবং দুর্বলভাবে সজ্জিত। এইসব অনিষ্টের একমাত্র প্রতিকার ছিল নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতির একটি দ্বারা লাইসেজ ফেয়ার এবং সম্প্রসারণের নীতি প্রতিস্থাপন করা।

7.2 জাতীয়তাবাদী অনুভূতি এবং লর্ড কার্জন (Nationalist Sentiments and Lord Carzon)

গোখলে এবং অন্যান্যদের মতো জাতীয়তাবাদীগন বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সবচেয়ে প্রয়োজন পরিমাণগত অগ্রগতি। তারা অনুভব করেছিল যে ব্রিটিশ শিখানীতি ভারতীয় নীতির প্রজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করেছে যা গুণমানকে প্রথমে রাখে এবং পরিমাণকে রাখে পরে। তারা এই বিষয়টি তুলে ধরেন এবং ব্লেন এটি অবশ্যই ইংল্যান্ডের জন্য উপযুক্ত হতে পারে যেখানে শিক্ষার সম্প্রসারণ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু ভারতে এর এমন কোন স্থান নেই যেখানে সম্প্রসারণ সঠিকভাবে শুরু হয়নি। মাধ্যমিক এবং কলেজিয়েট শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত করার সরকারী আকাঙক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য দায়ী করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাগত মান উন্নয়ন নয়, বরং শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে জাতীয় অনুভূতির বিকাশকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের সরকারী প্রচেষ্টাকে সাধারণত প্রশংসিত করা হয়েছিল, তবে এটি অনুভূত হয়েছিল যে শিক্ষা বিভাগগুলি যে সম্প্রসারণের যে কল্পনা করেছে তা পরিস্থিতির প্রয়োজনের অনুপাতের বাইরে ছিল। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে মাধ্যমিক এবং কলেজিয়েট শিক্ষার আরও বৃহত্তর সম্প্রসারণ হওয়া আবশ্যক; এবং প্রাথমিক শিক্ষায় বাধ্যতামূলক নীতি মেনে নিতে হবে। শিক্ষা বিভাগের সম্পূর্ণ ও দ্রুত ভারতীয়করণের দাবি জানানো হয়। শিক্ষা, যথোপযুক্ত হলে মাতৃ-দেশের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তুলতে হবে, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য নয়। জাতীয়তাবাদী অনুভূতি ইংরেজির সাথে সংযুক্ত অতিরঞ্জিত গুরুত্বের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিল এবং এই দাবি উঠেছিল যে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

এটা স্পষ্ট যে মত পার্থক্য ছিল মৌলিক এবং একটি সংঘাত অনিবার্য ছিল। লর্ড কার্জন এবং তার উপদেষ্টারা যদি ভারতীয় দৃষ্টিকোণকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন এবং তা অন্ততঃ অর্ধেকভাবে পূরণ

করতেন, তাহলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন মোড় নিয়ে যেত। লর্ড কার্জন অবশ্য তার প্রিয় সংস্কার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং এর ফলে ভারতীয় জনমতকে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তাঁর নীতি তাঁর উত্তরসূরিরাও তা বজায় রেখেছিলেন, যাতে সরকারী এবং অ-সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ইতিহাসে প্রাধান্য পায়। বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে ক্রমাগত এবং বেশিরভাগ ফলহীন সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের মনে করতে পরিচালিত করেছিল যে শিক্ষার নীতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার না পেলে শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। এই অনুভূতিটি সময়ের সাথে সাথে শক্তি সংগ্রহ করে, যতক্ষণ না এটি শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার আইন (1919) এর অধীনে শিক্ষা বিভাগ ভারতীয় মন্ত্রীদের কাছে হস্তান্তর করে।

7.3 সিমলা সম্মেলন (Simla Conference)

লর্ড কার্জন যে শিক্ষাগত সংস্কারের সূচনা করেছিলেন তার প্রথম ধাপ হিসাবে 1901 সালের সেপ্টেম্বরে সিমলায় একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন, যেখানে প্রাদেশিক জন নির্দেশনা পরিচালক, খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতিনিধি এবং কয়েকজন নির্বাচিত শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন, তবে ভারতীয় জনগণেরে প্রতিনিধিত্ব স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত ছিল। মোট 150টি রেজুলেশন পাস করা হয়েছিল, যার বেশিরভাগই সর্বসম্মত এবং কোনটিপ্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার সমস্ত স্তর কভার করে।

এই রেজোলিউশনগুলি শিক্ষানীতিতে 1904 সালের সরকারী রেজোলিউশনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। সরকার ভারতীয় শিক্ষার ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে শিক্ষার সমস্ত স্তরকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে আরও অর্থ ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারী স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করবে যাতে এটি বেসরকারী স্কুলগুলির মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে।

সিমলা কনফারেন্সে অভিমত দেওয়া হয়েছে যে শিক্ষার ভারসাম্যহীন উন্নয়ন হয়েছে। 40% গ্রাম ছিল বিদ্যালয়বিহীন। তিন-চতুর্থাংশ ছেলেদের জন্য তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি, এবং মাত্র আড়াই শতাংশ মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যখন মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অনেক এগিয়েছিল। বেতনভোগী চাকরিই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। এটি পরীক্ষার উপর অত্যধিক জোরের কারণ হয়েছিল, যা আবার অভ্যন্তরীণভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিভার্সিটি সেনেট এবং সিন্ডিকেটের অ্যাড-হক প্রকৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে শুধুমাত্র প্রহসনমূলক করে তুলেছে। কলেজগুলি পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য কোচিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। উচ্চ স্তরে পাঠদান ও গবেষণার অভাব ছিল। তরুণ প্রজন্মের অসন্তোষ ও শৃঙ্খলাহীনতা স্কুল-কলেজগুলোকে রাজনৈতিক উগ্রবাদের ভালো প্রজননক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

• ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 1902 (Indian University Commission 1902)

এই প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে, কার্জন 1902 সালে প্রথম 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (Universities Commissions) নিযুক্ত করেন (কিছু ভারতীয় সদস্যের অন্তর্ভুক্তি সহ)। কমিশন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আঞ্চলিক এক্তিয়ার পুনঃসীমাবদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য এবং তাদের সংবিধানের উন্নতি এবং কাজ করার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে রিপোর্ট করার জন্য স্যার থমাস রেলির (Sir Thomas Raleigh) সভাপতিত্বে কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল।

- **ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন 1904 (Indian University Act 1904)**

এই সুপারিশগুলির অনুসরণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন 1904 সালে পাশ করা হয়েছিল। আঞ্চলিক এখতিয়ারগুলি পুনরায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংস্কার করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই আইনটি 1902 সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল যা তদনুসারে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করেছিল।

7.4 প্রাথমিক শিক্ষা কার্জন নীতি (Curzon Policy on Primary Education)

1882 সালের পর প্রাথমিক শিক্ষা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছায়নি। কার্জন ঘোষণা করেছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ রাজ্যের একটি প্রধান দায়িত্ব এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রাদেশিক ও জেলা বোর্ডের বাজেটের প্রধান দিক। শিক্ষা বিষয়ক এই ঘোষণার সাথে সাথে তিনি পাঠ্যক্রমের উন্নতি, শারীরিক শিক্ষা এবং প্রকৃতি বিষয়ক অধ্যয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীকে গ্রামীণ জীবনের সাথে সংযুক্ত করা, দিবাসিক শিক্ষক শিক্ষণ ও কৃষি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পাঠভুক্ত করার চেষ্টা করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী সহায়তা বৃদ্ধি করা হয়, বিদ্যালয়ের ভবন এবং সরঞ্জাম উন্নত করা হয়। স্থানীয় সংস্থাগুলির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 1/3 ব্যয় বহনের পরিবর্তে সরকার 50 ব্যয় বহনে রাজি হয়। ফলাফল ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের তৃতীয় নীতি বণ্টনে গৃহীত হয় এভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন গুণগত উন্নতির সাথে পরিমাণগত সম্প্রসারণকে একত্রিত করেছেন। স্থানীয় সংস্থাগুলির স্বাধীনতা কিছুটা আপস করা হয়েছিল (অদক্ষতার অভিযোগে) এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনকে আমলাতান্ত্রিককে যুক্ত করা হয়েছিল। তবুও, প্রাথমিকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকারের মনোযোগ বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে যা 1901 সালে 93604 থেকে বেড়ে 1911-12 সালে 118262 বিদ্যালয় হয়েছে।

লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন—

- **লিবারেল অনুদান-সহায়তা: (Liberal grant-in-aid)**

আগে সীমিত তহবিল বরাদ্দের কারণে, তিনি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে স্থানীয় বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্ত অনুদান দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরও বেশি পরিমাণে

ব্যয় করার নির্দেশ দেন। তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য সরকারি অনুদান মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ থেকে এক অর্ধেক করা হয়। তিনি অসুস্থ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য বিশেষ অনুদানও মঞ্জুজুর করেন।

• ফলাফল দ্বারা অর্থ প্রদানের ব্যবস্থার বিলুপ্তি: (Abolition of the system of payment by result)

কার্জন হান্টার কমিশন 1882 দ্বারা প্রবর্তিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন এবং সাহায্যে অনুদান প্রদানের আরও বৈজ্ঞানিক ও উদার পদ্ধতি চালু করেন।

• শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (Training of Teachers)

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ দুই বছরের কম হওয়া উচিত নয় এবং গ্রামীণ কেন্দ্রগুলির জন্য কৃষি শিক্ষা জড়িত।

শিক্ষকদের বেতনের উন্নতি : Improvement in Teachers (alary)

লর্ড কার্জন লক্ষ্য করেছিলেন যে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষকদের বেতন স্কেলে পার্থক্য রয়েছে এবং তাই তাদের বেতন স্কেল পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে সমান করতে পারেনি।

• পাঠ্যক্রমের সংস্কার (Reform in curriculum)

থ্রি আর-এর ('3'R"—Reading, Writing and Arithmetic.) শিক্ষার পাশাপাশি, কার্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কৃষি ও শারীরিক শিক্ষাকে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন কারণ এটি স্থানীয় শিশুদের চাহিদা পূরণ করবে।

• শেখানোর পদ্ধতি: (Teaching Methods)

কার্জন উপযুক্ত শিক্ষকের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির মতো শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তনেরও পরামর্শ দেন।

7.5 মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্জন নীতি (Policy on Secondary Education)

উচ্চ শিক্ষায় নীতির অনিবার্য ফলাফল ছিল মাধ্যমিক শিক্ষায় কার্জনের হস্তক্ষেপ, কারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিখারথীর উৎস। এটা না পারলেও তিনি স্বীকার করেন যে 1882 সালের পর মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি ও মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষুন্ন করেছে। 1904 সালে রেজোলিউশন আনুসারে কার্জন একটি সরকার গঠনে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কার্জনের মাধ্যমিক শিক্ষা নীতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- নিয়ন্ত্রণের নীতি এবং উন্নতির নীতি।

7.5.1 নিয়ন্ত্রণ নীতি (Policy of Control)

সম্প্রদায়ের স্বার্থে, কার্জন 1882 সালের হান্টার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ থেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, সরকারী, সাহায্যপ্রাপ্ত বা বেসরকারী যাই হোক না কেন স্কুলগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এটি ব্যক্তিগত সংস্থার উপর ছেড়ে দেওয়াকে বেশী গুরুত্ব দেন। ফলে স্কুলগুলিকে অদক্ষ এবং দুর্বল কর্মী সজ্জিত করা হয়। বেসরকারী স্কুলগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, সরকার পরিকল্পনা করেছিল যে স্কুলের পরিচালনা কমিটি সঠিকভাবে গঠন করা উচিত এবং সমস্ত স্কুলকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, শিক্ষা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের (ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে) পরিচালকের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেতে হবে এবং সমস্ত বৃত্তি প্রদান করতে হবে। এবং ছাত্র স্থানান্তর এই স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে করা হয় তা নির্ণয় করা হবে।

7.5.2 উন্নতির নীতি (Policy of Improvement)

লর্ড কার্জন সামগ্রিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার গুণগত উন্নতির জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে প্রাইভেট স্কুলে অনুদান প্রদানের জন্য করেন এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বেসরকারি স্কুলগুলির জন্য একটি মডেল হিসাবে পরিবেশন করার জন্য স্থাপন করা হয়। তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বৃদ্ধির মাধ্যমে গুণগত মান বৃদ্ধির চেষ্টা করেন এবং সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন এবং শিক্ষা নীতির কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তিনি পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। পাঠ্যক্রমিক দিকগুলিতে, তিনি ইংরেজি অধ্যয়নের সাথে আপোস না করে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সমর্থন করেছিলেন। তিনি পাঠ্যক্রমে ব্যবহারিক এবং বৃত্তিমূলক বিষয় এবং শারীরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

মাধ্যমিক কোর্সএ আঞ্চলিক ভাষার অধ্যয়ন, ইংরেজি শিক্ষায় সরাসরি পদ্ধতির প্রয়োগ, বিজ্ঞান কোর্স, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নত শিক্ষক প্রস্তুতি, 'বি' কোর্সের উপর আরও জোর দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

লর্ড কার্জন এর শিক্ষা নীতির কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। কিন্তু এখানেও প্রশাসনের কঠোর নিয়ম ও স্বীকৃতির মাধ্যমে নিম্নমানের বিদ্যালয়গুলোকে বাদ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এবং সর্বোপরি, সরকারী অনুশীলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির পাশাপাশি বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থী পাঠানোর অধিকার শুধুমাত্র অধিভুক্ত স্কুলে দেওয়া হয়েছিল, এবং সরকারিভাবে ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অনুদান শুধুমাত্র স্বীকৃত স্কুলের জন্য সংরক্ষিত ছিল। স্বীকৃতি কঠোর পরিদর্শন এবং কঠোর নিয়ম অধীন ছিল, এইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গুণগত উন্নতির নীতি ছিল কার্জনীয় নীতির সারমর্ম।

7.5.6 উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কার্জন নীতি (Curzon Policy on Higher Education)

লর্ড কার্জন, যেমনটি আগে বলেছিলেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেছিলেন। তার প্রতিবেদনে এটি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট এক্তিয়ার সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে এবং কোনও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করা উচিত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাদের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে পাঠদানের প্রচলন করেন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমও ম্যাট্রিক পরীক্ষার মান বৃদ্ধি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সিন্ডিকেটের প্রায় 9-15 সদস্য থাকা উচিত এবং কলেজগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার শর্ত কঠোর হওয়া উচিত। ইংরেজি শিক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তিনি ধ্রুপদী ভাষার অধ্যয়নকেও গুরুত্ব দেন।

7.5.6.1 ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, 1904 (Indian Universities Act, 1904)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, 1904 বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরীক্ষা পরিচালনার অধিকার সহ পাঠদানের অধিকার প্রদান করে। এছাড়াও, শিক্ষাদান পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক নিয়োগের অধিকার ছিল। গবেষণা করা, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার স্থাপন এর সুপারিশ করে।

এই মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিনেটে আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি এবং সরকার সদস্যদের মনোনয়ন দান করে। এ আইন অনুযায়ী সিনেটের সংখ্যা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সর্বনিম্ন সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ (50) এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল একশত (100)। তাদের মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। আইনটি সিনেটের সংবিধানে নির্বাচনের নীতি প্রবর্তন করে। এই আইন অনুসারে, মাদ্রাজ, কলকাতা এবং বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 20 জন ফেলো এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 15 জন ফেলো নির্বাচন করতে হবে। আইনটি সিন্ডিকেটকে বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী অঙ্গ হিসাবে কাজ করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের বিধান করেছে। সরকার সংশোধন ও সংস্কার করার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট দ্বারা প্রণীত বিধিগুলির অনুমোদন দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং সিনেট সময়মতো এই প্রবিধানগুলি প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হলে এটি নিজেই প্রবিধান তৈরি করতে পারে। একাডেমিক বিষয়ের জন্য কমিশন বোর্ডের পরামর্শ নেবে। বিশেষ করে স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব, অধ্যয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করা এই আইনে সম্ভব হবে।

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কলেজগুলির ক্ষেত্রে, কমিশন অধিভুক্তি এবং স্বীকৃতির দৃঢ়তা দ্বারা মানগুলির উন্নতির সুপারিশ করেছে। স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ম আরো কঠোর করা হয়েছে। কলেজগুলিকে ভবন এবং সরঞ্জাম, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি এবং শিক্ষকতা কর্মীদের পাশাপাশি হোস্টেল এবং ছাত্রদের কল্যাণ পরিষেবার ক্ষেত্রে কঠোর শর্তাবলী মেনে চলতে হবে। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য সিন্ডিকেট উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী কলেজগুলো পরিদর্শনের আহ্বান জানাতে পারে। অপরপক্ষে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা 1902 সালে 192 থেকে 10 বছরের ব্যবধানে 170-এ নেমে আসে।

এই আইনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক এক্তিয়ার নির্ধারিত ছিল না। ফলস্বরূপ কিছু কলেজ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল যখন অন্যগুলি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারে অবস্থিত কিন্তু অন্যটির সাথে অধিভুক্ত ছিল। এই আইনে স্পষ্ট করা হয়েছে যে গভর্নর জেনারেল তার সাধারণ বা অসাধারণ আদেশ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্ধারণ করবেন এবং এই বিধান অনুসারে কলেজগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা হবে।

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার মান (বিশেষ করে ইংরেজি) উন্নত করতে হবে এবং পরীক্ষা সংস্কার করতে হবে। একটি কঠোর প্রবেশিকা পরীক্ষা মেধাবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হওয়া অসম্ভব করে তুলবে। সংক্ষেপে, কমিশনের সুপারিশগুলি একটি পরামর্শের পরিমাণ ছিল যে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া উচিত। কোনো প্রার্থীকে কোনো স্বীকৃত কলেজ থেকে পাঠানো ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া উচিত নয়। এটি নিম্নমানের বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার অস্বাস্থ্যকর দৌড়ের বিরুদ্ধে প্রশমিত হবে। অধিভুক্ত এবং ভাল কলেজগুলিকে মেধাবী দরিদ্রদের জন্যও ব্যবস্থা করা উচিত এবং তাদের অনুদান দিয়ে যথেষ্ট পুরস্কৃত করা উচিত। একটি উচ্চ মান, এইভাবে অর্জিত, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দক্ষ শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রে পরিণত করতে সাহায্য করবে।

7.5.7 লর্ড কার্জনের অন্যান্য শিক্ষাগত সংস্কার (Other Educational Reform of Lord Curzon)

লর্ড কার্জন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেছিলেন যার মধ্যে কয়েকটি নীচে লক্ষ্য করা হয়েছে-

আর্ট স্কুল (School of Art)

লর্ড কার্জনের নাম স্কুল অফ আর্ট-এর সংস্কার, কৃষি শিক্ষার বৃদ্ধিতে এবং বিদেশে প্রযুক্তিগত গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদানের প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত মহান প্রেরণার সাথে যুক্ত। 1893 সাল থেকে ভারতে আর্ট স্কুলের ভবিষ্যত নিয়ে বিতর্ক চলছিল। একটি মতামত ছিল যারা বিশ্বাস করে যে এই স্কুলগুলি তাদের প্রাথমিক পরীক্ষায় ফেল করেছে ভারতীয় শিল্প ও শিল্পের প্রচারের উদ্দেশ্য এবং তাই বন্ধ করা উচিত। অন্য একটি বিভাগ ছিল যা সুপারিশ করেছিল যে সেগুলিকে নির্দিষ্ট পরিবর্তনের সাথে চালিয়ে যেতে হবে। এই বিতর্ক লর্ড কার্জন দ্বারা বন্ধ করা হয়েছিল, যিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে স্কুলগুলিকে তাদের বস্তু পদ্ধতি এবং সংস্থায় কিছু পরিবর্তনের সাথে চালিয়ে যেতে হবে।

কৃষি শিক্ষা (Agricultural Education)

লর্ড কার্জনের আগে ভারতে কৃষি শিক্ষা খুব কমই গড়ে উঠেছিল। কয়েকটি কৃষি কলেজ ছিল কিন্তু তারা তাত্ত্বিক বা বাস্তবে খুব একটা সফলতা প্রমাণ করতে পারেনি, কারণ তারা বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে পারেনি বা ব্যবহারিক কৃষিবিদ তৈরি করতে পারেনি। লর্ড কার্জন এই বিষয়ে একটি নতুন এবং সাহসী নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তার অধীনেই কৃষি বিভাগ সংগঠিত হয়। তিনি ভারতে কৃষি বিষয়ে

সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে পুসাতে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউটও তৈরি করেছিলেন; দ্বিতীয়ত, তিনি এই নীতি স্থাপন করেছিলেন যে ভারতের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের অবশ্যই নিজস্ব কৃষি কলেজ থাকতে হবে যা যথাযথভাবে কর্মী এবং সজ্জিত হওয়া উচিত; তৃতীয়ত তিনি নির্দেশ দেন যে, মিডল ও হাইস্কুল পর্যায়ে কৃষিকে একটি বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করে এবং কৃষিবিদদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ক্লাস পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে কৃষি শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করা উচিত।

বিদেশী বৃত্তি (Foreign Scholarships)

লর্ড কার্জনের তৃতীয় কৃতিত্ব ছিল ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে প্রযুক্তিগত অধ্যয়নের জন্য পাঠানোর জন্য বৃত্তি প্রদান করা। প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক আগে থেকেই অনুভূত হয়েছিল, কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা, প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এত কম ছিল যে ভারতে তাদের সংগঠিত করা অর্থনৈতিক বলে বিবেচিত হয়নি। লর্ড কার্জন তাই, নির্বাচিত ছাত্রদের বিদেশে প্রযুক্তিগত অধ্যয়ন করতে সক্ষম করার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত কোর্সগুলি সাধারণত এমন ছিল যেগুলি ভারতীয় শিল্পের বিকাশে উপাদান ব্যবহার করতে পারে।

নৈতিক শিক্ষা (Moral Education)

সিমলা সম্মেলনে আবার ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্নে আলোচনা হয়। রাজ্যের স্কুলগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে হবে এই রীতিটি এখন এতটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে এটিকে মোটেই চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। অন্যদিকে, ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, 1882-83 যে পরামর্শ দিয়েছিল যে কলেজগুলিতে একটি নৈতিক শিক্ষাদান করা উচিত তাও অপর্যাপ্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কার্জন বলেছিলেন, 'শিক্ষার্থীরা যদি ইউক্লিডকে বকা দিতে পারে', তবে তাদেরকে নীতিশাস্ত্রের ঘাঁটাঘাঁটি করা থেকে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ একটি শিক্ষা ব্যবস্থার উপলব্ধি হয় বা ধর্মনিরপেক্ষ হতে মানসিকতা গঠন করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে লর্ড কার্জন বিশ্বাস করতেন যে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সৃষ্টি (Creation of the development of Archaeology)

ভারতে কার্জনের একটি আনবদ্য অবদান ছিল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৃষ্টি। তিনি দেখতে পান যে ভারতে প্রাচীন নিদর্শনগুলির যথাযথ যত্ন নেওয়া হচ্ছে না এবং তাই এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। তিনি 1904 সালের প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ (Ancient Monuments Preservation Act, 1904) আইন পাশ করার জন্যও করেছিলেন। এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ ছিল এবং বিভাগটি তার প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যয়ন এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন নিদর্শনগুলির দক্ষ সংরক্ষণের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য উপযুক্ত সেবা দান করেছে।

ভারতে শিক্ষা মহাপরিচালক নিয়োগ (Appointment of Director General of Education in India)

লর্ড কার্জনের সবচেয়ে বড় অবদানের মধ্যে একটি ছিল ভারতে শিক্ষা মহাপরিচালকের পদ তৈরি করা। প্রথম কর্মকর্তা হয়েছিলেন এইচ ডব্লিউ অরেঞ্জ।

1854-এর ডেসপ্যাচ অনুসারে প্রদেশগুলিতে শিক্ষা বিভাগ তৈরি করা হয়, ভারত সরকারের এই ধরনের একটি কেন্দ্রীভূত শিক্ষা বিভাগ তৈরি লর্ড কার্জনের কৃতিত্ব।

7.5.8 কার্জনের নীতির উপর সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ (Critical observation on Curzon policy)

লর্ড কার্জন মূলত শিক্ষার প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য পরিবর্তন করেননি, বা তিনি শিক্ষার কাঠামো বা ব্যবস্থাকেও পরিবর্তন করেননি। তার প্রচেষ্টা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গুণগত উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, পাঠ্যক্রমের উন্নতি, আঞ্চলিক ভাষার স্বীকৃতি, বিজ্ঞানের প্রবর্তন ইত্যাদির জন্য তার প্রচেষ্টা পরবর্তী উন্নয়নের বীজ বপন করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উন্নতি, এবং কৃষি, প্রযুক্তিগত, চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক কোর্সে এর প্রবর্তন এর মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার নিহীত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরাসরি শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, সরকার, শিক্ষার সমস্ত দিক ও পর্যায়ে মনোযোগ দেওয়া লর্ড কার্জনের একটি ফলপ্রসূ অবদান। কার্জনের নীতির যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত বিশ্লেষণ প্রশংসার ন্যায্য দাবি রাখে। সেই থেকে কার্জনীয় নীতি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়িত হতো, তাহলে আমাদের বর্তমান শিক্ষাগত সমস্যাগুলোর অনেকগুলোই হয়তো তাদের বর্তমান তীব্রতা ও বিস্তৃতি নিয়ে জন্ম নিত না। আজ আমরা এমন অনেক কিছুর প্রস্তাব করি যা কার্জন শত বছরেরও বেশি আগে প্রস্তাব করেছিলেন।

কিন্তু বর্তমানকে অতীতের নিরিখে মূল্যায়নে প্রয়োগ করা যায় না। অতীতকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এই উপসংহারে নিয়ে যায় যে কার্জনের নীতি সারা দেশের আকাঙ্খার বাইরে। কার্জন ভারতীয় অনুভূতিকে এড়িয়ে যাননি, কিন্তু শিক্ষিত নেতৃত্বের মতামতকে গুরুত্ব দেন যাকে 'অণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু (Microscopic minority) হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। কার্জন শিক্ষা প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন এবং গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্ট পসিত, নিয়ন্ত্রণকে সাথে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উন্নতি এবং সরকারীকরণের সাথে বেসরকারীকরণের সাথে সমন্বয় করা। স্যাডলার কমিশনকে এক দশক পরে মন্তব্য করতে হয়েছিল যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে সরকারীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষায় মোট সরকারি দায়িত্ব স্বীকার করা হয়নি। নিয়ন্ত্রণের নীতি শিক্ষার প্রসারে বেসরকারী উদ্যোগকে বাধা দেয়।এটি উচ্চশিক্ষাকে চাপা ও সীমিত করার পরিমাণ। এটা জাতীয়তাবাদী ভারত মেনে নিতে পারেনি। কার্জনের যুক্তি ছিল যে 1881 সালের

'সম্প্রসারণবাদী নীতি' নিজেই বেঁচে ছিল। এলোমেলো সম্প্রসারণ শুধুমাত্র মানকে ক্ষুন্ন করেনি, শিক্ষাকে রাজনৈতিকভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। তাই সরকার যেন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরে না যায়। (এটি ছিল ধীরে ধীরে প্রত্যাহারের পূর্ববর্তী নীতির বিপরীত)। আরও ব্যাপক সরকারি প্রচেষ্টা এবং নিবিড় নিয়ন্ত্রণ একত্রিত করা উচিত ছিল।

ভারত যে অসন্তোষ এবং পুনরুজ্জীবনবাদে উজ্জীবিত ছিল তার জন্য এ ধরনের নীতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভারতবিদ্যা আঞ্চলিক ভাষার অধ্যয়ন, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ও ভুগোল, গণশিক্ষা এবং শিক্ষা প্রশাসনের ভারতীয়করণের প্রতি ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। শিক্ষার প্রসার আরও কাঙ্খিত ছিল। সংক্ষেপে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্রিটিশ প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে। কার্জনের অহংকারী, অহংকারী এবং সহানুভূতিহীন পদ্ধতি জাতির অনুভূতিকে আঘাত করেছিল। 1901 সালের সিমলা সম্মেলনে তিনি আলোকিত ভারতীয় মতামতের কোন স্বীকৃতি দেননি। 1905 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের অবজ্ঞা করেছিলেন। তিনি সংস্কারের একটি আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। এমন এক সময়ে যখন রাজনৈতিক চরমপন্থা জাতীয় আন্দোলনের একটি ক্রমবর্ধমান বৈশিষ্ট্য ছিল তা অবশ্যই সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাবে। কার্জন প্রশাসনের সময় বঙ্গভঙ্গ সবকিছুর মুকুট। বিভাজন নীতি বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে ফিউজ সরবরাহ করেছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে এর প্রতিফলন ঘটায়।

7.6 সারাংশ (Summary)

1853 সালের চার্টার অ্যাক্টের পুনর্নবীকরণের সময়, ইংল্যান্ডের হাউস অফ কমন্সের একটি নির্বাচিত কমিটি ভারতের শিক্ষাগত উন্নয়ন সম্পর্কে একটি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছিল। এটি 1854 সালে ভারতে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং চার্লস উড যিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ কন্টোলের সভাপতি ছিলেন তার পরে এটি উডস ডেসপ্যাচ হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ সুপারিশের প্রেরণ।

সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞানের প্রসারের বিভিন্ন সুপারিশের মধ্যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ডিপিআই এবং পরিদর্শক নিয়োগ, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তারা প্রস্তাব করেছিলেন। ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন এবং শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

এটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুদান-সহায়তা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ছাত্রদের জন্য পুরস্কার এবং বৃত্তি, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের মতো নতুন প্রকল্প চালু করেছে। আঞ্চলিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য বইয়ের বিধান, ধর্মীয় ধর্মনিরপেক্ষতা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ মহিলাদের জন্য শিক্ষা, শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান এবং ভারতের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল।

এটি ভারতীয় শিক্ষার 'ম্যাগনা কার্টা' (Magma Carta) হিসাবে পরিচিত কারণ এটি প্রথমবারের মতো, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি প্রতিবেদন সংসদে পাস করা হয়েছিল এবং গণশিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষা প্রশাসন এবং অর্থায়ন ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সম্বোধন করেছিল।

এই প্রতিবেদনটি পরীক্ষার আধিপত্য ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং এইভাবে ভারতীয় শিক্ষার বিকাশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উডস ডেসপ্যাচের সুপারিশের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য, লর্ড রিপন হান্টার কমিশন নিয়োগ করেন যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান তৈরি করে।

এটি প্রাথমিক শিক্ষাকে জনসাধারণের শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার, পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলে।

- এটি স্থানীয় সংস্থার কাছে প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর, ফলাফল অনুসারে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন, পাঠ্য বই নির্বাচনের স্বাধীনতা, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী স্কুলের সময় এবং ছুটি সমন্বয় করার সুপারিশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অন্যান্য প্রধান সুপারিশ ছিল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা প্রতিটি বিভাগে স্কুল, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রান্ট-ইন-এইড ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাকে সহায়তা করা, আরও ব্যবহারিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিভিন্ন সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম, নাইট স্কুল খোলা ইত্যাদি।
- এটি মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণকে দক্ষ বেসরকারী সংস্থাগুলিতে ছেড়ে দেওয়া, সরকারকে সরাসরি উদ্যোগ থেকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার, সরকার কর্তৃক কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের সুপারিশ করেছে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের মডেল হিসেবে।
- মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, এটি কম হারে ফি নেওয়ার পক্ষেও পরামর্শ দিয়েছে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে, পাঠ্যক্রমে বাণিজ্যিক এবং অ-সাহিত্যিক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য অনুদান-সহায়তা মঞ্জুজুর করা ইত্যাদি।
- যাইহোক, এই সুপারিশগুলির মধ্যে কয়েকটি পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল।
- লর্ড কার্জন ভারতীয় ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভারতে এসেছিলেন। এটি ছিল বিশ শতকের শুরুর দিকে এবং মারাত্মক দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগের মহামারী মানুষের সামাজিক জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ হচ্ছিল।
- কিন্তু 1885 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি জাতীয় চেতনার পুনরুজ্জীবন ঘটে। দেশের মানুষ এমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করে যা আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করবে।
- লর্ড কার্জন যে শিক্ষাগত সংস্কারের সূচনা করেছিলেন তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল 1901 সালের

সেপ্টেম্বরে সিমলায় একটি সম্মেলন আয়োজন করা। লর্ড কার্জন মান এবং পরিমাণের দিক থেকে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার খারাপ অবস্থা উপলব্ধি করেছিলেন।কার্জনের মাধ্যমিক শিক্ষা নীতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- নিয়ন্ত্রণের নীতি এবং উন্নতির নীতি।

- লর্ড কার্জনই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপর একটি কমিশন নিয়োগ করেন। 27 জানুয়ারী, 1902-এ, ব্রিটিশ ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য এবং তাদের সংবিধানের উন্নতি এবং কাজ করার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা ও রিপোর্ট করার জন্য স্যার টমাস রেলির সভাপতিত্বে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছিল।
- কমিশন একই বছরের জুন মাসে (1902) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়।
- 1904 সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, 21 মার্চ, 1902 সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল।
- লর্ড কার্জন যিনি ভারতে শিক্ষা পুনর্গঠনের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং উচ্চ শিক্ষার মান বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।
- তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। কঠোর এবং নিয়মিত পরিদর্শন এবং স্বীকৃতির কঠোর শর্তের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মানও বৃদ্ধি করা হয়েছিল।
- তার পৃষ্ঠপোষকতার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ছিল লক্ষণীয়। তার হাতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রেরণা আসে। কৃষি শিক্ষায়ও সংস্কার আনা হয়, কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কৃষি গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতের প্রাচীন নিদর্শনগুলি সংরক্ষণ এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তৈরি করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ছিল।

7.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

- আপনি কি মনে করেন লর্ড কার্জন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থার উন্নতি করতে সফল ছিলেন?
- কেন 1902 সালের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
- 1904 সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের প্রধান বিধানগুলি সংক্ষেপে তালিকাভুক্ত করুন।
- লর্ড কার্জন ভারতে যে অন্যান্য সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন তার তালিকা করুন।

7.8 রেফারেন্স (Refernces)

নায়েক, জেপি এবং নুরুল্লাহ। এস. (1985-2009)। এ স্টুডেন্টস হিস্ট্রি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া 1800-19731 দিল্লি: Macmillan Publishers India LTD.

শর্মা, ওপি এবং খান, এন. ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন। দিল্লি: মডেম পাবলিশার্স।

পুরকাইত, বি.আর. (2005)। আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার মাইলফলক। কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (পি) লি.

ব্যানার্জি, জেপি (2007-2008)। ভারতে শিক্ষা। খণ্ড-1। কলকাতা: কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

Unit–8 : জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন (National Education Movement : Cause and Effect)

গঠন (Structure)

8.1 **উদ্দেশ্য** (Objectives)

8.2 **ভূমিকা** (Introduction)

8.3 **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন: কারণ ও প্রভাব** (National Education Movement : Causes and Effects)

8.3.1 **জাতীয় শিক্ষার ধারণা** (Concept of National Education)

8.3.2 **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি** (Background of National Education Movement)

8.3.3 **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারণ** (Causes of National Education Movement)

8.3.4 **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পর্যায়সমূহ** (Phases of National Education Movement)

8.3.4.1 **প্রথম পর্যায় (1905-1910)** First Phase (1905-1910)

8.3.4.2 **দ্বিতীয় পর্যায় (1911-22)** Second Phase (1911-22)

8.3.4.3 **তৃতীয় পর্যায় (1930-38)** Third Phase (1930-38)

8.3.5 **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব** (Effect of National Education Movement)

8.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই ইউনিটের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, শিক্ষার্থীরা জানতে সক্ষম হবে-

- জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারণ এবং প্রভাব এর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে
- জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি বোঝার দক্ষতা অর্জন করবে।
- জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
- জাতীয় মূল্যবোধ এবং জাতীয় অখণ্ডতার দক্ষতা বিকাশ করতে পারবে।

- গোখলের 1910 সালের প্রস্তাব আলোচনা করতে পারবে।
- 1911 সালের গোখলের বিলের মূল ধারাগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারবে।
- বিলটি প্রত্যাখ্যান করার কারণগুলি সন্ধান করতে পারবে।
- ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গোখলের বিলের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
- ভারত সরকারের শিক্ষানীতি, 1913 ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্যাডলার কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি বুঝতে পারবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় স্যাডলার কমিশনের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।
- মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে জানতে পারবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে জানতে পারবে।

8.2 ভূমিকা (Introduction)

1498 সালে কালিকটে ভাস্কো দা গামার আগমন ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ার সমুদ্রপথ খুলে দেয়। এরপর ইউরোপের বাণিজ্যের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয় ভারত।

প্রথমে ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে ব্রিটিশরা ইউরোপের অন্যান্য ট্রেডিং কোম্পানিগুলোকে গ্রাস করে এবং বছরের পর বছর ধরে তারা ভারতে তাদের বাণিজ্য কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে থাকে। অবশেষে তারা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

উডস ডেসপ্যাচ (1854) এর সুপারিশের মাধ্যমে পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সরকার শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন প্রবর্তন করে। কিন্তু এগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র কেরানি তৈরি করা যারা ব্রিটিশদের দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সাহায্য করেছিল। জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেমের ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উদ্ভূত হয়েছিল। এসব ধারণা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ধারণার জন্ম দেয়। এই আন্দোলন ছিল ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এইভাবে ভবিষ্যত শিক্ষানীতির পটভূমি নির্ধারণ করেছে যা আমরা পরে অধ্যয়ন করব। 1910 সালে পাশ হওয়া প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত গোখলের বিলের ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। পরে স্যাডলার কমিশনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খাত সংস্কারের জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং এটি একটি পরিকল্পনা তৈরি করে যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংগঠনের ভিত্তি তৈরি করে এগুলি আমরা একে একে এই অধ্যয়ন করবো।

8.3 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন: কারণ এবং প্রভাব (National Education Movement-Causes and Effects)

8.3.1 জাতীয় শিক্ষার ধারণা (Concept of National Education)

শিক্ষা মানে শুধু বইয়ের জ্ঞান অর্জন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নয়। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা হওয়া উচিত শিশুদের মানসিক ও শারীরিক উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ যা তাদেরকে তাদের অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য প্রকাশের পাশাপাশি এই বিশাল পৃথিবীর সমস্ত কিছুর জ্ঞানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে সক্ষম করবে।

ভারত একটি বহুসংস্কৃতির দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জাতি ভারত আক্রমণ করেছে। কেউ ভারতে থেকে গেছেন কেউবা চলে গেছেন। এইভাবে ভারতে একটি আত্তীকরণ সংস্কৃতি (assimilated culture) গড়ে উঠেছে।

বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় শিক্ষা সর্বদাই ব্যবহারিক প্রকৃতির পরিবর্তে শাস্ত্রীয় এবং আধ্যাত্মিক ছিল। বক্সারের যুদ্ধের পর (1764) বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি খুব কমই মনোযোগ দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় শিক্ষার পুনরুজ্জীবনকে উৎসাহিত করেছিলেন। ম্যাকলের মিনিট এবং পরে উডস ডেসপ্যাচ এর মাধ্যমে ভারতে পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কিছু লোকের সহায়তায় দেশকে নিয়ন্ত্রণ করা।

এই শিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদ, সর্বজনীনতা, ভ্রাতৃত্ব, দেশপ্রেমের ধারণা গড়ে ওঠে। জাতীয় শিক্ষা মানে কেবল শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অভিন্ন কাঠামো নয়। জাতীয় শিক্ষা ছিল সেই শিক্ষা যেখানে ভারতের বিভিন্ন দর্শন যেমন বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছিল; ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি তাদের সমান মূল্য পেয়েছে। এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের অতীত গৌরব পুনরুজ্জীবিত করা, ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ধর্ম শেখার মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে গর্ববোধ পুনরুদ্ধার করা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের মূল্য পুনরায় আবিষ্কার করা। এটি শিক্ষার একক কাঠামোর ধারণা নয়, এর মধ্যে বহু সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে।

উনিশ শতকের শেষের দিকে শিক্ষিত ভারতীয়রা বিষয়টি দুর্বলতা অনুভব করতে শুরু করে যে বিদেশী শাসক দ্বারা রোপিত ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার ধরণে ভুল রয়েছে এবং জাতির বাস্তব জীবন ও তার আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কহীন। জাতীয় শিক্ষার প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব আজকাল আমরা নতুন শিক্ষানীতি 2020-এর সুপারিশগুলিতে দেখতে পাচ্ছি।

8.3.2 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি (Background of National Education Movement)

1880-এর দশকের শেষ দশক থেকে জাতীয় শিক্ষার ধারণার উদ্ভব হয়। 1885 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনৈতিক দৃশ্যপট দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সর্বত্র এটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে

দুর্দান্ত উতাহ জাগিয়েছিল এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক প্রতিনিধিকে আকৃষ্ট করেছিল। উনিশ শতক জুড়ে কংগ্রেস প্রধানত সরকারী নীতির সমালোচনা এবং সংস্কারের দাবি দাবি গুলিকে গুরুত্ব দিয়েছিল।

সব মহান জাতীয় আন্দোলনের মতো যেমন ফরাসি বিপ্লব-যেখানে এই রাজনৈতিক পুনর্জন্মের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি ছিল। ইংরেজি সাহিত্য এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের অধ্যয়নের মাধ্যমে, শিক্ষিত ভারতীয়রা গণতন্ত্র ও জাতীয় দেশপ্রেমের গতিকে আত্মস্থ করেছিল যা ইংল্যান্ড দ্ব্যর্থহীনভাবে তার রাজনৈতিক আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিল। গণতান্ত্রিক সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা ভারতীয়দের জন্য একটি বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করেছিল। প্রথম দিকে সরকার কংগ্রেসের আন্দোলনকে অন্ততপক্ষে কোনো অপছন্দ ছাড়াই দেখেছিল। কিন্তু অফিসিয়াল বিশ্ব শীঘ্রই তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে। ধীরে ধীরে সরকারী কর্মকর্তারা কংগ্রেস আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান।

কংগ্রেসের অন্যান্য প্রস্তাবগুলির বিষয়ে, সরকার খুব কমই গুরুত্ব দান করে। বছরের পর বছর কংগ্রেস প্রায় একই রেজুলেশন পাশ করে কিন্তু সরকারের উপর তেমন প্রভাব ফেলেনি। এটি পরাধীনতার অনুভূতি নিয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধিতার মনোভাব জন্ম নেয়। জাতীয়তাবাদের একটি নতুন ধারণার উদ্ভব হয়। বাল গঙ্গাধর তিলক তাদের ঐতিহাসিক অতীতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতীয় অনুভূতি তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। শিবাজীর স্মরণে বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন করেন 'কেশরী' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি জনসাধারণের মধ্যে স্বাবলম্বী এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবনের রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা এবং নিবন্ধগুলি একটি উগ্রপন্থী অংশের বৃদ্ধির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় যেটি শীঘ্রই একটি মধ্যপন্থী হয়ে ওঠে যা প্রার্থনা-পিটিশন-প্লিজ নীতি (Prayer petition please) অনুসরণ করে। অনেক আগেই এটা উপলব্ধি করা হয়েছিল যে প্রার্থনা রাজনীতি শেষ হবে এবং জন প্রতিরোধ এবং গন আন্দোলনকে স্বীকার করতে হবে পরিণত হয়েছে যে রাজনৈতিক চরমপন্থার প্রার্থনা ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একটি বিদেশী শাসনের অধীনে এবং একটি অন্ধকার ভবিষ্যত সহ ঐতিহ্য সহ একটি দেশের জন্য এটি স্বাভাবিক ছিল যে অতীতের অর্জনগুলি থেকে ফিরে তাকানো। রাজনীতিতে এই নতুন চিন্তাধারাটি বেশিরভাগই বাংলা, মহারাষ্ট্রী এবং পাঞ্জাবের তরুণ নেতাদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে চরমপন্থা হিসাবে পরিচিত। চরমপন্থার চ্যালেঞ্জ শিক্ষাগত সংস্কার আন্দোলনের জন্য প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করে।

1854-এর ডেসপ্যাচ ক্রাউনে স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও এবং 1859 সালে সেক্রেটারি অফ স্টেট দ্বারা নিশ্চিত হওয়ার পরেও ভারতের জন্য শিক্ষামূলক নীতির ভিত্তি হিসাবে অবিরত ছিল। পশ্চিমি শিক্ষার প্রবর্তন সমাজের দৃশ্যপট পরিবর্তন করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্ম ও সমাজে সংস্কারমূলক কার্যক্রমের একটি শক্তিশালী তরঙ্গ চিহ্নিত ছিল, যার পথ প্রশস্ত করেছেন রাজা রাম মোহন রায়। সমাজ ও ধর্মে বিদ্যমান কুফল ও অপব্যবহারগুলোর একটি সাধারণ স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু যথারীতি সংস্কারের উদ্যোগ

বিভিন্ন চ্যানেল অনুসরণ করে। হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার দিন থেকেই চেতনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনবাদ জাতীয়তাবাদের ধারণা জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিল। দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ (1875) বৈদিক সভ্যতার মূলে থাকা জীবন ও সংস্কৃতির আদর্শ প্রচার করেছিল। থিওসফিক্যাল সোসাইটি (1878) ভারতীয় জীবনের আদর্শ প্রচার করেছিল। রাজেন্দ্র লাল মিত্রের সারস্বত সমাজ, কেশবচন্দ্র সেনের বিদ্যালয়, দয়ানন্দ সরস্বতীর অ্যাংলো-বেদিক কলেজ, হরিদ্বারের শ্রদ্ধানন্দ গুরুকুল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রচার করে। 1885 সালে তার সূচনা থেকেই জাতীয় কংগ্রেস শিক্ষাগত সংস্কার দাবি করে। স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন এবং 1875 সালে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা শীঘ্রই আলীগড়ের মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে পরিণত হয়। তার প্রচেষ্টা সাফল্যের মুকুট ছিল, জাতীয় শিক্ষার ধারণা ছড়িয়ে দিতে এই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে বিবেকানন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন (1897) মানুষ তৈরির শিক্ষার সূচনা করে। আর রবীন্দ্রনাথের 'শিসখার হেরফের' পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাণহীন ব্যবস্থার নিন্দা করেছে। সতীশ মুখার্জির ডন সোসাইটি ভারতের উত্তরাধিকার অনুসারে শিক্ষার কারণ প্রচার করেছিল। এটি ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল যে শিক্ষার একটি বিদেশী ব্যবস্থা, ভারতের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পর্কহীন। এটি ভারতের মূল্যবোধের ব্যবস্থার/জন্য বিপজ্জনক ছিল। ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব রণমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, এইচ.এল.ভি. ডিরোজিও এবং অন্যরা ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছিল। এটি সমাজে একটি নতুন শ্রেণি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং জাতীয়তাবাদের ধারণা আরও আত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক উগ্রবাদের সাথে যুক্ত সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের ফল। শিক্ষার এই নতুন ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিল বিভিন্ন সামাজিক দিক সম্পর্কিত বিষয়।

8.3.3 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারণ (Causes for the National Education Movement)

নানা অনেক অসুবিধার কারণে, ভারতীয়রা ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত একটি আন্দোলন শুরু করেছিল যা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি সংঘটিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন কোনও নির্দিষ্ট কারণের সৃষ্টি নয়, এটি ছিল নানান কারণের সমষ্টিগত ফলাফল। সেগুলো নিচে সংক্ষিপ্ত করা হলো

সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন (Structural Changes in Society)

বৃটিশদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সমাজের বিশেষ করে উচ্চ স্তরের মানুষের হাতে। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণ বা সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়নি; এটি শুধুমাত্র তথাকথিত 'ভদ্রলোক'দের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে জাতীয় ছিল না এবং সামগ্রিকভাবে জাতির চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় আমলাদের হাতে ছিল

যা এটিকে এতটা প্রভাবিত করেছিল। সরকারি চাকরিতে সাদা রঙের চাকরির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ভারতীয় সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছিল।

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন (Change in Indigenous Education System)

বিদেশী শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক, সংকীর্ণ, পুস্তক সর্বস্ব ও অবাস্তব। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের সহযোগী কেরানি তৈরি করা যাতে তারা দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি এবং তাই মাতৃভাষা ছিল একেবারেই অবহেলিত।

রাজনৈতিক প্রভাব (Political Influence)

উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরিত্র পরিবর্তন করা হয়েছিল। এটি উগ্রবাদী রাজনীতির উত্থানের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। মডারেটরা কংগ্রেস সংগঠনের পাশাপাশি জনমনে তাদের দখল হারিয়েছিল। কংগ্রেস আর 'প্রার্থনা ও আবেদনের' (ঞ্চন্থাত্রন দ্মত্রহ্ঠদ্রদ্র দ্মৎত্রখন্ত্র) কংগ্রেস ছিল না।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মতামত অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং জাতীয় চেতনা তার শীর্ষে ছিল।

আন্তর্জাতিক ইভেন্টের প্রভাব (Influence of international events)

বোয়ের যুদ্ধ (Boer War), তরুণ তুর্কি আন্দোলন (Young Turk Movement), ফরাসি বিপ্লব, বরমির যুদ্ধ, রুশ উদযাপন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-18) এবং মর্লে-মিন্টো সংস্কারের মতো কিছু আন্তর্জাতিক ঘটনাও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।

তাৎক্ষণিক কারণ (Immediate cause)

লর্ড কার্জনের বিভাজন নীতি স্ফুলিঙ্গ সরবরাহ করেছিল। কার্জন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। তিনি তার শিক্ষাগত সংস্কারের জন্য ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা এবং সহানুভূতি তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মতামত তার শিক্ষাগত সংস্কারের পিছনে কিছু সাম্রাজ্যবাদী নকশার সুগন্ধি ছিল। এটি কার্জনীয় আমলাতন্ত্রের সাথে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের ফল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা লর্ড কার্জনের নীতির বিরোধিতা করেছিল। এই বিভাজন প্রশাসনিক পরিমাপ স্বীকার করতে পারেনি, এটিকে আঞ্চলিক বিভাজন এবং সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দ্বারা জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু করার একটি যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। জাতির উত্তর ছিল 'বয়কট' এবং 'স্বদেশী' যা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পথকে আলোড়িত করেছিল।

8.3.4 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পর্যায়সমূহ (Phases of National Education Movement)

8.3.4.1 প্রথম পর্যায় (1905-1910) (First Phase 1905-1910)

1905 সালে বেসামরিক প্রশাসনে সুদূরপ্রসারী পরিণতি সহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা একটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর দ্বারা শাসিত একটি প্রদেশ গঠন করেছিল। লর্ড কার্জন ভেবেছিলেন 1,89,000 বর্গ মাইল নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলটি দক্ষ প্রশাসনের জন্য খুব বড় একটি ইউনিট এবং প্রাদেশিক সীমানা পুনর্বিন্যাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে প্রদেশ থেকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগুলি আসামের সাথে যুক্ত হয়েছিল, যা তখন একজন প্রধান কমিশনারের অধীনে ছিল এবং নতুন প্রদেশটি পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নামে গঠিত হয়েছিল যার রাজধানী ছিল ঢাকা। জনগণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রস্তাবটি 1905 সালে কার্যকর করা হয়েছিল এবং বঙ্গভঙ্গের ফলে একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল যা ভারতে জাতীয় অনুভূতিকে তার গভীরতায় আলোড়িত করেছিল।

1905 সালের 16 অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পর উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের শুরু থেকে বঙ্গভঙ্গ বাঙালিদের মধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্য ও গর্ববোধের প্রতীক ছিল। সেই বছরের কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। সেই বছর ছাগল উচ্ছ্বাসে পরিণত হয় জঙ্গি গণআন্দোলনে। আন্দোলন চরমপন্থায় রূপান্তরিত হয়েছিল এবং নেতৃত্ব দান করেন বিপিনচন্দ্র পাল।

প্রথম পর্বে প্রধানত আবেগ ও আবেগের প্রাধান্য ছিল। অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনী দত্ত সহ আরও অনেক নেতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

আন্দোলনটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সাথে যুক্ত ছিল 'স্বদেশী' (Swadeshi) এবং 'বয়কট' (Boycott) স্বদেশী মানে 'নিজের দেশের'। আমদানীকৃত বিদেশী পণ্যের চেয়ে জাতীয়ভাবে বা স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যের স্বদেশী জিনিসের পক্ষে একটি মনোভাব বেড়ে উঠছিল। জনগণের মধ্যে প্রচার এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'বয়কট' একটি নেতিবাচক আহ্বান ছিল ব্রিটিশ পণ্য, অফিসিয়াল স্কুল এবং কলেজের আইন কোর্স ইত্যাদি ব্যবহার না করার জন্য।

তাঁর দ্বারা প্রথম পর্যায় যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এবং দেশের অনুরূপ অন্যান্য জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (National Council of Education) প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত ছিল। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের জন্ম বাংলায় এবং বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্বে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহজতর হয়েছিল। 1895 সালে ভবানীপুরে জাতীয় শিক্ষার একজন বিশিষ্ট উকিল সতীশ চন্দ্র মুখার্জি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভগবত চতুষ্পাঠী (Bhagwat Chatushpathi), ডন সোসাইটি 1902 সালে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময়ে এটি বাংলার তরুণদের উপর একটি অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল। বিনয় সরকার ছিলেন এর

প্রধান সংগঠক। 'দ্য ডন ম্যাগাজিন' 1904 সালে প্রকাশিত হয় এবং ডন সোসাইটির মুখপত্র হয়ে ওঠে। 1901 সালে বোলপুরে ব্রহ্মাচার্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 1903 সালে হরিদ্বারে কাংড়া গুরুকুল স্থাপন করেছিলেন, দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি 1886 সালে লাহোরে অ্যাংলো বৈদিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় 1995 সালের এই নভেম্বর রংপুরে স্থাপিত হয়। একই দিনে রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উদারভাবে। লাখ টাকা প্রদান করেন। একই কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত গৌরীপুরের প্রখ্যাত জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এবং মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য যথাক্রমে 5 লাখ ও আড়াই লাখ টাকা অনুদান দিয়েছেন।

1906 সালের 15ই আগস্ট থেকে অরবিন্দ ঘোষেকে অধ্যক্ষের করে বউবাজার স্ট্রিটে একটি ভাড়া বাড়িতে জাতীয় বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ। আশুতোষ চৌধুরী এবং হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, যুগ্ম সচিব এবং সতীশ চন্দ্র মুখার্জি প্রথম কোষাধ্যক্ষ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ 1906 সালের মার্চ মাসে সংগঠিত হয়েছিল। এটি 1906 সালের জুন মাসে নিবন্ধিত হয়েছিল। 16 মার্চ 1906 তারিখে, ডন সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটা দাবি করা হয়েছিল যে জাতীয় শিক্ষা এমন পুরুষ তৈরি করবে যা অন্যান্য দেশের অংশের পুরুষদের সমতুল্য হবে। জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে জাতির উন্নয়ন হবে।

8.3.4.2 দ্বিতীয় পর্যায় (1911-22) second Phase (1911-22)

পাঞ্জাবের সামরিক আইনের নৃশংসতা এবং মন্ট-ফোর্ড 1919 সালের সংস্কারের অপর্যাপ্ততার শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যা 1918 সালে প্রকাশিত মন্টেগ-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাবগুলিকে অসন্তোষজনক বলে নিন্দা করেছিল, মহত্মা গান্ধী 1999 সালের ডিসেম্বরে অমৃতসরে 1919 সালের আইনটিকে একটি ন্যায্য বিচার দেওয়ার জন্য জাতীয় মুহূর্তের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। জালিওয়ানাবাগ গণহত্যা, 1920 সালের তুরস্কের সাথে সেভরেস চুক্তির কঠোর শর্তাবলীর কারনে প্রকাশ গান্ধী অবস্থান পরিবর্তন করে। 1920 সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে এলাহাবাদে কেল্লায় খিলাফত কমিটির সভায় ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বটি ছিল আরও ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী। বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, গুজরাট, অন্ধ্র ও বিহার সহ সমগ্র ভারত কার্যত এই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত আলীগড়ে। আলীগড় কলেজের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অ-জাতীয় পাঠ্যক্রম এবং দেশবিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে প্রতিবাদ জানায়। তারা জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিল যা 1920 সালে জাতীয় চরিত্র বহন করে।

দ্বিতীয় পর্যায়টি জাতীয় শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্বের উত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। মিসেস অ্যানি বেসান্ট, সেই সময়ের একজন মহান তত্ত্ববিদ বলেছিলেন যে জাতীয় শিক্ষা অবশ্যই মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করবে এবং গর্বিত ও গৌরবময় দেশপ্রেমের পরিবেশে বাস করবে। এটিকে প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় মেজাজের সাথে মিলিত হতে হবে এবং জাতীয় চরিত্রের বিকাশ করতে হবে। মাতৃভাষা হতে হবে শিক্ষার মাধ্যম।

শ্রী গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মত দেন যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় শর্ত হল সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার ভারতীয়ীকরণ যা বিদেশী সংস্কৃতি, ভাষা, অভ্যাস, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক এবং ধর্ম চাপিয়ে দেয়। উদারপন্থী নেতারা ঐতিহ্য ও প্রগতির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তারা দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে জাতীয় অতীতের স্বাস্থ্যকর নিন্দা বা প্রশংসা কোনোটাই জাতির জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। এছাড়াও গোখলে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করন (Universalization) অব্যবহিতকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন, যা আমরা পরবর্তী বিভাগে অধ্যয়ন করব।

কলকাতায় 1906 সালের কংগ্রেস অধিবেশন এই প্রচেষ্টার অনুমোদন দেয়। তিলক ও লাজপতের অনুপ্রেরণায় বাংলার বাইরে কিছু স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার বাইরে এই আন্দোলনের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সামর্থ্য বিদ্যালয়, মহারাষ্ট্র বিদ্যালয়, অন্ধ্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, Raja Hamundry school– Murulipatnam School প্রভৃতি।

কিন্তু নেতৃত্বে মতপার্থক্য দেখা দেয়। শ্রী গুরুদাস সতীশ চন্দ্র, সুবোধ মল্লিক প্রমুখের প্রতিনিধিত্বকারী একটি স্কুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযোগ বন্ধ করতে চেয়েছিল এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। আরেকটি গোষ্ঠী তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকার চেয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষার সাথে যুক্ত। তাই তারা শুধু কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কারিগরি শিক্ষা গোষ্ঠীটি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজার বিজ্ঞান কলেজ যেখানে অবস্থিত সেখানে কারিগরি ইনস্টিটিউটের প্রচারের জন্য সমিতি গঠন করে। এই শিক্ষার মধ্যে ইউরোপীয়দের সাথে ভারতীয়রাও অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা তাদের নিজ নিজ দিক থেকে বিশেষজ্ঞ ছিল। 1908 সাল নাগাদ, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের গতি হ্রাস পায় এবং উভয় গোষ্ঠীকেই নিজেদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হয়েছিল।1908 সালের পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে আবার মডারেটদের আধিপত্য ছিল যারা চরমপন্থীদের চেয়ে কম জঙ্গি ছিল। 1910 সালে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করে।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট উত্তাপ ও আবেগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এভাবে 1910 সালের পর রাজনৈতিক আন্দোলন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এর সাথে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে দুটি প্রতিষ্ঠানই 1910 সালে একীভূত হয়। ন্যাশনাল কলেজ কলা ও সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালনা করে। যদিও এন.সি.এ.কে দৃশ্যত বিজয়ী বলে মনে করা হয়েছিল, তবে কলা ও বিজ্ঞানও বিভাগ টিকে ছিল না। কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য সমাজ কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল কলেজ বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণ হিসেবে টিকে আছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমেদাবাদ, বেনারস, লাহোর, পাটনা, পুনেতে সারা দেশে বিপুল সংখ্যক জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গুজরাট বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, কৌমি বিদ্যাপীঠ, অন্ধ্র বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। 1921 সালে ঠাকুর প্রাচ্য ও পশ্চিমের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি বোঝার এবং বিশ্ব-সম্প্রীতি, শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য একটি মঞ্চ তৈরির লক্ষ্যে সরকারের কাছ থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা ছাড়াই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। 1902 সালে পাঞ্জাবের প্রতিনিধি সভা 1924 সালে কাঙ্গেনে স্থানান্তরিত হয়।

1922 সালের 5 ফেব্রুয়ারী চৌরি চৌরা ঘটনার পর গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন জাতীয় বিদ্যালয় আন্দোলনের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটে। এই আন্দোলনটি জাতীয় চাহিদা, আকাঙ্ক্ষার সাথে মানানসই বিকল্প পাঠক্রম তৈরি এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশাবলী দিয়েছিল।

8.3.4.3 তৃতীয় পর্যায় (1930-38) Third Phase (1930-38)

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়টি গান্ধীজি কর্তৃক 1930 সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে মিলে যায়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের সময় 1922 সালে এই উপলব্ধির সাথে সমাপ্ত হয় যে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই একটি জাতীয় সরকারের জন্মের জন্য অপেক্ষা করবে। তবুও আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাগত চিন্তার স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলিতে একটি সমৃদ্ধ ফসল দেয়। কোন শিক্ষাগত আন্দোলন সাধারণত আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে মিলিত হয় না শুধুমাত্র ছাত্রদের ক্লাস থেকে অনুপস্থিত ছাড়া। তৃতীয় পর্যায়, যদি এটিকে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি পর্যায় বলা হয়, এটি 1937 সালে যখন গান্ধীজি তার মৌলিক শিক্ষা প্রকল্পটি উত্থাপন করেছিলেন তখন ব্যবহারিকের চেয়ে বেশি একাডেমিক ছিল। অনুশীলনটি শিক্ষামূলক স্কিম এবং পরিকল্পনা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। দেশের প্রত্যাশিত স্বাধীনতার মুখে, শিক্ষায় জাতীয় চেতনা ছিল ভবিষ্যত জাতীয় শিক্ষার ধরণ ও ধরণ নির্ধারণে ব্যাপকভাজক কার্যকর। গান্ধীর পরিকল্পনা এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (National Planning Committee 1938-39) জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারী কমিটি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দান করে।

তৃতীয় পর্যায়টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতনতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটি 1937 সালের উড-অ্যাবট রিপোর্টে স্পষ্ট। আবার এই পর্যায়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি 1938 সালে শিক্ষার জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করে 11935 সালের নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থার অধীনে এটি প্রদেশে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

কমিটির সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহরু 1939 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে পরিকল্পনাটি অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়নি, তবে এটি নিঃসন্দেহে ভারতের পরবর্তী শিক্ষাগত উন্নয়নকে প্রভাবিত করেছিল।

এই পর্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এই সময় থেকে একটি কাঠামোগত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণা উদ্‌ভূত হয়েছিল। গান্ধীর সভাপতিত্বে 22 এবং 23 অক্টোবর 1937 তারিখে ওয়ার্ধায় জাতীয় শিক্ষার উপর প্রথম সম্মেলন ডাকা হয়। এমনকি সুভাষ চন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে 1938 সালের ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এটি অবিলম্বে কংগ্রেস মন্ত্রকের সাথে টি প্রদেশে বাস্তবায়িত হয়। শুধু তাই নয়, 'ভারতে যুদ্ধ-পরবর্তী শিক্ষা উন্নয়ন (Post-War Education Development in India) সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত এই পর্বের ফল।

যদিও এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে পারেনি। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, বিশ্বভারতী, গুজরাট বিদ্যাপীঠ ইত্যাদির মতো অনেক প্রতিষ্ঠান বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি আজকাল ভাল কাজ করে। এভাবেই আন্দোলন তার উত্তরাধিকার রেখে যায়।

8.3.5 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব (Effect of National Education Movement)

বিচ্ছিন্ন শিক্ষা আন্দোলন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছিল। শিক্ষা আন্দোলনের অনুপস্থিতি একটি জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে আন্দোলনকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

1. এটি সরকারী শিক্ষা নীতিতেও প্রভাব সৃষ্টি করেছে। 1917-22 সালের পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে যে আন্দোলন জাতির চাপা অনুভূতি প্রকাশ করেছিল। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত নাগরিককে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করা এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার ধরণ সংস্কার করতে হবে।

2. এই আন্দোলন জাতিকে গণশিক্ষা ও গণসাক্ষরতার কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল, এটি প্রাথমিক শিক্ষাকে বিনামূল্যে, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার পথ প্রশস্ত করেছিল। গোখলে 1910 এবং 1911 সালে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত দুটি বিল উত্থাপন করেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল শহর ও শহরে 6 থেকে 10 বছর বয়সী ছেলেদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বিনামূল্যে, সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করা, যদিও বিলের পরিধি ছিল খুবই সীমিত তবুও তারা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে পরাজিত হয়েছিল। যদিও গোখলের বিল প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কিন্তু এটি একটি প্রভাব ফেলেছিল। এটিকে বিনামূল্যে সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় প্রচুর প্রাথমিক শিক্ষা আইন ছিল। এর মধ্যে বোম্বে প্যাটেল অ্যাক্ট 1918, বাংলা প্রাথমিক শিক্ষা আইন 1919, মাদ্রাজ প্রাথমিক শিক্ষা আইন 1920, বেঙ্গল (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন 1930 উল্লেখ করা যেতে পারে।

3. মাতৃভাষার প্রতি সংযুক্তি, শাস্ত্রীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মনোযোগ, একটি সর্বভারতীয় ভাষার চেতনা ছিল আন্দোলনের অবদান। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একটি জাতীয় ভাষার বিকাশের উপর জোর দেয়। হিন্দিকে জাতীয় ভাষা করার প্রশ্নটি এই সময়েই উদ্‌ভূত হয়েছিল।

4. দেশপ্রেমিক পরিবেশ স্কুলগুলিতে আক্রমণ করে এবং অনুগত আবহাওয়াকে দূরে সরিয়ে দেয়। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজসেবা ও জাতীয় পুনর্গঠনের ধারণা শক্তিশালী শিকড় খুঁজে পেয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে বন্দে মাতরম প্রার্থনা চালু হয় যা দেশপ্রেমে পরিণত হয়। দেয়ালে জাতীয় নেতাদের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে স্কুল ভবন এই উদ্যোগগুলো ছিল আন্দোলনের ফসল।

5. শিক্ষা প্রশাসনের ভারতীয়ীকরণের তাগিদ সহ নারী শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি তাগিদ তৈরি করা ছিল আন্দোলনের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রভাবগুলির মধ্যে কয়েকটি। মহিলাদের করুণ দুর্দশা, বিশেষ করে অল্পবয়সী হিন্দু বিধবারা প্রফেসর ডি কে কার্ভেকে মহিলাদের জন্য এমন শিক্ষার কথা ভাবতে পরিচালিত করেছিল যা মহিলাদের সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য সজ্জিত করবে। কার্ভে 1889 সালে পুনেতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় চেতনার প্রভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সমাজের ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

6. শিল্পায়নের প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব।

7. জাতির জন্য গান্ধীজির শেষ মূল্যবান উপহার-জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফসল এটি শিক্ষাকে নতুন ও বাস্তবমুখী অভিমুখ দান করে। এটি হল তাই মৌলিক পরিকল্পনা।

4 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জাতীর মুক্তির পূর্বশর্ত হিসাবে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অবিলম্বে অনুভব করেছিলেন। এটি মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করেছে। গান্ধীর প্রাথমিক শিক্ষা (Basic Education) ছিল সম্পূর্ণ বিকাশের উপর ভিত্তি নির্ভরশীল। এটি ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে 6 থেকে 13 বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার একটি পরিকল্পনা যা স্বাবলম্বী ও ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে পরিচালিত করবে।

9. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন উদারনৈতিকতার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। জাতির প্রতিভা' গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে ছিল। ব্রিটিশ শিক্ষানীতিও এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট ও প্রভাবিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর নতুন শিক্ষা ব্যবস্থাও প্রভাবিত হয়।

10. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন আবার অনেক সংখ্যক স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন অ্যানি বেসান্ট এবং মদন মোহন মালভিয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বেনারসে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করে, 1915 সালে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং এটি 1917 সালে কাজ শুরু করে। হরিদ্বারের গুরুকুল আশ্রম এই দিনগুলিতে সত্যিকারের বৃদ্ধি অনুভব করেছিল। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম বিশ্বভারতীতে পরিণত হয় এবং আলীগড়ের অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজটি 1920 সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং আরও অনেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়।

এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়টি আবেগপূর্ণ ছিল, এটি যুক্তির ভিত্তিতে ছিল না এবং এই পর্যায়ে এই আন্দোলনের প্রকৃতি সংকীর্ণ ছিল। তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয় পর্বটি বেশি সফল হয়েছে। কিন্তু এই পর্যায়টি

স্বাধীনতার জন্য বিস্তৃত জাতীয় আন্দোলনের সাথে মিলে যায়। তৃতীয় ধাপে আইডিয়ার বাস্তবায়ন সঠিকভাবে কাজ করেনি।

যদিও এই আন্দোলন তেমন সফল না হলেও প্রভাব ছিল অবিস্মরণীয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে শিক্ষাগত সংস্কারের আন্দোলন পাঠানো হয়েছিল যা পরবর্তীতে বিকশিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিল।

Unit–9 : প্রাথমিক শিক্ষার উপর গোখলের বিলের প্রভাব (Impact of Gokhale's Bill on Primary Education)

গঠন (Structure)

9.1 **প্রাথমিক শিক্ষার উপর গোখলের বিলের প্রভাব (1911)** (Impact of Gokhale-s Bill on Primary Education (1911)

9.1.1 **ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গোখলের আবির্ভাব** (Emergence of Gokhale in the field of Indian Education)

9.1.2 **গোখলের বিলে বিধান** (Provisions in Gokhale-s Bill)

9.1.2.1 **গোখলের রেজোলিউশন (1910)** (Gokhale-s Resolution-1910)

9.1.2.2 **গোখলের বিল (1911)** (Gokhale-s Bill-1911)

9.1.2.3 **বিল প্রত্যাখ্যানের কারণ** (Reasons for Rejection of Bill)

9.1.3 **গোখলের বিলের প্রভাব** (Impect of Gokhale-s Bill)

9.1.3.1 **প্রাথমিক শিক্ষার উপর গোখলের বিলের প্রভাবা** (Impact of Gokhale's Bill on Primary Education)

9.1 প্রাথমিক শিক্ষার উপর গোখলের বিলের প্রভাব (১৯১১) (Impact of Gokhale-s Bill on Primary Education (1911)

9.1.1 ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গোখলের আবির্ভাব (Emergence of Gokhale in the field of Indian Education)

এইভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রভাব হিসাবে ভারতীয় জনগণ বুঝতে শুরু করে যে দেশে একটি জাতীয়তাবাদী ব্যবস্থা দরকার।

জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যের উপর ভিত গঠন করে শিক্ষা। 1906 সালে কংগ্রেসের কলকাতা সম্মেলনে অ্যানি বেসান্ট ঘোষণা করেন যে সারা দেশে একটি জাতীয় শিক্ষার আয়োজন করা উচিত। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য। তিনি 1905 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবেও নির্বাচিত হন। গোখলে 1902 সালে ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের একজন বেসরকারী সদস্য হন। সেই সময় পর্যন্ত তিনি

পুনার ফার্গুসন কলেজের একজন অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ ছিলেন। একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে গোখলে ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জাগরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বকে কল্পনা করেছিলেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি সরকারকে মেনে নেওয়ার জন্য তিনি বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা করেছিলেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি জোরদার হয়েছিল যে বরোদার মহারাজা সয়াজি রাও গায়কওয়াদ তাঁর রাজ্যের অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক করেছিলেন। এই প্রচেষ্টা গোখলেকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই ইউনিটটি ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জন্য গোখলের প্রচেষ্টা, এর প্রভাব এবং 1913 সালের ভারত সরকারের রেজোলিউশন নিয়ে কাজ করে।

গোপাল কৃষ্ণ গোখলে (1866-1915) 'গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু' হিসাবে সুপরিচিত, 9 মে, 1866 সালে মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে একটি মধ্যবিত্ত পাবনচিৎ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1884 সালে মুম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজ থেকে স্নাতক হন। 20 বছর বয়সে তিনি পুনার ফার্গুসন কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক হন। চার বছর ধরে তিনি পুনা সার্বজনিক সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সুধারক সম্পাদনা করেন। 1904 সালে তিনি CIE (Complaint of the Indian Enspire) উপাধিতে ভূষিত হন। 1905 সালে ইংল্যান্ড সফরের সময় তিনি বঙ্গভঙ্গকে কার্যকর না করার জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। তবে তার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন।

9.1.2 গোখলের বিলে বিধান (Provisions in Gokhale-s Bill)

9.1.2.1 গোখলের রেজোলিউশন (1910)-(Gokhale-s Resolution-1910)

আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে গোখলে 1910 সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ-প্রাথমিক শিক্ষাকে সারা দেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি সূচনা করা উচিত এবং এটি একটি মিশ্র কমিশন যার সুনির্দিষ্ট প্রভাব প্রণয়নের জন্য আধিকারিক ও অ-কর্মকর্তাদের শীঘ্রই নিয়োগ করা হয়। নিম্নে রেজুলেশনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল:

- যে এলাকায় 33% ছেলেরা শিক্ষা গ্রহণ করত সেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক করা উচিত।
- এই বিধানটি 6-10 বছর বয়সের জন্য প্রযোজ্য হবে।
  - বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার খরচ প্রাদেশিক সরকার এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে 2:1 রেশনে ভাগ করতে হবে।
  - এর অধীনে শিক্ষার একটি পৃথক বিভাগ খোলা হবে
  - প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রকল্প তৈরি করবে।
  - প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন, তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনার জন্য একজন সচিব নিয়োগ করা উচিত।
  - শিক্ষার অগ্রগতি বর্ণনাকারী একটি বিবৃতি বাজেট বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

গোখলে রেজোলিউশনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সরকার তাকে আশ্বস্ত করেছিল যে বিষয়টি যত্ন সহকারে বিবেচনা করা হবে। ফলস্বরূপ, গোখলে প্রত্যাহার করার বিষয়টি পরে, সরকার কেবলমাত্র গোখলের শেষ তিনটি সুপারিশ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সচিবকেও নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির রেকর্ডও সরকার প্রকাশ করতে শুরু করে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার মূল ইস্যুটি সরকারের কাছে অবহেলিত ও অমনোযোগী রয়ে গেছে।

9.1.2.2 গোখলের বিল (1911)-(Gokhale-s Bill-1911)

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য গোখলে যে 1910 সালের রেজুলেশন পেশ করেছিলেন এবং এই রেজোলিউশনগুলির প্রতি সরকারের দেখানো প্রতিক্রিয়ার সাথে আপনি ইতিমধ্যেই পরিচিত। এখন আমরা 1911 সালের গোখলের বিলের প্রধান ধারাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। গোখলে সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি শিক্ষার অবস্থার প্রতি ভারত তথা ইংল্যান্ডের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের আরও চেষ্টা করেন। 1911 সালের 16ই মার্চ গোখলে সরকারের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী লড়াই করার জন্য আইন পরিষদে একটি বিল পেশ করেন। বিলটি অবশ্য আগে গৃহীত রেজুলেশনের চেয়ে অনেক বেশি উদার ও নম্র ছিল এবং বিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা। বিলটি মূলত 1870 এবং 1876 সালের ইংল্যান্ডের বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। বিলের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি নীচে স্থাপন করা যেতে পারে-

- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সেসব এলাকায় চালু করা উচিত যেখানে স্কুল-বয়সী (6-10) ছেলে-মেয়েদের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ আগে থেকেই শিক্ষা লাভকরেছে।
- উপস্থিতির শতাংশ গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারণ করা উচিত।
- স্থানীয় সংস্থাগুলির বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত যে আইনটি তাদের এখতিয়ারের অধীনে নির্দিষ্ট এলাকায় প্রয়োগ করা হবে কি না।
- স্থানীয় সংস্থাগুলিকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার খরচ মেটাতে শিক্ষা উপকর (Cess) বসানোর অধিকার দিতে হবে।
- শিক্ষার ব্যয় স্থানীয় সংস্থা এবং প্রাদেশিক দ্বারা ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল 1:2 অনুপাতে সরকার।
- বাধ্যতামূলক প্রবর্তনের জন্য, যথাক্রমে ভাইসরয় এবং গভর্নরের পূর্ববর্তী অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে, যদিও পরে স্থানীয় সংস্থা এটি মেয়েদের জন্যও প্রসারিত করতে পারে।
- অভিভাবক যাদের আয় প্রতি মাসে 10 টাকার কম তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য কোনো ফি দিতে বলা হবে না।

9.1.2.3 বিল প্রত্যাখ্যানের কারণ (Reasons for Rejection of Bill)

এখন আমরা বিলের মূল ধারাগুলি জানি এবং আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ কীভাবে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে পরাজয়টি ছিল একটি বীরত্বপূর্ণ পরাজয় এবং এর সাথে আমাদের অবশ্যই বিলটি প্রত্যাখ্যানের জন্য সরকার কর্তৃক উত্থাপিত কারণগুলি বুঝতে হবে। সরকার বেশ কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছে এবং সেগুলো হল-

দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কোনো জনপ্রিয় দাবি ছিল না।

সে হিসেবে দেশের জনগণ বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

স্থানীয় সরকারগুলি এর পক্ষে ছিল না।

স্থানীয় সংস্থাগুলি শিক্ষা উপকর ধার্য করতে ইচ্ছুক ছিল না।

শিক্ষিত ভারতীয়দের একটি অংশ বিলটিকে সমর্থন করছিল না।

অনুদান-সহায়তার ব্যবস্থার ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবী লাইনে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের সুযোগ এখনও ছিল।

9.1.3 গোখলের বিলের প্রভাব (Impect of Gokhale-s Bill)

9.1.3.1 প্রাথমিক শিক্ষার উপর গোখলের বিলের প্রভাব (Impact of Gokhale-s Bill on Primary Education)

স্বদেশী আন্দোলনের দিনগুলিতেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি নিবিড় আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নতুন রাজনৈতিক চেতনা শিক্ষার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চমকপ্রদ ঘটনা হল ব্রিটিশ শাসনের 150 বছর পরেও, ভারতীয় জনগণের মাত্র 6 সাক্ষর হয়েছে। এটি বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনার একটি স্থল তৈরি করে যা বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করার জন্য গোপাল কৃষ্ণ গোখলের প্রচেষ্টার সাথে গঠনমূলক উপায়ে প্রকাশ পেয়েছিল।

ইউনিটের এই বিভাগে, আমরা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গোখলের বিলের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। গোখলের বিল, আমাদের দেশে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম প্রচেষ্টা, ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী। বিলটি প্রত্যাখ্যান করা হলেও, এটি শিক্ষার প্রতি সমগ্র দেশের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল। সরকার গণশিক্ষার প্রসারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় চাহিদাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারেনি। সৌভাগ্যক্রমে, রাজা জর্জ ভারত ভি ভারতে আসেন, তিনি ভারতের শিক্ষার উন্নতি জন্য 50 লাখ টাকা দিয়েছিলেন। গোখলের বিল সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি বিলটি প্রত্যাখ্যান করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। ফলস্বরূপ, সরকারকে পূর্বের নীতি পরিবর্তন করতে

হয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি সংস্কার সহ একটি নতুন নীতি ঘোষণা করতে হয়েছিল। গোখলের বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় বাজেটের উপর আলোচনার সময়, ভারতের আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট ভারতীয় শিক্ষার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। ভারত সরকার 21 ফেব্রুয়ারী, 1913 তারিখে শিক্ষানীতির উপর রেজুলেশন পাস করে। 1910 এবং 1917 সালের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ হয়েছিল (মুখার্জি, এস.এন., 1976)।

তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব রেজোলিউশনে পরিকল্পিত উন্নয়ন বিলম্বিত করেছিল। এটি মানব সমাজে বিপর্যয় বয়ে আনে, তবে 1919 সালের ভারত সরকারের আইনে রাজনৈতিক সংস্কারের একটি প্রতিশ্রুতিও যা ঘটনাক্রমে শিক্ষার প্রতি আগ্রহকে উদ্দীপিত করেছিল। এর আগে সরকারের নীতিতে কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তন গৃহীত হয়েছিল। 1917 সালে ভারতের রাষ্ট্রসচিব এডউইন মন্টেগু কর্তৃক স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনের নীতি ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যে গঠিত প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। 1918 সালে বেথাল ভাই প্যাটেল প্রথমবারের মতো বোম্বাই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন এবং বিলটি একটি আইনে পাস হয়েছিল। বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যাতে অনুরূপ আইন পাস করা হয়েছিল। মাদ্রাজ/এবং মধ্য প্রদেশ 1920 সালে তাদের আইন পাস করে। আসামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন 1926 সালে পাশ হয়। এগুলি ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য গোখলের প্রচেষ্টার ফলাফল। তাই তার সংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনব্রিটিশ শাসনাকালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ।ঙ্ক্ষদ্রত্বদ্ধ-4 কমিশন এবং কমিটির রিপোর্ট (Commission and Committee Reports)

BLOCK–IV

Commission and Committee Reports

Unit–10 : Education Act (1913)

Unit–11 : Calcutta University Commission (1917-19) : Perspective and Policy Issues

Unit–12 : Hartog Committee Report (1929)

Unit–10 : শিক্ষা সংক্রান্ত ১০১৩ (Education Act (1913)

গঠন (Structure)

10.1 শিক্ষা সংক্রান্ত 1913 সালের ভারত সরকারের রেজোলিউশন (Government of India Resolution of 1913 on Education)

10.1 শিক্ষা সংক্রান্ত ১৯১৩ সালের ভারত সরকারের রেজোলিউশন (Government of India Resolution 1913 on Education)

এখন আমরা 1913-এর ভারত সরকারের রেজোলিউশন নিয়ে আলোচনা করব, যা গোখলে কর্তৃক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উত্থাপিত দাবির বিষয়ে সরকারকে বিব্রত করার প্রচেষ্টা ছিল। গোখলের 1911 সালের বিল প্রত্যাখ্যান করার সময়, সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় আবর্তক এবং অ-পুনরাবৃত্ত (Recurring and non recurring) অনুদান বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য দাবীকে উপেক্ষা করতে পারেনি। শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ এবং নারী শিক্ষাকে কভার করে 21 ফেব্রুয়ারি, 1913 সালে ভারত সরকারের রেজোলিউশনের আকারে নতুন নীতি ঘোষণা করেছিল। রেজোলিউশনের প্রধান বিধানগুলি নীচে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে-

প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education) :

- নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত শিক্ষা সম্প্রসারণ হওয়া উচিত, যেখানে 3Rs (3Rs-Reading–Writing– and Arithmetic) বাচ্চাদের নির্দেশনার পাশাপাশি অঙ্কন, গ্রামের মানচিত্রের জ্ঞান, প্রকৃতি অধ্যয়ন এবং শারীরিক অনুশীলন শেখানো উচিত।
- একইসাথে, সঠিক জায়গায় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা উচিত এবং প্রয়োজনে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মর্যাদায় উন্নীত করা উচিত
- বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের জায়গায় লোকাল বোর্ডের স্কুল স্থাপন করতে হবে।
- মোক্তব এবং পাঠশালাগুলিকে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দেওয়া উচিত।
- বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ করতে হবে।
- ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে, গ্রামীণ এবং শহুরে জন্য একটি পৃথক পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে, তবে শহরে স্কুলগুলিতে ভূগোল শেখানোর এবং স্কুল ভ্রমণ ইত্যাদির আয়োজন করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।শিক্ষককে আঞ্চলিক মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং এক বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

- ছুটির সময় প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে
- একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষকের বেতন পাওয়া উচিত প্রতি মাসে 12 টাকার কম নয়।
- একজন শিক্ষকের অধীনে ছাত্রদের সংখ্যা সাধারণত 30 থেকে 40 এর মধ্যে হওয়া উচিত।
- মধ্যম ও মাধ্যমিক মাতৃভাষা বিদ্যালয়ের অবস্থার উন্নতি করতে হবে এবং তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- বিদ্যালয়গুলিকে স্যানিটারি, প্রশস্ত কিন্তু ব্যয়বহুল না হওয়া ভালো।

মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

- রাষ্ট্রের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা উচিত নয়।
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আরও প্রতিষ্ঠা বন্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল।
- বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে মডেল হিসাবে কাজ করা চালিয়ে যেতে হবে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথাযথ গ্রান্ট-ইন-এইড মঞ্জুজুর করা উচিত।
- পরীক্ষার পদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রমের উন্নতিরও সুপারিশ করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা (University Education) :

- রেজোলিউশনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলির বিস্তৃতি হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দেশের ব্যাপক চাহিদা ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে 5টি বিশ্ববিদ্যালয় ও 185টি কলেজের অস্তিত্ব অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত এবং তাদের প্রাদেশিক সরকারের অধীনে রাখা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কাজ- পাঠদান এবং পৃথকীকরণের উপর জোর দিয়ে শিক্ষকতা বিশ্ববিদ্যালয় (Teaching University) প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
- পাঠ্যক্রমে শিল্প-গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং গবেষণা কাজের বিচার করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সুবিধার ব্যবস্থা করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল।
- রেজোলিউশনে ছাত্রদের চরিত্র গঠন এবং হোস্টেল জীবন সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নারী শিক্ষা (Women Education) :

নারী শিক্ষার উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের জন্য ব্যবহারিক উপযোগী বিশেষ পাঠ্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এবং এটিও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে মেয়েদের পরীক্ষায় পরীক্ষাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

মহিলা শিক্ষক ও পরিদর্শকের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। এইভাবে, রেজোলিউশনের মাধ্যমে, ভারত সরকার স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ কামনা করেছিল। রেজুলেশনটি মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিও উদার মনোভাব নিয়েছিল। কিন্তু 1914 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আউটব্যাক 1913 সালের রেজুলেশন বাস্তবায়নে বিলম্ব করে।

Unit–11 : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৭-১৯): দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি সংক্রান্ত সমস্যা (Calcutta University Commission (1917-19): Perspectives and Policy Issues)

গঠন (Structure)

11.1 বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অবস্থা (The State of University Education at the beginning of the Twentieth century)

11.2 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের পটভূমি (1917-19) (Background of Calcutta University Commission (১৯১৭-১৯))

11.3 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ (Recommendations of the Calcutta University Commission)

11.3.1 মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ (Recommendations regarding Secondary Education)

11.3.2 বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রশাসন সংক্রান্ত সুপারিশ (Recommendations regarding administration of University Education)

11.3.3 অন্যান্য সুপারিশ (Other recommendations)

11.4 ভারতে স্যাডলার কমিশনের বৈশিষ্ট্য (Features of the Sadler Commission in India)

11.5 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রভাব (1917-19) (Impact of the Calcutta University Commission (1917-19)

11.5.1 ফলাফল/প্রভাব (Results Effects)

11.5.2 ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপর স্যাডলারের প্রতিবেদনের প্রভাব (Effect of Sadler's Report on University Education in India)

11.6 সারাংশ (Summary)

11.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

11.8 রেফারেন্স (References)

11.1 বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অবস্থা (The State of University Education at the beginning of the Twentieth century)

ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট 1904 খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি এবং এটিকে বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছিল কারন বিশ্ববিদ্যালয় আইন 1904 একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংরক্ষণ করতে পারেনি। 1903-1913 খ্রীঃ এর মধ্যে ব্রিটিশ বিস্বাবিদ্যালয় গুলিকে পুনর্গঠন করা হয় এবং লর্ড হ্যালডেনের নেতৃত্বে রয়্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কেও পুনর্গঠিত ও সংস্কার করা হয়।

21 ফেব্রুয়ারি 1913-এ, শিক্ষাগত নীতির উপর একটি সরকারী রেজোলিউশন পাস করা হয়েছিল যা ঘোষণা করেছিল যে প্রতিটি প্রদেশের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রমকে উতাহিত করা হবে এবং মফস্বল, শহরে অবস্থিত কলেজগুলিকে যথাসময়ে শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকশিত করা হবে। অবশ্যই কিন্তু সেই প্রস্তাব আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়নি কারণ মনে হয়েছিল যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে এবং 1ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণেও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তদন্ত করা উচিত। যুদ্ধের শেষের দিকে, সরকার ভারত বিষয়টিতে আবার গুরুত্ব দেন।

11.2 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের পটভূমি (১৯১৭-১৯) (Background of Calcutta University Commission (1917-19)

1917 সালে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যা অধ্যয়ন এবং রিপোর্ট করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করে। এটিকে প্রধানত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এবং সম্ভাবনাগুলি অনুসন্ধান করা এবং এটি যে প্রশ্নটি উপস্থাপন করে তার সাথে সম্পর্কিত একটি গঠনমূলক নীতির প্রশ্ন বিবেচনা করা' (to enquire into the condition and prospects of the University of Calcutta and to consider the question of a constructive policy in relation to the question it presents) এবং প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রস্তাব বিবেচনা করা। লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এম.ই. স্যাডলারের (M.E.Sadler) সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন যেমন জে ডব্লিউ গ্রেগরি (J.W. Gregory), পিজে হার্টগ (P.J. Hartog). অধ্যাপক রামসে মুইর (Professor Ramsay Muir), স্যার আশুতোষ মুখার্জি (Sir Asutosh Mukherjee), ডব্লিউ ডব্লিউ হর্নওয়েল (W.W. Hornwell) (বাংলার তৎকালীন ডিপিআই) এবং জিয়াউদ্দিন আহমেদ (Ziauddina Ahmad) একজন আলীগড় কলেজের শিক্ষক)। জি অ্যান্ডারসন (G. Anderson) (ভারতের সহকারী শিক্ষা সচিব) কমিশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। স্যাডলার কমিশন (যেমন বলা হত) 1917 সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একত্রিত হয়। সভাপতির পরামর্শে সদস্যরা ব্যাপকভাবে ভারত সফর করেন, বেশিরভাগ শিক্ষাকেন্দ্র, কলেজ এবং স্কুল পরিদর্শন

করেন এবং সরকারের কাছে একটি স্মারক প্রতিবেদন পেশ করেন 18 মার্চ 19191 অনেকে মনে করেন যে কমিশন স্যার আশুতোষের মুখার্জির মতামত দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

17 মাস পরিশ্রমের পর, কমিশন 1919 সালে তার রিপোর্ট পেশ করে। এটি একটি খুব দীর্ঘ এবং উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্ক না থাকায় কমিশনকে প্রতিবেদন দেওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। প্রতিবেদনটি 13টি অংশ নিয়ে গঠিত এবং ভারতে মাধ্যমিক, কলেজিয়েট এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। 'কমিশনের রিপোর্টটি আন্তঃপ্রাদেশিক গুরুত্বের একটি নথি। যদিও এটি শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত, তবে এটি যে সমস্যাগুলি অধ্যয়ন করেছে তা অন্যান্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে কমবেশি সাধারণ। তাই কমিশনের প্রতিবেদনটি অনেক বেশি ছিল। সমগ্র ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়নের উপর প্রভাব ফেলছে'।

11.3 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ (Recommendations of the Calcutta University Commission)

11.3.1 মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ: (Recommendations regarding Secondary Education)

কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

1882 এবং 1902 সালের কমিশন যথাক্রমে উচ্চশিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে পারেনি কারণ প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে রিপোর্ট করা থেকে বিরত ছিল এবং দ্বিতীয়টি মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাগুলি অধ্যয়ন করা থেকে বিরত ছিল। অন্যদিকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি বহুমুখী শিক্ষার সমস্যাগুলি অধ্যয়ন করেছিল কারণ এটি মনে করেছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এর উন্নতির জন্য একটি অপরিহার্য ভিত্তি তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুনর্গঠন সংক্রান্ত আমূল সুপারিশ করেছে। 'বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার কোন সন্তোষজনক পুনর্গঠন সম্ভব হবে না যতক্ষণ না এবং যতক্ষণ না মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি আমূল পুনর্গঠন যার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নির্ভর করে, কার্যকর করা না হয়' ('No satisfactory reorganization of the university system in Bengal will be possible unless and until a radical reorganization of the secondary education system on which the work of the university depends– is effected')। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটিগুলি পর্যালোচনা করার পর কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে—

- কমিশন বাংলার শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ভূয়সী প্রশংসা করেছে।
- এটি আরও উল্লেখ করেছে যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী আর্থিক অসুবিধার কারণে শিক্ষা গ্রহণ করতে

অক্ষম।

- মাধ্যমিক শিক্ষার মৌলিক ত্রুটি হল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব।
- শিক্ষকদের বেতন খুবই কম এবং দক্ষ শিক্ষক সংগ্রহ করা কঠিন অশালীন বেতনের জন্য।
- অধিকাংশ শিক্ষকই অপ্রশিক্ষিত।
- মাধ্যমিক শিক্ষা প্রায় ব্রেকিং পয়েন্টে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিভাগ।মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রথম অপরিহার্য জিনিস হল প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান। কমিশন এই উদ্দেশ্যে বার্ষিক 40 লক্ষ টাকা মঞ্জুজুর করার সুপারিশ করেছে।
- ডিগ্রী কলেজগুলোর প্রথম দুই বছরের শিক্ষা প্রায় মাধ্যমিক শিক্ষার মতোই। তাই এই দুই বছর সুবিধামত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদ দিয়ে সেকেন্ডারি সিস্টেমে চলে যেতে পারে। সরকার, তাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার মধ্যে বিভাজন করা উচিৎ এবং ম্যাট্রিকুলেশনের চেয়ে বিভাজন লাইন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হওয়া উচিৎ। সরকারের উচিৎ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ নামে নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করুন। এই কলেজগুলি হয় স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হতে পারে বা নির্বাচিত স্কুলগুলির সাথে সংযুক্ত হতে পারে।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভর্তি পরীক্ষা হতে হবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য, ম্যাট্রিকুলেশন নয়।
- সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার হাতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও আন্তঃশিক্ষার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। এটি সরকারের শিক্ষা বিভাগের পরিশিষ্ট হওয়া উচিত নয়। এর সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী হতে হবে। এটি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। এটি কমিউন্যাল (Communal) পুরস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।
- ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পাঠ্যক্রম কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, শিল্প শিক্ষা ইত্যাদি গঠন করা উচিত।
- কমিশন সুপারিশ করেছে যে মাধ্যমিক স্কুল এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি এবং গণিত ছাড়া মাতৃভাষা হওয়া উচিত। ডিগ্রি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালু রাখা উচিৎ।সরকারী, বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

11.3.2 বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রশাসন সংক্রান্ত সুপারিশ: (Recommendations regarding administration of University Education)

কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও সংগঠন সম্পর্কে তাদের সাধারণ মতামত নিম্নরূপ প্রকাশ করেছে:

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিবেচনায় রেখে আরও ক্ষমতা দিতে হবে
- উপর থেকে অপ্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপসারণ করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ পরিচালনাকারী বিধিগুলি কম কঠোর করা উচিত।
- কোর্সের প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা করা উচিত, যেমনটি সক্ষম শিক্ষার্থীর জন্য পাস কোর্স থেকে আলাদা।
- ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ হতে হবে মধ্যবর্তী পর্যায়ের পর তিন বছর।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের জন্য সিনেটের জায়গায় একটি প্রতিনিধি আদালত এবং সিন্ডিকেটের জায়গায় ছোট নির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে।
- প্রফেসরশিপ এবং রিডারশিপের নিয়োগের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা উচিত। কমিটিতে বহিরাগত বিশেষজ্ঞদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- একটি একাডেমিক কাউন্সিল এবং বোর্ড অফ স্টাডিজ গঠন করা হবে অধ্যয়ন, পরীক্ষা, ডিগ্রি এবং গবেষণা কাজের অর্থনীতি সম্পর্কিত একাডেমিক প্রশ্ন নিষ্পত্তি করার জন্য বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি তৈরি করতে হবে।
- একজন পূর্ণকালীন এবং বেতনভোগী ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করা উচিত।
- শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য এবং শারীরিক কল্যাণের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য শারীরিক প্রশিক্ষণের একজন পরিচালককেও নিয়োগ করা উচিত।বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং শিক্ষা বিএ এর বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত (পাস) এবং ইন্টারমিডিয়েট কোর্স।
- এটি বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেছে।
- কোর্ট, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং একাডেমিক কাউন্সিল (Court– Executive Council and Academic Council) পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিন্ডিকেটের যাদের গঠনতন্ত্র এবং কার্যাবলী গত পঞ্চবার্ষিক পর্যালোচনায় (Quinquennial Review) বর্ণনা করা হয়েছ এবং বলা হয়েছে-তিনটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা রয়েছে।

1. একটি বৃহৎ সংস্থা, আদালত নামক যেটিতে নির্বাচনের মাধ্যমে বা মনোনয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে, আদালতের কাজগুলি হল আইন প্রণয়ন করা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা জমা দেওয়া, আর্থিক হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা করা। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশ বাতিল করার ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। এইভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে করা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আদালতের নজরে আনা হয় এবং তাদের দ্বারা আলোচনা করা যেতে পারে, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের বিষয়ে তাদের কাছে কেবল আলোচনার নয়, যাচাই করার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

2. কার্যনির্বাহী পরিষদ, যার কাছে অর্থ ও বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ সংক্রান্ত নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং সমস্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত।

3. একাডেমিক কাউন্সিল, যারা নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী, সাধারণ প্রবিধানের সম্মতিতে এই ধরনের বিষয়ে কোন পরিবর্তন করা যাবে না। একাডেমিক কাউন্সিল প্রায় সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষকতা, শিক্ষা এবং পরীক্ষার স্টুয়ার্ডগুলি নিয়ে গঠিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং এটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে প্রতিনিধিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরক্ষিত করা যায়, এবং একাডেমিক বিষয়ে এবং অধ্যয়নের বিভিন্ন বিভাগের যাদের ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়-দায়িত্ব তাদের দ্বারা চালিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন, আইন, শিক্ষা, কৃষি এবং প্রযুক্তিগত কোর্স ইত্যাদিতে নির্দেশনা প্রদানের জন্য বৈচিত্র্যময় পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারতের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে, কমিশন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সম্পর্কের জন্য সুপারিশ করেছিল, কমিশন দুটি ধরণের কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিল

ক) এই ধরনের অধিভুক্ত কলেজ যা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বাইরে অবস্থিত।

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত এই ধরনের কলেজগুলিকে সমাজের একটি অংশ এবং পার্সেল হিসাবে গণ্য করা হবে,

- বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েন্টাল প্রাচ্য সংস্কৃতির করতে হবে।
- **কম কঠোর নিয়ন্ত্রণ** (Less stringent controls) : বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নমনীয় এবং কম কঠোর হওয়া উচিত। একাডেমিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অতিরিক্ত দাপ্তরিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ পরিচালনাকারী বিধিগুলি কম কঠোর করা উচিত। এতে শিক্ষকদের আরও বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। উপাচার্যকে সম্মানীক অর্থ না দিয়ে বেতনভোগী হতে হবে।
- **শিক্ষক নির্বাচন** (Selection of teachers) : বহিরাগত বিশেষজ্ঞ সহ বাছাই কমিটি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত।

11.3.3 অন্যান্য সুপারিশ: (Other recommendations)

মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ: (Recommendations Relaing Muslim Education)

- এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদ অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত।
- শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ অবস্থা বিবেচনা করে, মুসলিম ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমস্ত যুক্তিসঙ্গত উপায় অবলম্বন করা উচিত।
- হিন্দু এবং মুসলিম মেয়েদের জন্য পর্দা স্কুলগুলি সংগঠিত করা উচিত যাদের বাবা-মা তাদের শিক্ষার বয়স 15 বা 16 বছর পর্যন্ত বাড়াতে ইচ্ছুক।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ: (Recommendations about Education of women)

কমিশন নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে দুটি সুপারিশ করেছে।

- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করা উচিত। এটি মহিলাদের জন্য বিশেষ কোর্সের আয়োজন করা উচিত এবং তাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা শিক্ষার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা উচিত এবং মহিলাদের শিক্ষাগত চাহিদা অনুযায়ী একটি বিশেষ পাঠ্যক্রম প্রদান করা উচিত। নারীদের চিকিৎসা প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

শিক্ষক শিখন সম্বন্ধে সুপারিশ (Recommendation about Training of Teachers)

এ বিষয়ে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে—

- ইন্টারমিডিয়েট এবং বিএ পরীক্ষার জন্য শিক্ষা একটি অধ্যয়নের বিষয় হওয়া উচিত। শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা পূরণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা বিভাগ খোলা হবে।
- কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ গঠন করতে হবে।
- দেরি না করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের আউটপুট করতে হবে।

প্রযুক্তিগত শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ (Recommendations about Technical Education)

কমিশন মনে করেছিল যে শিক্ষা শুধুমাত্র ছেলেদের সরকারি পদের জন্য প্রস্তুত করবে না বরং তাদের প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য উতসাহিত করা উচিত অরতে প্রযুক্তিগত এবং শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে এই সুপারিশ করা হয়েছিল।

কমিশন কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং ছেলেদের এ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন বলে মনে করে। এ বিষয়ে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে:

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ) সফল প্রার্থীদের ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা প্রদান করা উচিত।

পেশাদার এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ: (Recommendations about professional and vocational education)

কমিশন পেশাদারদের বিষয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা,

ক) কমিশন জোর দিয়েছিল যে শিক্ষার পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পেশাদার এবং বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করতে হবে।

খ) ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির কোর্সগুলিকে সংশোধন করা উচিত এবং একটি বৃত্তিমূলক দিককে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড: (Inter-University Board)

বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের জন্য, স্যাডলার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সমন্বয়ের সুপারিশ করেন। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড স্যাডলার কমিশন এর সুপারিশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড হল ভারতের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংগঠন এবং সমিতি। এটি দিল্লিতে অবস্থিত। এটি বিদেশে অনুসৃত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স, পাঠ্যক্রম, মান এবং ক্রেডিট মূল্যায়ন করে এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন কোর্সের সাথে তাদের সমতুল্য তোলে।

আধুনিক ভারতীয় লীগ সম্পর্কিত সুপারিশ (Recommendations Relating to Modern Indian leagues) :

সহানুভূতি সহকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (1917) বলেছিল: 'আমাদের মতামত যে শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছু অস্বাভাবিক আছে একজন যুবক, তার কোর্সের শেষে, সাবলীলভাবে এবং সঠিকভাবে তার নিজের মাতৃভাষা বলতে বা লিখতে অক্ষম। এইভাবে এটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে একটি পদ্ধতিগত দিক যা মাতৃভাষার পাঠে সেকেন্ডারি স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি সম্প্রতি জোর দেওয়া হবে। ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য গৃহীত একটি উদ্যোগ এম.এ (M.A) পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। যার ভিত্তিটি এখনও একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়নি, এবং এই ধরনের কাঠামো সম্পূর্ণ হলেই বাংলার মানুষের মহানতা ও সভ্যতার যোগ্য সাহিত্য থাকবে।' ('We are empathically of opinion that there is something unsound in the system of education which leaves a young man– at the conclusion of his course– unable to speak or write his own mother tounge fluently and correctly. It is thus beyond controversy that a systematic effon must be henceforth be made to promote the serious study of the vernaculars in secondary school– Intermediate colleges and the university. The elaborate scheme recently adopted by the university for the critical– historical and comparative study of the Indian vernaculars for the M.A. examination is but the capping stone of an edifice of which the base has yet to be placed on a sound foundation and it is only when such a structure has been completed that Bengal will have a literature worthy of greatness and civilization of its people.')

11.4 ভারতে স্যাডলার কমিশনের বৈশিষ্ট্য (Features of the Sadler Commission in India)

- প্রতিটি প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা।
- মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ও গণিত ছাড়া সব বিষয় মাতৃভাষায় পড়ানো হবে।

- বিদ্যালয়গুলিকে অতিরিক্ত সরকারি ব্যবস্থাপনা থেকে মুক্ত করা এবং তাদের স্বায়ত্তশাসন সরবরাহ করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সহ আদালত এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতিষ্ঠা।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বোর্ড অফ স্টাডিজ এবং একাডেমিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৃত্তিমূলক কোর্স, কৃষি, আইন, চিকিৎসা, প্রকৌশল এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির দানের চেষ্টা।
- শারীরিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শারীরিক শিক্ষা পরিচালক নিয়োগ।

11.5 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রভাব (১৯১৭-১৯) (Impact of the Calcutta University Commission (1917-19)

11.5.1 ফলাফল/প্রভাব (Result Effects)

বাংলা সরকার কমিশনের সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করে এবং তাদের বিবেচনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে প্রশংসা করে। কমিশনের প্রধান সুপারিশ তাদের ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির বিবেচনার বিষয়টি পাঞ্জাব, ইউপি, সিপি, ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ও রাজপুতানা এবং গৃহীত হয়েছিল। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাটার্ন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে পুনর্নির্মাণ করেছে।

1917 সালের পরে দেশে প্রায় পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাল নেটওয়ার্কের কারণে এমন কিছু সংস্থা থাকা উচিত যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজের সমন্বয় করতে পারে। নতুনদের পূর্বের আধুনিক পদ্ধতি থেকে লাভ করা উচিত। 1925 সালে, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। এরপর থেকে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। একাডেমিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের পাশাপাশি বোর্ড আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সুস্থ যোগাযোগের আয়োজন করে আসছে।

11.5.2 ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপর স্যাডলারের প্রতিবেদনের প্রভাব (Effect of Sadlerós Report on University Education in India)

1914 সালে কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা করা সম্ভব হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগের ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কথা প্রথম গভর্নর-জেনারেল 1917 সালে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে তাঁর বার্ষিক সমাবর্তন ভাষণ দেন। এ হল স্যাডলার কমিশন নিয়োগের ফল।

11.6 সারাংশ (Summary)

- ব্রিটিশরা সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক লোককে শিক্ষিত করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, রক্ষণশীল ভারতীয়দের একটি অংশ নারী শিক্ষার পাশাপাশি ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল কারণ তারা রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, এইচ.এল.ভি (H.LV) এর মতো বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে বিতর্কে জড়িত ছিল ডিরোজিও এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয়দের ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা এড়াতে প্রভাবিত করেছিল কারণ এটি তাদের ব্রিটিশ ব্যবস্থার ভারত-বিরোধী চরিত্র উপলব্ধি করেছিল।
- ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত একটি আন্দোলন এইভাবে শুরু করে যার কারণগুলি বিশেষ নয়, বরং প্রচুর সংখ্যক কারণের ক্রমবর্ধমান ফলাফল।
- ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মতামত এই সময়ে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জাতীয় চেতনা তখন তুঙ্গে। শিক্ষার ময়দানে সাম্রাজ্যবাদী কোনো নকশাকে বরদাশত করার মানসিকতা ছিল না। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল লর্ড কার্জনের অনুসৃত দেশবিরোধী শিক্ষানীতি।
- কিছু আন্তর্জাতিক ঘটনা যেমন বোয়ার যুদ্ধ। তরুণ তুর্কি আন্দোলন, ফরাসি বিপ্লব, বার্মিজ যুদ্ধ, রুশো জাপানি যুদ্ধ, প্রাথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-18) এবং মর্লে-মিন্টো সংস্কারগুলিও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।
- প্রথম পর্যায় (1905-1910): এটি স্বদেশী আন্দোলন বা বয়কট আন্দোলন যা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাথে মিশে যায়। তা বাংলার সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য এর প্রতিধ্বনি ছিল বাংলার বাইরে বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে। এটি রাজনীতিতে চরমপন্থী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত ছিল।
- উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের চরিত্র ছিল উদার। শিক্ষাগত উত্থান রাজনৈতিক উত্থানের ফল। এটা ছিল চরমপন্থার যুগ এবং লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিপিন চন্দ্র পালের মতো চরমপন্থী নেতারা রাজনৈতিক অঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।
- জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল না, চিন্তার স্বচ্ছতা ছিল না। যৌক্তিকতার অনুপস্থিতি ছিল এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রথম পর্বে আবেগ ও মানসিক স্থিতি (Emotion and sentiment) প্রাধান্য ছিল।
- এটি বয়কট আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত ছিল ব্রিটিশ পণ্য বয়কট তথা সরকারী স্কুল ও কলেজ, আইন আদালত ইত্যাদি বয়কট। এটি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে দমনের দিকে পরিচালিত করে। লর্ড কার্জনের ভারত-বিরোধী নীতির কারণে এটি নেতিবাচক দিক ছিল।
- দ্বিতীয় পর্যায় (1911-1922): আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়টি প্রথম পর্যায়ের তুলনায় আরও ব্যাপক এবং ব্যাপক ছিল কারণ এটি শুধুমাত্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি হিন্দ স্বরাজ-খিলাফত এবং গান্ধীজি দ্বারা শুরু করা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়।

- বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, গুজরাট, অন্ধ্র এবং বিহার সহ সমগ্র ভারত কার্যত আন্দোলনের এই পর্যায়ে জড়িত ছিল। দ্বিতীয় পর্বটি প্রথমটির চেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল। এটি প্রথম পর্বের চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ ছিল। দ্বিতীয় পর্বে প্রচুর সংখ্যক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।
- উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলায় সহিংস চৌরি চৌরা ঘটনার পর 1922 সালে গান্ধীজী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটে
- তৃতীয় পর্যায় (1930-1938): জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়টি 1930 সালে গান্ধীজি কর্তৃক চালু করা আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে মিলে যায়।
- তৃতীয় পর্যায়টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতনতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল।
- আবার এই পর্যায়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি 1938 সালে শিক্ষার জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করে। এটি 1935 সালের নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থার অধীনে নয়টি প্রদেশে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে জাতীয় কংগ্রেস এটি শুরু করেছিল।
- এই আন্দোলন পুরোপুরি সফল হয়নি। কারণ আন্দোলন ছিল অসংখ্য। আন্দোলনটি আবেগপূর্ণ ছিল। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি, বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে। এর সরাসরি রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে যুক্ত ছীল। অর্থব্যবস্থা ছিল বড় বাধা। জাতীয় শিক্ষার ধারণা ও ধরণ সম্পর্কে জাতীয় নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল এই আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদি হওয়ার বাধা।
- জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন যা মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার শতাংশ বাড়িয়েছে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে আবারও বিপুল সংখ্যক স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।
- গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ছিলেন আমাদের দেশের মহান জাতীয়তাবাদী নেতাদের একজন, যিনি প্রথম বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। গোখলে 1910 সালে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই রেজুলেশনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান ছিল-

  (i) প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে সেসব এলাকায় যেখানে কমপক্ষে 35 ছেলে, 6 থেকে 10 বছর বয়সী শিক্ষা গ্রহণ করছিল,

  (ii) শিক্ষার ব্যয় রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একসাথে হওয়া উচিত,

  (iii) বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শিক্ষার একটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করা উচিত এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও বাজেট প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য শিক্ষার জন্য একজন সচিব নিয়োগ করা উচিত।
- গোখলে এটি প্রত্যাহার করে নেন যখন সরকার আশ্বাস দেয় যে বিষয়টি সতর্কভাবে বিবেচনা করা হবে।

- সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সেক্রেটারিও নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মূল দাবিটি উপেক্ষিত থেকে যায়।
- যেমন গোখলে প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক করার জন্য 17 মার্চ, 1911 সালে আবার একটি বিল আকারে বিষয়টি উত্থাপন করেন। বিলটি 1912 সালে আলোচনার জন্য একটি নির্বাচন কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং এটি ভোটে রাখা হয়েছিল এবং 38 থেকে 13 ভোটে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
- সরকারের পক্ষ থেকে যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ভারতের জনগণ হিসেবে বাধ্যতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কোনো জনপ্রিয় দাবি ছিল না এবং রাজ্য সরকার এবং ভারতীয় জনগণের শিক্ষিত শ্রেণী বিলটিকে সমর্থন করছে না।
- আমরা ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের উপর গোখলের বিলের প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে বিলটি নীতি পরিবর্তন করতে এবং বেশ কয়েকটি সংস্কার সহ একটি নতুন নীতি ঘোষণা করতে বাধ্য ছিল। এই নীতিটি শিক্ষা সংক্রান্ত 1913 সালের ভারত সরকারের রেজোলিউশন হিসাবে পরিচিত। এটি প্রাথমিক মাধ্যমিক, উচ্চ এবং নারী শিক্ষাকে ত্বরানিত্ব করে।
- 1917 সালে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যা অধ্যয়ন এবং রিপোর্ট করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করে। এর প্রেসিডেন্ট ড. এম.ই. স্যাডলারের (Dr.M.E.Sadler) কাছ থেকে স্যাডলার কমিশন নামেও পরিচিত।
- রিপোর্টটি শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত, তবে এটি যে সমস্যাগুলি অধ্যয়ন করেছে তা অন্যান্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্যার সাথে কমবেশি সাধারণ। তাই কমিশনের রিপোর্ট সামগ্রিকভাবে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে।
- কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

  (ক) কমিশনের মতামত ছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি অপরিহার্য ভিত্তি। তাই এটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের বিষয়ে আমূল সুপারিশ করেছে। এটি মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সাথে আর্টস, বিজ্ঞান, মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারিং, টিচিং-এর নির্দেশনা প্রদান করবে এমন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক কোর্সগুলির মধ্যে বিভাজন রেখা হিসাবে ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলি প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেছে।

  (খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ভার কমানোর জন্য, কমিশন সুপারিশ করেছিল যে ঢাকায় অবিলম্বে একটি একক শিক্ষাদান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত, কলকাতা শহরের শিক্ষার সংস্থানগুলিকে একত্রিত করা উচিত এবং মফস্বলের কলেজগুলিকে বিকশিত করা উচিত। কমিশন সুপারিশ করেছে মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালিত হবে।

  (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আরও ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ

করা হয়েছে। সক্ষম শিক্ষার্থীর জন্য পাস কোর্স থেকে আলাদা অনার্স কোর্সের প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ হতে হবে মধ্যবর্তী পর্যায়ের পর তিন বছর।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে সিনেটের জায়গায় একটি প্রতিনিধি আদালত এবং সিন্ডিকেটের জায়গায় ছোট নির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে। অধ্যাপক ও পাঠক (Professor and Readership) পদে নিয়োগের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিতে বহিরাগত বিশেষজ্ঞদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, গবেষণার কাজ ইত্যাদি নিষ্পত্তির জন্য একটি একাডেমিক কাউন্সিল এবং বোর্ড অফ স্টাডিজ গঠন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করতে হবে এবং শিক্ষাকে বি.এ.-এর স্নাতক স্তরের একটি বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (পাস) এবং ইন্টারমিডিয়েট কোর্স। এটি বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপগুলির সমন্বয়ের জন্য একটি আন্তঃ-মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠার সুপারিশও করেছে।

11.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assesment Questions)

1. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের টাইমলাইন স্কেচ কী হবে?

2. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের কিছু বড় অগ্রগতি বর্ণনা কর। আধুনিক ভারতের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বল যাদের উৎপত্তি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন থেকে পাওয়া যায়?

3. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারণ কি ছিল?

4. ভারতীয় শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব মূল্যায়ন কর।

5. 1910-এ গোখলের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

6. গোখলের 1911 সালের বিলের মূল ধারাগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

7. গোখলের বিল প্রত্যাখ্যান করার পিছনে কারণগুলি একটি সংক্ষিপ্ত নোট লিখ।

8. ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গোখলের বিলের প্রভাব আলোচনা কর।

9. শিক্ষা সংক্রান্ত 1913 সালের ভারত সরকারের রেজোলিউশন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

10. স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো কী ছিল?

11. স্যাডলার কমিশনের প্রধান সুপারিশ কী কী?

12. স্যাডলার কমিশনের অবদান মূল্যায়ন কর।

13. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে তা বল।

14. এই বিবৃতি আলোচনা, কেন ভারতে স্যাডলার কমিশন সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা যায়নি তা আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type Question)

স্যাডলার কমিশন শুরু হয় 1948 সালে 911, খ. 1914, গ. 1917, ঘ. 1920

1. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

ক. হ্যাল্ডেন, খ. স্যাডলার, গ. স্যার আশুতোষ, ডি. জিয়া-উদ্দিন আহমেদ

2. একটি কালানুক্রমিক ক্রমে নিম্নলিখিত কমিশনগুলি সাজাও:

ক হান্টার কমিশন, খ. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, গ সার্জেন্ট রিপোর্ট, (ঘ) স্যাডলার কমিশন (ঙ) হার্টগ কমিটির রিপোর্ট

নীচের কোড থেকে আপনার উত্তর নির্বাচন কর:

(i) a– b– c– d– e, (ii) a– b– d– e– c, (iii) a– d– e– b– c, (iv) b– a– d– e– c

3. কোন কমিশন বা কমিটি ইন্টারমিডিয়েট কোর্স উন্নীত করেছে?

ক. সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট, খ. হার্টগ কমিটির রিপোর্ট, গ. হান্টার কমিশন, (ঘ) স্যাডলার কমিশন

4. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির পরামর্শ দেওয়ার জন্য কোন কমিটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল?

ক. স্যাডলার কমিশন, খ. হার্টগ কমিটি, গ. হান্টার কমিশন, ঘ. সার্জেন্ট কমিটি

11.8 রেফারেন্স (References)

নায়েক, জেপি এবং নূরুল্লাহ, এস. (1985-2009)। এ স্টুডেন্টস হিস্ট্রি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া 1800-1973। দিল্লি: Macmillan Publishers India LTD.

শর্মা, ওপি এবং খান। এন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন। দিল্লি: মডার্ন পাবলিশার্স।

বুক এজেন্সি (পি) লি. পুরকাইত, বি.আর. (2005)। আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার মাইলফলক। কলকাতা নিউ সেন্ট্রাল

ব্যানার্জি, জে.পি. (2007-2008)। ভারতে শিক্ষা। খণ্ড-1। কলকাতা: কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

কারভে ডি.জি. এবং আম্বেকর ডি.ভি. (1966)। গোপাল কৃষ্ণ গোখলের বক্তৃতা এবং লেখা, খণ্ড, 11-ফলিখাইল, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বোম্বে

কারভে ডি.জি. এবং আম্বেকর ডি. (1967), গোপাল কৃষ্ণ গোখলের বক্তৃতা এবং লেখা, খণ্ড।।।।.-শিক্ষামূলক। এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বোম্বাই পাটবর্ধন আরপি এবং আম্বেকর ডি.ভি. (1962)। গোপাল কৃষ্ণ গোখলের বক্তৃতা এবং লেখা, ভলিউম-আই-ইকোনমিক এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বোম্বে। ওয়েব সোর্স

htps- neeraj 2468.files.wordpress.com 2017 10 gopal-krishan-gokhale.pdf S27 04 2022 https- medium.com freebirds-co gokhales-contribution-in-the-field-of-primary- education-of-india-1910-13-1dc90037c7c

c#:~text=গোখলে%20উপস্থাপিত%20a%%20

বিল%20in,%20গভর্ণনর%20

সাধারণ%20%20কাউন্সিল। (27/04/2022 তারিখে দেখা)

Unit–12 : হার্টগ কমিটির রিপোর্ট (১৯২৯) (Hartog Committee Report (1929)

গঠন (Structure)

12.1 হার্টগ কমিটির পটভূমি (Background of the Hartog Committee)

12.2 সুপারিশের আগে হার্টগ কমিটির মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ (Challenges faced by Hartog Committee before recommendations)

12.3 হার্টগ কমিটির সুপারিশ (Recommendations of Hartog Committee)

12.3.1 উচ্চ শিক্ষা সংস্কার (Higher Education Reforms)

12.3.2 প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার (Primary Education Reforms)

12.3.3 মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার (Secondary Education Reforms)

12.4 হার্টগ কমিটির প্রভাব (Impact of Hartog Committee)

12.1 হার্টগ কমিটির পটভূমি (Background of the Hartog Committee)

1919 সালে, ভারতীয় জনগণ ভারত সরকারের আইনটিকে সামাজিক সংস্কারের জন্য তাদের আওয়াজ সন্তুষ্ট করার জন্য অপর্যাপ্ত বলে মনে করেছিল এবং তাই জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করা প্রয়োজন হয়। একইভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মুখোমুখি চাপা সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করাও এর লক্ষ্য ছিল। শিক্ষাগত সংস্কার বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্পে সজ্জিত, সাইমন কমিশন সহায়ক কমিটিতে স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বের জন্য অনুরোধ করে।

স্যার ফিলিপ হার্টগ স্যাডলার কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তারপর 1921 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। তিনি এই কমিশনের অগ্রভাগে থাকায় কমিশনটি হার্টগ কমিটি নামে পরিচিতি লাভ করে। হার্টগের কাজটি হল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অনুমতি এবং 1929 সালের সেপ্টেম্বরে ফলাফল উপস্থাপন করা।

এই কমিটি ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার উন্নয়ন পরীক্ষা করার জন্য গঠিত হয়েছিল। এটি মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার চেয়ে গণশিক্ষার উপর অনেক বেশি জোর দিয়েছে। স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে

শিক্ষার মানের অবনতি ঘটে সারা দেশে শিক্ষার মান। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পরিবর্তনের সুপারিশ করতে এই কমিটি গঠন করা হয়।

12.2 সুপারিশের সামনে হার্টগ কমিটির মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ (Challenges faced by Hartog Committee before recommendations)

হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষায় অসংখ্য ফাঁক ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে এবং সেগুলি হল: ভারতীয়দের অধিকাংশই গ্রামবাসী, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, রক্ষণশীলতা, গ্রামবাসীদের দুর্বল স্বাস্থ্য, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, স্টেরিওটাইপ পদ্ধতি দ্বারা ভারাক্রান্ত এবং অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ, এবং স্কুলে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার অভাব। কমিটি যৌথভাবে প্রশিক্ষিত এবং উচ্চ যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষক সেবার নিরাপত্তা বিধানের সুপারিশ করেছে (জয়াপালন 2005)।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, সবচেয়ে উজ্জ্বল সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছিল: নিম্ন শিক্ষার মান, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, অপচয়, উদ্দেশ্যের পরাজয়, ইংরেজি দক্ষতার নিম্ন মান, অত্যধিক জনসংখ্যা, সুসংগঠিত অনার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামের অভাব এবং যথেষ্ট পরিচালনার অভাব। লাইব্রেরি প্রতিকারের প্রচেষ্টা হিসাবে, কমিটি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি পেশ করেছে প্রশাসনিক পরিষেবার স্নাতকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভাগীয় পরীক্ষাগুলি বাস্তবায়িত করা, সাধারণ ভারতীয়দের কাছে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া, তৃতীয় স্তরের স্নাতকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগের ব্যবস্থা করা, উচ্চ শিক্ষার মান ও বৃদ্ধির ও প্রসার, বিস্তৃত গ্রন্থাগার নির্মাণ এবং অধিভুক্ত, একক আবাসিক ও শিক্ষাদান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (জয়াপালন 2005)।

ভারতীয় জনগণের মধ্যে পেশাগত, শিল্প এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর ভারী চাহিদার কারণে, হার্টগ কমিটি এই ক্ষেত্রগুলির উন্নতির জন্য অগ্রসর হয়েছে (জয়াপালন 2005)

12.3 হার্টগ কমিটির সুপারিশ (Recommendations of Hartog Committee)

12.3.1 উচ্চ শিক্ষা সংস্কার (Higher Education Reforms)

- কমিটি অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির করেছে এবং এটি অধিভুক্ত কলেজগুলির বৃদ্ধির কারণে পরিবেশের অবনতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান পতনের ইঙ্গিত দিয়েছে। (The committee appreciated the increase in the number of affiliated colleges and it indicated the decline in the quality of education in the university due to the deterioration of the environment due to the increase in affiliated colleges.)
- কমিটি কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স চালুর সমালোচনা করেছে এবং উল্লেখ করেছে যে সেগুলি পুরানো।

- অনার্স কোর্সের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা সম্ভব নয়, কারণ এগুলোর জন্য শুধুমাত্র এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যথেষ্ট ছিল না।
- ভারতীয় জনমতও অনুভব করেছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের জনগণের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে দেশের অগ্রগতির জন্য ত্যাগ পরিশ্রমী যুবসমাজের প্রয়োজন অনুভূত হয়।
- ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারেনি। তাই তাদের বিরুদ্ধে জনমনে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে।
- অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র পরীক্ষা পরিচালনা করছিল, যদিও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো লাইব্রেরি ছিল না।
- হার্টগ কমিটির মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ছিল এমন ব্যক্তি তৈরি করা যারা সহনশীল, উদার এবং মহান দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত।
- ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই কাজের জন্য উপযোগী ছিল না।
- তাই কমিটি তাদের সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছে।
- কমিটি উচ্চশিক্ষার ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে কিছু অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে।
- কমিটি স্বীকার করেছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত (affiliated) কলেজগুলিতে শিক্ষার মান শিক্ষকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দরিদ্র হবে, তবে পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র অধিভুক্ত কলেজগুলিই জনগণের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পারে।
- অধিভুক্ত কলেজের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে।
- অনার্স কোর্সটি পাস কোর্সের চেয়ে আরও উন্নত প্রকৃতির হওয়া উচিত এবং এই কোর্সগুলি শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই চালু করা উচিত।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে দিয়ে বেকারত্বের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

12.3.2 প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার (Primary Education Reforms)

এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষার বিশেষ পর্যায় শেষ করার আগেই শিক্ষার্থীরা শীতলতা ত্যাগ করার ফলে অর্থ ও প্রচেষ্টার ব্যাপক অপচয় হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

- বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিবর্তে একত্রীকরণ নীতি গ্রহণ;

- প্রাথমিক কোর্সের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ;
- শিক্ষকদের মান, প্রশিক্ষণ, মর্যাদা, বেতন, চাকরির অবস্থার উন্নতি;পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলি গ্রামের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করা যেখানে শিশুরা বাস করে এবং পড়াশুনা করে।
- মৌসুমী এবং স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার সাথে স্কুলের সময় এবং ছুটির সামঞ্জস্য:
- সরকারি পরিদর্শন কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

12.3.3 মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার (Secondary Education Reforms)

- মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিটি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক বার্থতার কারণে প্রচেষ্টার একটি বড় অপচয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে।
- এটি দায়ী করে যে পূর্ববর্তী পর্যায়ে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে পদোন্নতির শিথিলতা এবং বিপুল সংখ্যক অক্ষম শিক্ষার্থীদের দ্বারা উচ্চ শিক্ষার নিপীড়ন ছিল অপচয়ের প্রধান কারণ।
- তাই এটি মিডল স্কুলে বৈচিত্র্যপূর্ণ কোর্স চালু করার পরামর্শ দিয়েছে যা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর চাহিদা পুরণ করে।
- আরও এটি মধ্যম পর্যায়ের শেষে শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্যারিয়ারে আরও ছেলেদের বিভক্ত করার পরামর্শ দিয়েছে।
- এছাড়াও, কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষন, নারী শিক্ষা, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষা ইত্যাদির উন্নতির জন্য পরামর্শ দিয়েছে।
- কমিটি সেই সময়ের শিক্ষানীতিকে একটি স্থায়ী রূপ দেয় এবং শিক্ষাকে সুসংহত ও স্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- প্রতিবেদনটি সরকারের প্রচেষ্টার মশাল বাহক হিসাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল
- যাইহোক, কমিটির পরামর্শ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি এবং 1930-31 সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে শিক্ষাগত অগ্রগতি বজায় রাখা যায়নি।
- বেশীরভাগ সুপারিশ নিছক ধার্মিক আশা ছিল।

কমিটির প্রধান ফলাফল নিম্নরূপ:

কমিটি প্রাথমিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ছিল তবে এটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্যও সুদুরপ্রসারী সুপারিশ করেছিল।

এটি পরামর্শ দিয়েছে যে গ্রামীণ এলাকার জন্য শিক্ষকদের গ্রামীণ সমাজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা উচিত। এটি আরও পরামর্শ দিয়েছে যে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষকদের জন্য জার্নাল, রিফ্রেশার কোর্স, সম্মেলন এবং শিক্ষক সমিতির মিটিংগুলি শিক্ষকদের জীবনকে উজ্জ্বল করতে এবং তাদের কাজের উন্নতি করতে অনেক কিছু করতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যও কমিটির একই পরামর্শ

ছিল। কমিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ কোর্স চালু করার সুপারিশ করেছিল, যা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। মধ্যম পর্যায়ে এটি ছেলেদের জন্য শিল্প এবং বাণিজ্যিক ক্যারিয়ারের উপর জোর দেয়।

সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির পরামর্শ দেন।

12.2 হার্টগ কমিটির প্রভাব (Impact of Hartog Committee)

- কমিটি শিক্ষার বিভিন্ন দিক তদন্ত করে এবং 1929 সালে কমিশনের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করে। এটি ব্যাপকভাবে তৈরি করে এবং ভারতে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থাপন করে।
- প্রথমত, কমিটি ভারতের শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ করেছে। কমিটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে শিক্ষা ততদিনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।
- মানুষ সাধারণত শিক্ষাকে জাতীয় গুরুত্বের বিষয় হিসেবে দেখে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তির বৃদ্ধি ইঙ্গিত দেয় যে শিক্ষার প্রতি মানুষের উদাসীনতা স্নান হয়ে যাচ্ছিল এবং মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- নারী, মুসলিম এবং নিম্নবিত্তরাও জেগে উঠেছিল এবং সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও কমিটি দেশের সাক্ষরতার হার নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল।
- কমিটি এই ধারণাগুলি মাথায় রেখে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন পেশ করেছে। এটি মূল্যবান ছিল যে এটি ভারতে শিক্ষার স্পন্দন পরিমাপ করার চেষ্টা করেছিল।
- এটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলির জন্য সুপারিশ করেছে।

BLOCK–V

Comtribution and Reports

Unit–13 : Role of Rammohan Roy and Derozio in Bengal Renaissance

Unit–14 : Wood-Abbot Report (1937)

Unit–15 : Sargent Report (1944)

Unit–13 : বাংলার রেনেসাঁয় রামমোহন রায় এবং ডিরোজিওর ভূমিকা
(Role of Rammohan Roy and Derozio in Bengal Renaissance)

গঠন (Structure)

13.1 ভূমিকা (Introduction)

13.1 রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর এবং ডিরোজিওর অবদান (Contributions of Raja Ram Mohan Roy and Derozio)

13.1 রামমোহন রায়ের অবদান (Contributions of Raja Ram Mohan Roy)

13.1.1 সমাজ সংস্কারক হিসাবে (As a Social Reformer)

13.2 শিক্ষায় ডিরোজিওর অবদান (As Contribution of Derozio on Education)

13.2.1 একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে (As a Social Reformer)

13.2.3 শিক্ষায় অবদান (Contribution to education)

13.1 ভূমিকা (Introduction)

এই ইউনিটটি রেনেসাঁ নামে পরিচিত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি বুদ্ধি এই উপমহাদেশে ব্রিটিশদের ভাবনা চিন্তা কে বুঝতে পেরেছিল। বাংলার প্রভাবাধীন বিশ্বাসগুলি বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও ব্রিটিশ শাসনে ইউরোপীয় রীতিতে জ্ঞানের উন্মেষ নবজাগরণ নামে পরিচিত। ইংরেজিতে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান, বিশেষ করে দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের জন্য ইউরোপীয় ভারতীয়দের নতুন বৌদ্ধিক ভাবনা মন ও জীবনকে প্রভাবিত করেছে বলে বলা যেতে পারে।

নবজাগরনের চিন্তাধারার মধ্যে Raja Rammohan Roy (1774-1831), Henry Louis Vivian Derozio 1774-1833), Micle Madhusadan Datta (1824-1873), Debendranath Thakur (1820-1891) প্রমুখ। শিক্ষার সংস্কারের ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় (1774-1833), হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (1809-1831) এর অবদানের বিস্তারিতভাবে এখানে অধ্যয়ন করা হবে।

13.1 রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর এবং ডিরোজিওর অবদান (Contributions of Raja Ram Mohan Roy and Derozio)

13.1 রামমোহন রায়ের অবদান (Contributions of Raja Ram Mohan Roy)

13.1.1 সমাজ সংস্কারক হিসাবে (As a Social Reformer)

রাম মোহন রায় (22 মে 1772 27 সেপ্টেম্বর 1833) ছিলেন একজন ভারতীয় সংস্কারক যিনি 1828 সালে ব্রাহ্মসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের অগ্রদূত, ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন। রাজনীতি, জনপ্রশাসন, শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে তার প্রভাব ছিল স্পষ্ট। তিনি সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহ বাতিলের প্রচেষ্টার জন্য পরিচিত ছিলেন। অনেক ইতিহাসবিদ রায়কে 'বাংলার রেনেসাঁর জনক' ('Father of the Bengal Renaissa') বলে মনে করেন।

2004 সালে, বিবিসির সর্বকালের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে 10 নম্বর স্থানে ছিলেন।

বাংলার সমাজকে নানা রকমের মন্দ রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুন দ্বারা ভারাক্রান্ত করা হয়েছিল, সেখানে জটিল আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং বিকৃত নৈতিক নিয়ম-কানুনগুলিকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করা হয়েছিল এবং প্রাচীন ঐতিহ্যগুলিকে খারাপভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। তিনি প্রথাগত হিন্দু প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত করেছিলেন, বহুবিবাহ, বর্ণের কড়াকড়ি ছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শিশু বিবাহের জন্য একজন বিধবাকে তার দুষ্ট মৃত স্বামীকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য। এই মন্দকে আইনিভাবে নির্মূল করার জন্য তিনি বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছিলেন তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন অন্যান্য আলোকিত বাঙ্গালীদের সাথে মিলে সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, যৌতুক, নারীর প্রতি দুর্ব্যবহার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইতাদি প্রতিষ্ঠা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে (অন্ধকার যুগ নামে পরিচিত), বাঙালি সমাজে ছিল দুটি দুষ্ট আচার-অনুষ্ঠান। ব্যাপক আচার-অনুষ্ঠান এবং কঠোর নৈতিক সহ আরোপ করা হয়েছিল, যেগুলি বেশিরভাগই প্রাচীন ধর্ম থেকে অভিযোজিত এবং ভুলভাবে অনুবাদ করা হয়েছিল বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা ছিল সাধারণ প্রথা যা নারী সমাজের ক্ষতি করেছিল।

এই প্রথার মধ্যে সতীপ্রথা ছিল সবচেয়ে খারাপ। এই আচারে বিধবারা তাদের স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দাফন করত। যদিও ঐতিহ্যটি তার আদিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিকল্প দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত এটি বিশেষত ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ বর্ণের পরিবারগুলির জন্য একটি প্রয়োজনীয় দিক হিসাবে বিকশিত হয়েছিল।

অল্পবয়সী মেয়েদের যৌতুকের বিনিময়ে অনেক বয়স্ক পুরুষের সাথে বিয়ে দেওয়া হত যাতে পুরুষরা তাদের স্ত্রীর সতীদাহ বলির কর্মফল পেতে পারে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলাই এই ধরনের অপরাধের

সম্মুখিন হতে স্বেচ্ছায় হননি এবং বাধ্য হতে হয়েছিল এমনকি মাদকাসক্ত হতে হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায় এই বর্বর প্রথার বিরোধিতা করেন এবং অকপটে এর বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছে তাঁর ধারণা তুলে ধরেন।

'হিন্দু ধর্মকে বিকৃত করে এমন কুসংস্কারের প্রথাগুলির সাথে এর নির্দেশের বিশুদ্ধ আত্মার কোন সম্পর্ক নেই' (The Superstitious Practics which deform the Hindu religion have nothing to do with the pure sprit of its dictates) জ্জগভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক রায়ের অনুভূতির উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং গোঁড়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনেক ক্ষোভ সত্ত্বেও বেঙ্গল সতীদাহ প্রবিধান বা বেঙ্গল কোডের রেগুলেশন ড)জ্জজ্জ, ঙ ঙ্গ. 1829 পাস করা হয়। প্রদেশ, এবং যে কেউ জোর করে সতীদাহ করালে ধরা পড়লে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

রাজা রাম মোহন রায়ের নাম শুধুমাত্র সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটাতে সাহায্য করার জন্যই নয়, বাল্য ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যও তাকে মহৎ ব্যক্তিরূপে স্মরণ করা হয়। সেইসাথে মহিলাদের জন্য সমান উত্তরাধিকার অধিকারের আহ্বান জানানোর জন্য। এছাড়াও তিনি তার প্রজন্মের কঠোর জাতিভেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

এক নজরে রাজা রাম মোহন রায়ের শিক্ষাগত অবদান

1. তিনি ভারতীয়দের ইংরেজিতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অনেক স্কুল চালু করেছিলেন।

2. তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজি ভাষার শিক্ষা প্রথাগত ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে উচ্চতর।

3. তিনি 1817 সালে হিন্দু কলেজ খুঁজে বের করার জন্য ডেভিড হেয়ারের।

প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছিলেন, যখন রায়ের ইংরেজি স্কুলে মেকানিক্স এবং ভলতেয়ারের দর্শন শেখানো হয়েছিল।

4. 1822 সালে, তিনি ইংরেজি শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন

5. 1825 সালে, তিনি বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে ভারতীয় শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সামাজিক ও ভৌত বিজ্ঞান উভয় বিষয়েই কোর্স করানো হয়।

13.2 ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষায় ডিরোজিওর অবদান (As Contribution of Derozio on Education)

13.2.1 একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে (As a Social Reformer)

ইয়ং বেঙ্গল (The Young Bengal)হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও 1809 সালের 14ই এপ্রিল

কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অগ্নিগর্ভ ভারতীয় শিক্ষক ও কবি ছিলেন এবং কলকাতার হিন্দু কলেজের প্রভাষক হিসেবে তিনি ছাত্রদের একটি বৃহৎ দলকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তার ছাত্ররা ডিরোজিয়ান নামে পরিচিত হয়। তিনি ছাত্রদের টমাস পেইনের রাইটস অফ ম্যান এবং অন্যান্য মুক্ত-চিন্তামূলক গ্রন্থগুলি পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন এবং যুক্তিবাদ এবং দেশপ্রেমকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি গোঁড়া হিন্দু রীতিনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে উতাহিত করেছিলেন। 1827 সাল থেকে 1831 সালে হিন্দু শাসিত ব্যবস্থাপনার দ্বারা কলেজ থেকে বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। তাঁর অবদান ছিল:

- তিনি কলেজে তরুণদের একটি গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক মেরুদণ্ড দিয়েছেন (He gave a deep intellectual backbone to the youth in the college.)
- উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বেঙ্গল রেনেসাঁ নামে পরিচিত হওয়া সামাজিক আন্দোলনে তাঁর ধারণাগুলির গভীর প্রভাব ছিল।
- এছাড়াও তিনি নারীর উন্নতি, সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তি এবং বিধবা পুনর্বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে শিক্ষন দেন।
- তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা মুক্ত চিন্তা ও যুক্তিবাদের চেতনা জাগিয়েছিল। এতে কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জি, পেয়ারী চাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ। মতো সদস্যরাও ছিলেন।
- এরা এবং আরও অনেক ডিরোজিয়ান পরবর্তীতে ল্যান্ডহোল্ডারস সোসাইটি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতো পরবর্তী সংগঠনগুলির অগ্রদূতদের পরিচালনা করেছিলেন। এছাড়াও তাদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের সাথে জড়িত ছিলেন।

13.2.3 শিক্ষায় অবদান (Contribution to education)

1826 সালের মে মাসে, 17 বছর বয়সে, তিনি নতুন হিন্দু কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। শিক্ষাদান এবং তার মিথস্ক্রিয়াগুলির জন্য ডিরোজিওর তীব্র উদ্যোগ ছাত্রদের নিয়ে হিন্দু কলেজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তিনি বিতর্কের আয়োজন করতেন যেখানে ডি এবং সামাজিক নিয়মাবলী অবাধে বিতর্ক করা হতো। 1828 সালে তিনি একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সাহিত্য ও বিতর্ক ক্লাব গঠনে ছাত্রদের উদ্‌বুদ্ধ করেন।

এটি এমন একটি সময় ছিল যখন 1828 সালে বাংলার হিন্দু সমাজ বিবেচনাধীন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। রাজা রাম মোহন রায় ব্রাহ্ম সামল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা হিন্দু কে বজায় রেখেছিল কিন্তু মূর্তিপূজা অস্বীকার করেছিল। এর ফলে গোঁড়া হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নাস্তিক চিন্তার কারণে সমাজ পরিবর্তনের ধারনা ইতিমধ্যেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে একজন মহান পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ হিসাবে। অল্প সময়ের মধ্যেই কলেজে একদল বুদ্ধিমান ছেলেরদের তিনি ক্রমাগত উতাহিত করেছেন যে প্রশ্ন করার

জন্য চিন্তা করুন এবং অন্ধভাবে কিছু গ্রহণ করবেন না। তাঁর শিক্ষাগুলি স্বাধীনতা, সাম্য এবং স্বাধীনতার চেতনার বিকাশকারীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা নারী ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সামাজিক কুফল দূর করার এবং প্রেস ফ্রেডান, জুরি দ্বারা বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রচার করার চেষ্টা করেছিল। তাঁর কর্মকাণ্ড বাংলায় বৌদ্ধিক বিপ্লব ঘটায়। একে বলা হত ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট এবং তার ছাত্ররা, যারা ডিরোজিয়ান নামে পরিচিত, তারা ছিল চরম দেশপ্রেমিক।

রক্ষণশীল পিতামাতার প্রতিক্রিয়ার কারণে যারা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তার বিস্তৃত এবং খোলামেলা আলোচনাকে অপছন্দ করতেন, ডিরোজিওকে তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে 1831 সালের এপ্রিল মাসে তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

1838 সালে, তার মৃত্যুর পর, ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা সাধারণ জ্ঞান অর্জনের জন্য সোসাইটি নামে একটি দ্বিতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও প্রচার করা

■ **লেখা (Writing)**

ডিরোজিওকে সাধারণত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হিসেবে বিবেচনা করা হতো, মিশ্র পর্তুগিজ, ভারতীয় এবং ইংরেজ বংশোদ্ভূত, কিন্তু তিনি নিজেকে ভারতীয় হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আধুনিক ভারতের প্রথম 'জাতীয় কবি' হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কবিতার ইতিহাস সাধারণত তাঁকে দিয়েই শুরু হয়। তাঁর কবিতাগুলিকে ভারতে দেশপ্রেমিক কবিতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, বিশেষ করে 'টু ইন্ডিয়া মাই নেটিভ ল্যান্ড অ্যান্ড (To India-My Native Land) দ্য ফাকির অফ জুঙ্গিরা। তাঁর কবিতাগুলি রোমান্টিক কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, বিশেষ করে লর্ড বায়রন এবং রবার্ট সাউথির মতো কবি দ্বারা প্রভাবিত।

■ **প্রকাশনা (Publication)**

কবিতা (1827)

'ভারতের বীণা

'হিন্দুস্তানি মিনিস্ট্রেলের গান

দ্য ফাকির অফ জুঙ্গিরা: একটি ছন্দময় গল্প এবং অন্যান্য কবিতা (1828)

- জোংঘিরার ফকির
- ভারতে আমার জন্মভূমি
- দ্য পোয়েটিক্যাল ওয়ার্কস অফ হিউই লিডস ভিভিয়ান ডেরোডো, এড. বিবিএস (0907)
- হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছে

■ **প্রভাব (Influence)**

আলেকজান্ডার ডাফ এবং অন্যান্য বহুল প্রচারিত খ্রিষ্টান মিশনারিদের দ্বারা একজন বিশেষ ব্যক্তিরূপে দেখা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার রেনেসাঁর অনবদ্য প্রভাব ডিরোজিও ও তাঁর স্নগীদের দ্বারা সামাজিক ধারনাগুলি প্রভাবিত করে। ডাফের অ্যাসেম্বলির আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশে, যৌক্তিক চেতনার গ্রহণযোগ্যতা ডিরোজিও প্রতিষ্ঠা করেন। চেষ্টা করেন যাতে খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন না হয়।

ডিরোজিওকে সাধারণত কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জী এবং লাল বিহারি দে-এর মতো উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য আংশিকভাবে দায়ী বলে মনে করা হয়, তবে সমরেন রায় বলেছেন যে তার ছাত্রদের মধ্যে মাত্র তিনজন হিন্দু খ্রিস্টান হয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তদেরন ধর্মান্তর করনে ডিরোজিও কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে ডিরোজিওর বরখাস্ত শুধুমাত্র রামকমল সেনের খ্রিস্টান ধর্মান্তর করনের জন্য নয়। উইলসন এর মতো খ্রিস্টানদের প্রভাবও ছিল।

তাঁর ছাত্র তারা চাঁদ চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজের নেতা হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনকালে ডিরোজিওর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কলকাতায় জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়েছে।

ডিরোজিওর একটি স্মারক ডাকটিকিট 15 ডিসেম্বর, 2009 তারিখে জারি করা হয়েছিল ডিরোজিওর সাহিত্যের উত্তরাধিকার কলকাতার হিন্দু কলেজে তার ছাত্রদের উপর ডিরোজিওর প্রভাব কিছুই প্রমাণ করে না, এই সত্যটি যে তাকে হিন্দু কলেজের চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল মাত্র তিন বছর পরে। তিনি এর চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তার ছাত্রদের 'হিন্দুধর্ম এবং দেশের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির প্রতি ঘৃণ্য হতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। কিছু রক্ষণশীল বাঙালি ভদ্রলোক ডিরোজিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, কিন্তু এই অভিযোগের অধীনে তার বিচার অবশ্যই বিবেকবান ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের আনন্দিত করেছে। কারণ ডিরোজিও একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিলেন এবং এত আবেগের সাথে প্রচার করেছিলেন যে তিনি তার উদ্দেশ্যের জন্য অসংখ্য ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে জিতেছিলেন। তাঁর ধর্মান্তরিতদের মধ্যে কৃষ্ণ মোলুন ব্যানার্জী, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, রাম গোপাল ঘোষ, গোবিন চন্দর বাইস্যাক, অমৃতা লাল মিত্র এবং ডাকিনারঞ্জুন মুখার্জির মতো আগত যুবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের অনেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা গ্রহণ করেন এবং তাদের পরামর্শদাতার দ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্য রচনা তৈরি করেন। বেশিরভাগ যুবকদের মধ্যে তাদের নিজস্ব নির্বাচিত ক্রিয়াকলাপে অসাধারণ প্রভাব ছিল।

Unit–14 : উড অ্যাবট রিপোর্ট (১৯৩৭) (Wood Abbot Reports (1937)

ভারতে আধুনিক প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা উড অ্যাবট-রিপোর্টে উদ্‌ভূত।'

বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর 1937 সালে জমা দেওয়া 'Abbot এবং Wood রিপোর্টের প্রধান সুপারিশগুলি। এই সুপারিশগুলির মধ্যে কোনটি এখনও প্রাসঙ্গিক এবং বিবেচনার যোগ্য।

পেশাগত ও বৃত্তিগত শিক্ষার উন্নতি (Improvenient in Professional and Vocational Education)

বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টে শিক্ষার ও পেশাগত প্রাধান্য ঘোষিত হয়। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বৃত্তিশিক্ষা ও শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন। বৃত্তিশিক্ষায় উপযুক্ত কর্মী তৈরী হবে, তাদের কর্মে নিয়োগের প্রশ্ন শিল্পের প্রসারের সঙ্গে জড়িত। তাই বৃত্তিশিক্ষাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ শিক্ষার মাধ্যমে সুরুচিসম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিকও সৃষ্টি হবে। সেজন্য ইংলণ্ডের Board of Education প্রাক্তন প্রধান Inspector Mr. A. Abbot, Director of intelligence মিঃ এস. এড উডকে বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রদানের জন্য ভারতে নিমন্ত্রিত করা হয়। 1936 খৃষ্টাব্দে এসে 1937 খৃষ্টাব্দে এঁরা নিজেদের রিপোর্ট দেন।

এঁদের আলোচ্য বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—

প্রথমতঃ- (1) প্রাথমিক (2) মাধ্যমিক (3) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত:- উপস্থিত বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি করা সম্ভব না হলে নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। যদি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তাহলে সেগুলি কিরূপ হবে, শিক্ষায় কোন স্তরে বৃত্তিশিক্ষার সূত্রপাত হবে এবং তার স্তর বিভাগ কেমন হবে।তৃতীয়ত: গ্রামাঞ্চলের উপযোগী শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে। উড এ্যাবট রিপোর্ট দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সাধারণ শিক্ষা ও তার ব্যবস্থাপনা এবং দ্বিতীয় অংশে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশ্নসমূহের আলোচনা করা হয়েছে।

বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কীয় সুপারিশ:

(1) বৃত্তিশিক্ষাকে প্রচলিত করতে হলে সম্মান দিতে হবে।

(2) বৃত্তিশিক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের শিক্ষা নয়, সাধারণ শিক্ষার মত সাংস্কৃতিক মান ও নাগরিক সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

(3) সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষা এক বিদ্যালয়ে হবে না।

(4) বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা যেন দেশের শিল্প পরিণতিকে ছাড়িয়ে না যায়।

(5) সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষায় বিভিন্ন শাখারূপে গণ্য না করে স্তর রূপে গণ্য করতে হবে।

(6) বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির ভিত্তি সাধারণ শিক্ষার বিষয়ের উপর স্থাপিত করতে হবে।

(7) অষ্টম শ্রেণীর মানের সাধারণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে বৃত্তিশিক্ষা আরম্ভ না করা ভাল। এই ছাত্রদের জন্য Junior, আর যারা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করবে তাদের জন্য (enior স্তরের বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করতে হবে।

(8) অষ্টম শেণীর শিক্ষা প্রাপ্তদের বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক আর একাদশ শ্রেণীর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের স্কুলগুলিকে 'উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রূপে গণ্য করা হবে।

(9) কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য অবসরকালীন শিক্ষার এবং কৃষি অঞ্চলের জন্য উচ্চমাধ্যমিক কৃষি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(10) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বৃত্তিসমূহের উচ্চশিক্ষার জন্য বাণিজ্য ও শিল্পেব Technical Commercial Institute îy College থাকবে।

(11) উচ্চমাধ্যমিক স্তরে (enior Commerciale Technical School আর

নিম্নমধ্যমিক স্তরে Junior Technical xyর Trade School থাকবে।

(12) গ্রামাঞ্চলের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য কৃষিশিক্ষার উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকবে।

(13) যাতে ভুল বৃত্তি নির্বাচন করে ছাত্রেরা পরবর্তী জীবনে কষ্ট না পায় সেজন্য বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত উপদেশ ব্যবস্থার ()ocational Guidance)প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করে সর্বভারতীয় ভরে তার প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

উড-এবট কমিটির রিপোর্টে ভারতের বৃত্তিশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বহু প্রয়োজনীয় প্রস্তাব থাকলেও এর অল্প অংশই কাজে পরিণত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কয়েকটি polytechnic বা উচ্চ স্তবের সাধারণ ও বৃত্তি শিক্ষার সম্মিলিত ব্যবস্থা সমন্বিত নূতন প্রকারের কলেজের স্থাপন ভিন্ন এই রিপোর্টের অন্য কোন ফল ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ফলেনি। দিল্লী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় 'দিল্লী পলিটেকনিক স্কুলে পরিণত হয়। এইটিই বৃত্তিমূলক জাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান।

পেশাগত শিক্ষা (Professional Education): 1927 সালে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষক শিক্ষণ, স্থাপত্য, চিকিৎসা, আইন, প্রাচ্য বিদ্যা ও বাণিজ্য এই আটটি চ্ছত্বন্ড্ঙ্গ্ঠ ছিল। বৃত্তিশিক্ষার 18টি কলেজের মধ্যেও অধিকাংশ ছিল আইন, চিকিংসা ও শিক্ষণ শিক্ষার জন্য।

সাধারণ মাধ্যমিক শাখা থেকে অগ্রসর হয়ে ছাত্ররা শিক্ষণ, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি পেশাগত বৃত্তি লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভে

Unit–15 : সার্জেন্ট রিপোর্ট (১৯৪৪) (Sargent Report (1944)

গঠন (Structure)

15.1 সার্জেন্ট রিপোর্টের পটভূমি (Backgroud of Sargent Report)

15.2 স্কুল শিক্ষা বিষয়ে স্যার জন সার্জেন্টের প্রস্তাব (Proposal Sir John Sargentós on school Education)

15.2.1 প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (Pre-primary Education)

15.2.2 প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)

15.2.3 মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

15.2.4 স্বাস্থ্য শিক্ষা (Health Education)

15.2.5 বিশেষ শিক্ষা (Special Education)

15.3 উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে স্যার জন সার্জেন্টের প্রস্তাব (Proposal of Sir John Sargent's on higher education)

15.3.1 বিদ্যমান সিস্টেমের ত্রুটি (Errors in existing systems)

15.3.2 বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ (Recommendations regarding University Education)

15.3.4 প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা (Adult Education)

15.4 শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ (The Recruitment and Training of Teachers)

15.5 সার্জেন্ট রিপোর্টের সমালোচনা (Criticism of Sergeantós Report)

15.6 সার্জেন্ট রিপোর্টের ত্রুটি (Defect of the Sergeant Reports)

15.7 সারাংশ (Summary)

15.8 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment)

15.1 সার্জেন্ট রিপোর্টের পটভূমি (Backgroud of Sargent Report)

ভারতে শিক্ষাগত পরিকল্পনার কাজ ইতিমধ্যেই 1938 সালে শুরু হয়েছিল যখন জাতীয় স্তরে শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যাইহোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাজটিকে

বাধাগ্রস্ত করে। সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজরি বোর্ড অফ এডুকেশন 1938 সালে কাজ শুরু করে কিন্তু বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ 1943-44 সালে করা হয়। এটি ছিল সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজরি বোর্ড অফ এডুকেশন কর্তৃক প্রণীত প্রথম ব্যাপক শিক্ষামূলক পরিকল্পনা। ভারতে শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা জন সার্জেন্টের নামানুসারে এটি সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে জনপ্রিয়। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এই পরিকল্পনা যা 22 জন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

তারা 1944 সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয় তাঁরা প্রতিবেদনটি গ্রহণ করে এবং এর বাস্তবায়নে সম্মত হয়। এই প্রতিবেদনটি ছিল ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রথম প্রচেষ্টা।

প্রতিবেদনে ধারণা করা হয়েছিল যে ভারত 40 বছরের কম সময়ের মধ্যে 1939 সালের ইংল্যান্ডের শিক্ষাগত মান অর্জন করবে। এই স্মারকলিপির শিরোনাম ছিল, 'ভারতে যুদ্ধোত্তর শিক্ষাগত উন্নয়ন (Post war educational development of India)।' এই রিপোর্টটি সার্জেন্ট স্কিম বা সার্জেন্ট রিপোর্ট এবং যুদ্ধোত্তর শিক্ষাগত উন্নয়ন প্রকল্প নামেও পরিচিত।

15.2 স্কুল শিক্ষা বিষয়ে স্যার জন সার্জেন্টের প্রস্তাব (Proposal Sir John Sargentós on school Education)

15.2.1 প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (Pre-primary Education)

প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে যে 3-6 বছর বয়সী শিশুদের জন্য নার্সারি স্কুল চালু করা উচিত। এসব বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে শিক্ষা দিতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় এই স্কুলগুলিকে জুনিয়র বেসিক স্কুলের সাথে সংযুক্ত করা উচিত যেখানে শহরাঞ্চলে এই স্কুলগুলির আলাদা অস্তিত্ব থাকা উচিত। এসব বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এই স্কুলগুলির প্রধান লক্ষ্য হল সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং আচরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

15.2.2 প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)

স্যার জন সার্জেন্ট 6-14 বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করেছিলেন। তিনি আরও সুপারিশ করেন যে প্রাথমিক শিক্ষা কিছু নৈপুণ্যের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। প্রাথমিক বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছিল, 6-11 বছরের শিশুদের জন্য জুনিয়র প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং 11-14 বছর বয়সী শিশুদের জন্য সিনিয়র প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতিবেদনে জুনিয়র বেসিক লেভেলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে কোনো স্থান দেওয়া হয়নি। স্কিমটি সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম করার সিদ্ধান্ত নিজ নিজ প্রাদেশিক সরকারের উপর ছেড়ে দেয়। জুনিয়র বেসিক এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলে শিক্ষক ছাত্রদের অনুপাত যথাক্রমে 1:30

এবং 1:25 হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমবায় জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ। বাহ্যিক পরীক্ষার চেয়ে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোর্স শেষ করে সার্টিফিকেট দিতে হবে।

15.2.3 মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

স্কিমটি সুপারিশ করেছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা 11-17 বছর বয়সী শিশুদের জন্য হওয়া উচিত। ছাত্রদের 14 বছর বয়স পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে হবে এবং 14 বছর বয়সের আগে তাদের স্কুল ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এই পর্যায়ে ফি নেওয়া উচিত এবং মাত্র 50 শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্যার জন সার্জেন্ট সুপারিশ করেছিলেন যে মাতৃভাষা মাধ্যম হওয়া উচিত মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদান এবং ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো উচিত। সুপারিশ করা হয়েছিল মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছাত্র তৈরি করা যাতে স্বনির্ভর হওয়া যায়।

প্রকার (Types)

প্রস্তাবিত উচ্চ বিদ্যালয় দুটি প্রধান ধরন হবে একাডেমিক এবং কারিগরি। একাডেমিক হাই স্কুল কলা এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে শিক্ষা প্রদান করবে; যখন টেকনিক্যাল হাই স্কুল ফলিত বিজ্ঞান এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। উভয় প্রকারের মধ্যেই জুনিয়র পর্যায়ের কোর্স অনেকটাই একই হবে এবং 'মানবিকতার সর্বত্র একটি সাধারণ মূল্য (Core Humanities) থাকবে।

শিল্প এবং সঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করা উচিত এবং সমস্ত মেয়েকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে একটি কোর্স করা উচিত। পাঠ্যক্রমটি ফ্লেক্সিব্ডাল হওয়া উচিত যার ফলে এক প্রকার থেকে অন্য টাইপ যতটা সম্ভব সহজ করা উচিত। গ্রামীণ অঞ্চলে পাঠ্যসূচিতে কৃষির গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

উভয় প্রকারের সাধারণ বিষয়: (Subjects Common to both the types)

(i) মাতৃভাষা,

(ii) ইংরেজি,

(iii) আধুনিক ভাষা,

(iv) ইতিহাস (ভারত ও বিশ্ব),

(v) ভূগোল (ভারত ও বিশ্ব),

(vi) অংক,

(vii) বিজ্ঞান,

(viii) অর্থনীতি,

(ix) কৃষি,

(x) কলা

(xi) সঙ্গীত,

(xii) শারীরিক প্রশিক্ষণ,

একাডেমিক হাই স্কুলে শাস্ত্রীয় ভাষা এবং নাগরিক বিজ্ঞান সাধারণ তালিকায় যোগ করা হয়েছে। কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আরও নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

বুক-কিপিং, শর্টহ্যান্ড, টাইপরাইটিং এবং অ্যাকাউন্টেন্সিও প্রযুক্তিগত বিষয় যেমন কাঠ এবং ধাতুর কাজ এবং সাধারণ তালিকার মতো বাণিজ্যিক বিষয়গুলিতে যুক্ত করা হবে।

15.2.4 স্বাস্থ্য শিক্ষা (Health Education)

বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্য দেখভালের জন্য স্বাস্থ্য-কমিটি গঠন করা যেতে পারে। স্কুলে আপ, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মেডিকেল চেক আপ করা উচিত এবং কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে যথাযথ ফলো-আপ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। স্কুল ক্লিনিকগুলিতে ছোটখাটো চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে। শারীরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

15.2.5 বিশেষ শিক্ষা (Special Education)

শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্বের দলটির মধ্যে রয়েছে অন্ধ, বধির, পঙ্গু এবং বাকশক্তির ত্রুটি, এবং পরবর্তী দলটির মধ্যে রয়েছে দুর্বল-বুদ্ধিসম্পন্ন, নিষ্পাপ, নিস্তেজ এবং পশ্চাৎপদ শিশুরা।

15.3 উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে স্যার জন সার্জেন্টের প্রস্তাব (Proposal of Sir John Sargentós on higher education)

15.3.1 বিদ্যমান সিস্টেমের ত্রুটি (Errors in existing systems)

সার্জেন্ট রিপোর্ট ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তৎকালীন বিষয়ে কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হল তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সাথে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করতে তাদের ব্যর্থতা। কর্মসংস্থান বাজারের সামর্থ্যের সাথে আউটপুটকে শুষে নেওয়ার জন্য তাদের পক্ষ থেকে কোন পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা নেই।

পরীক্ষার সাথে (অত্যধিক) গুরুত্ব অনেক বেশি। পরীক্ষাগুলি বই শেখার এবং সংকীর্ণ বিষয়গত দিকের উপর একটি গুরুত্ব দেয়। তারা মৌলিক চিন্তাদানের উপর গুরুত্ব দেননি।

উপযুক্ত নির্বাচন (ভর্তি করার জন্য) যন্ত্রপাতির অভাবে বিপুল সংখ্যক অক্ষম শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রবেশ করে, অন্যদিকে অনেক দরিদ্র কিন্তু সত্যিকারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা দারিদ্র্যের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাধা হয়। উচ্চশিক্ষার ফলাফল হয়ে ওঠে বিপর্যয়কর।

সম্ভবত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে আর কোথাও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মতো পরীক্ষায় অকৃতকার্যের অনুপাত এত বেশি নেই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে না।

15.3.2 বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ (Recommendations regarding University Education)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। ভর্তির শর্তগুলি অবশ্যই সংশোধন করতে হবে এবং হাইস্কুল পদ্ধতির প্রস্তাবিত পুনর্গঠন করতে হবে যাতে শুধুমাত্র সক্ষম শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সের সম্পূর্ণ সুবিধা নিতে পারে।

এই সহজতর প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের মাত্র 10/15 শতাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কোর্স বাতিল করতে হবে।

ইন্টারমিডিয়েট কোর্সর প্রথম বছর হাই স্কুলে এবং দ্বিতীয় বছর ইউনিভার্সিটিতে স্থানান্তর করা উচিত

একটি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য তিন বছর হওয়া উচিত।

শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্য টিউটোরিয়াল সিস্টেমটি ব্যাপকভাবে প্রসারিত করা উচিত। স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন এবং বিশুদ্ধ ও ফলিত গবেষণায় একটি উচ্চ মান প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া উচিত।

পারিশ্রমিক সহ পরিষেবার অবস্থার উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পুরুষ এবং মহিলাদের আকৃষ্ট করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষকদের।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে সমন্বয়ের জন্য ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান কমিটির মতো একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গঠন করা উচিত।

15.3.3 কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Technical and ocational Education)

সার্জেন্ট রিপোর্ট ভারতীয় শিল্প ও শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীদের চারটি বিভাগে বিভক্ত করেছে:

(i) ভবিষ্যতের প্রধান নির্বাহী এবং গবেষণা কর্মী: তারা একটি টেকনিক্যাল হাই স্কুলে তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেবে এবং তারপরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি বিভাগে বা একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে একটি ফুল-টাইম কোর্সে পাস করবে। এই উচ্চতর কোর্সে ভর্তি হওয়া উচিত নির্বাচনের একটি অত্যন্ত

কঠোর প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভিত্তিতে এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবে না।

(ii) মাইনর এক্সিকিউটিভ, ফোরম্যান, চার্জ-হ্যান্ডস ইত্যাদি। এই প্রয়োজন মেটানো টেকনিক্যাল হাই স্কুলের প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু টেকনিক্যাল হাই স্কুলের ছাত্রকে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সে ফুল-টাইম বা পার্ট-টাইম ভিত্তিতে তার কারিগরি শিক্ষা চালিয়ে যেতে হবে।

(iii) দক্ষ কারিগর: এগুলিকে টেকনিক্যাল হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী বা সিনিয়র বেসিক স্কুল বা জুনিয়র টেকনিক্যাল ট্রেড বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল থেকে নিয়োগ করা যেতে পারে।

(iv) অ-দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রম: তাদের বেশিরভাগই সরাসরি সিনিয়র বেসিক স্কুল থেকে নিয়োগ করা হবে যেখানে তারা কিছু নৈপুণ্যের কাজ করবে। এই ব্যক্তিদের তাদের সাধারণ শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের দক্ষতার উন্নতির জন্য উভয় সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত, যাতে দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে পারে।

পার্টটাইম ডে ক্লাস (বা স্যান্ডউইচ সিস্টেম) কারিগরি শিক্ষার জন্য যেকোনো আধুনিক স্কিমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর গঠন করে। কারখানার শিল্প বা বাণিজ্যিক উদ্বেগের বেতনভুক্ত শ্রমিকদের এই শ্রেণিতে তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত।

15.3.4 প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা (Adult Education)

সার্জেন্ট রিপোর্ট অনুসারে বয়স্ক শিক্ষার ভূমিকা হল একটি রাষ্ট্রের সকলকে একটি কার্যকর এবং দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার সমস্যাটি বয়স্ক সাক্ষরতাকে বোঝায়।

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার স্বাভাবিক বয়সসীমা 10 প্লাস থেকে 40 হতে হবে। পৃথক ক্লাস সংগঠিত হওয়া উচিত; বিশেষত দিনের বেলায়, দশ থেকে ষোল বছরের ছেলেদের জন্য। অল্পবয়সী মেয়েদের জন্য আলাদা ক্লাস করাও ভালো হবে।

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং কার্যকর করার জন্য, দৃশ্যমান এবং যান্ত্রিক উপকরণ যেমন ছবি, জাদু-লণ্ঠন, সিনেমা, গ্রামোফোন, রেডিও, লোকনৃত্য এবং সঙ্গীত ইত্যাদির পূর্ণ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

15.4 শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ (The Recruitment and Training of Teachers)

সার্জেন্ট রিপোর্ট অনুমান করে যে জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে প্রতি 10 জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে প্রতি 25 জন ছাত্রের জন্য এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে প্রতি 20 জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। হাই স্কুল কোর্স সম্পন্ন করা একজন শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা হতে হবে জুনিয়র বেসিক স্কুলে দুই বছরের প্রশিক্ষণ এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলে তিন বছরের প্রশিক্ষণ।

উচ্চ বিদ্যালয়ের নন-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের দুই বছরের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং স্নাতকরা এক বছরের প্রশিক্ষণ পাবেন। প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের আপ টু ডেট রাখার জন্য নিয়মিত বিরতিতে রিফ্রেশ কোর্স (Refresher Course) প্রদান করা উচিত।

শিক্ষকতা পেশায় সঠিক ধরনের ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করার জন্য, সার্জেন্ট রিপোর্টে সমত গ্রেডের শিক্ষকদের দেওয়া বেতনের স্কেলগুলি সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে- বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের যারা বর্তমানে খুব কম বেতন পান।

15.5 সার্জেন্ট রিপোর্টের সমালোচনা (Criticism of Sergeant's Report)

এটি জাতীয় শিক্ষার প্রথম ব্যাপক এবং সমস্ত আলিঙ্গনকারী প্রকল্প এটি পন্ডের পরে সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বিশদ শিক্ষামূলক নথি ডেসপে 1854 এর রিপোর্টটি সংকীর্ণভাবে কল্পনা করা হয়নি; এটি বরং বিস্তৃত এবং দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি জাতীয় শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি এক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। 'আমরা এতে পেয়েছি শ্রী অনাধনাথ বসুর ভাষায়, প্রথম প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা'। ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা শ্রী কে.জি. সাইয়িদিনের আমায়, 'এটি জাতীয় শিক্ষার প্রথম ব্যাপক পরিকল্পনা'।

দ্বিতীয়ত, এটি শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগের সমতা প্রদানের ইংজ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

তৃতীয়ত, এটি শিক্ষকতা পেশার গুরুত্বের উপর স্পষ্ট ভাষায় জোর দেয় এবং এর শোচনীয় মানের বেতন এবং পরিষেবার দরিদ্র অবস্থা বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়। এটি বেতনের একটি ন্যূনতম জাতীয় স্কেল নির্ধারণ করে যা অনেক প্রদেশে গৃহীত হয়েছে এবং কার্যকর করা হয়েছে।

15.6 সার্জেন্ট রিপোর্টের ত্রুটি (Defect of the Sergeant Reports)

সার্জেন্ট রিপোর্ট দেশের সামনে একটি অত্যন্ত নমনীয় আদর্শ স্থাপন করেছে। প্রতিবেদনে ভারতে একটি শিক্ষাগত উন্নয়নের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে যা বাস্তবায়ন করতে 40 বছর লাগবে। এই সময়সীমা কোনো প্রবল শিক্ষাবিদকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ভারতে শিক্ষাগত উন্নয়নের একটি গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা 15 বছরের বেশি নয়, অনেক কম সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সার্জেন্ট রিপোর্টে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সীমা 40 বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ধরনের নির্ধারণের প্রধান কারণ ছিল স্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক পাওয়া অসম্ভব। রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছিল যে এই প্রকল্পের অধীনে কাউকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা উচিত নয় যতক্ষণ না তিনি নির্ধারিত ন্যূনতম সাধারণ এবং পেশাদার শিক্ষা না পান।। এটি একটি আদর্শবাদী ধারণা ছিল। ভারতে শিক্ষাগত উন্নয়নের একটি কর্মসূচি দেশের অবিলম্বে উপলব্ধ শিক্ষক কর্মীদের সাথে শুরু করা

উচিত এবং এটি বাস্তবে করা হয়েছিল। অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ অবিলম্বে শুরু করা উচিত এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষন কর্মীদের নিয়োগ করা উচিত।

একটি আট বছরের সার্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচীটি খুব উচ্চাভিলাষী ছিল একটি লক্ষ্য যা প্রথম লক্ষ্যে লক্ষ্য করা যায় না, প্রাথমিক শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের কল্পনা করা যেতে পারে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অর্জন করা যেতে পারে।

এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে স্কিমটি কেবলমাত্র পৌঁছানোর আদর্শ বর্ণনা করেছে এবং উন্নয়নের একটি বিশদ কর্মসূচি ছিল না। উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় সহ এই ধরনের একটি প্রোগ্রাম একেবারে প্রয়োজন ছিল। শিক্ষাগত পরিকল্পনায় আদর্শের একটি নিছক বিবৃতি যদিও তুলনামূলকভাবে সহজ বিষয়।

এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে রিপোর্ট দ্বারা উল্লিখিত একমাত্র আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা হল ইংল্যান্ডের শিক্ষন ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংল্যান্ড ভারতের কাছে খুব একটা মডেল হিসেবে কাজ করতে পারেনি, কারণ দুই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চীন বা জাপান বা মিশর বা তুরষ্ক বা জার্মানি বা ডেনমার্ক বা সোভিয়েত রাশিয়ার মতো পশ্চিমা দেশগুলি সত্যিই ভারতের কাছে একটি মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনী ভর্তির প্রভাব অগণতান্ত্রিক।

প্রতিবেদনের অগণতান্ত্রিক প্রভাব অত্যন্ত সমালোচিত হয়েছিল। স্কিমটি কার্যকর করার খরচ প্রায় রুপি বার্ষিক 313 কোটি টাকা। 40 বছরের সময়সীমার মধ্যে 1,000 কোটি টাকা বার্ষিক হতে পারে। ভারতের মতো একটি দরিদ্র দেশ এই বিশাল ব্যয় বহন করতে পারে কিনা সন্দেহ ছিল। সুতরাং, এটা ছিল যে, আর্থিক ভিত্তিতে, স্কিম ছিল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাল্পনিক। প্রতিবেদনের ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটি একটি বড় যুগ সৃষ্টিকারী পরিকল্পনা।

15.6 সারাংশ (Summary)

বেঙ্গল রেনেসাঁ বাঙালিদের একটি আন্দোলন যা শিল্প সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, বুদ্ধি এবং সমাজের (সম্পূর্ণ) ক্ষেত্রে সামাজিক জাগরণ দ্বারা চিহ্নিত।

আন্দোলনটি উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরিচালিত হয়েছিল, যা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময়। বাংলা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি যেখানে ব্যাপকভাবে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।

'রেনেসাঁ' মানে 'পুনর্জন্ম'। এই সময়কালে (14 তম থেকে 16 শতাব্দী) ইউরোপে শিল্প, স্থাপত্য এবং সাহিত্যে ধরুপদী নিদর্শনের পুনর্জন্ম দেখেছিল।

একে কখনও কখনও 'প্রাথমিক আধুনিক সময়কাল বলা হয়।

ঐতিহাসিকরা 1757 সালের পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয় এবং সেইসাথে রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কারকমূলক কাজ এই আন্দোলনের সূচনা খুঁজে পেয়েছেন।

বেঙ্গল রেনেসাঁর নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং পদার্থবিদ সত্যেন্দ্র নাথ বসুর মতো উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এবং কাজী নজরুল ইসলাম, রোকেয়া সাখাওয়াত হুসেন এবং সাকে ডিন মহম্মদের মতো মুসলিম অনেক মুসলিম।

এটি বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বড় অগ্রগতি দেখেছে যা সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, শিক্ষন এবং এমনকি নতুন ধর্মের ভিত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

- বেঙ্গল রেনেসাঁর গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলি ছিল:

ক) যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ লড়াই

খ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃতি

গ) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধারণার প্রসার

ঘ) তীব্র এবং বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান

ঙ) জাতীয়তাবাদী ধারণার বৃদ্ধি

চ) জাতীয়তাবাদে ঝাঁপিয়ে পড়া দেশের বিদেশী পরাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে

উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও, ভারতীয়রা ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত একটি আন্দোলন শুরু করেছিল যা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সমান্তরালভাবে ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যারা এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তারাই এই আন্দোলনের পথিকৃৎ। বঙ্গীয় রেনেসাঁ আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।1929 সালে, হার্টগ কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিটি ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার প্রবৃদ্ধি জরিপ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। এটি 'মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার চেয়ে গণশিক্ষার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ নিবেদিত করেছে'।

কমিটি দেশে সাক্ষরতার স্বল্প প্রবৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট ছিল না এবং প্রাথমিক স্তরে 'বর্জ্য' এবং 'স্থবিরতার সমস্যা তুলে ধরে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে শিক্ষার বিশেষ পর্যায় শেষ করার আগেই ছাত্ররা তাদের স্কুল ছেড়ে যাওয়ার কারণে অর্থ ও প্রচেষ্টার ব্যাপক অপচয় হয়।

এর উপসংহারটি ছিল যে '1922-23 সালে প্রথম শ্রেণীতে থাকা প্রতি 100 জন ছাত্রের (ছেলে এবং মেয়ে) মধ্যে, 14 জনই 1925-26 সালে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছিল। এর ফলে নিরক্ষরতা আবার ফিরে আসে।

সুতরাং, এটি এর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছে বিদ্যালয়ের গুণের পরিবর্তে একত্রীকরণ নীতি গ্রহণ, প্রাথমিক কোর্সের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ:

শিক্ষকদের মান, প্রশিক্ষণ, মর্যাদা, বেতন, চাকরির অবস্থার উন্নতি;

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার পদ্ধতিগুলি গ্রামের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করা যেখানে শিশুরা বাস করে এবং পড়ে;

বিদ্যালয়ের সময় এবং ছুটির সময় ও স্থানীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য করা;

সরকারি পরিদর্শন কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিটি ম্যাট্রিকুলেশনে বিপুল সংখ্যক ব্যর্থতার কারণে প্রচেষ্টার একটি বড় অপচয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে এটি দায়ী করেছে যে পূর্ববর্তী পরীক্ষার পর্যায়ে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে পদোন্নতির শিথিলতা এবং অক্ষম শিক্ষার্থীদের দ্বারা উচ্চ শিক্ষার নিপীড়ন। প্রচুর পরিমাণে অপচয়ের প্রধান কারণ ছিল।তাই এটি মিডল স্কুলে বৈচিত্র্যপূর্ণ কোর্স চালু করার পরামর্শ দিয়েছে যা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর চাহিদা পুরণ করে। আরও এটি মধ্যম পর্যায়ের শেষে শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্যারিয়ারে আরও ছেলেদের বিমুখ করার পরামর্শ দিয়েছে'।

এছাড়াও, কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নারী শিক্ষা, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষা ইত্যাদির উন্নতির জন্য পরামর্শ দিয়েছে।

কমিটি সেই সময়ের শিক্ষানীতিকে একটি স্থায়ী রূপ দেয় এবং শিক্ষাকে সুসংহত ও স্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। প্রতিবেদনটি সরকারী প্রচেষ্টার মশাল বাহক হিসাবে ছিল।

এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে সম্প্রসারণের একটি নীতি অকার্যকর এবং অপব্যয় প্রমাণিত হয়েছিল এবং শুধুমাত্র একত্রীকরণের নীতি ভারতীয় অবস্থার জন্য উপযুক্ত ছিল তবে কমিটির পরামর্শগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়নি এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষাগত অগ্রগতি বজায় রাখা যায়নি। 1930-31 সালের অর্থনৈতিক মন্দা। অধিকাংশ সুপারিশ নিছক ধার্মিক আশা ছিল।

সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজরি বোর্ড অফ এডুকেশন 1944 সালে সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শিক্ষাগত উন্নয়নের উপর একটি বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরি করে।

এটি ও থেকে 6 বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সহ শিক্ষার একটি ব্যবস্থাকে কল্পনা করেছে ওয়ার্থা স্কিমে প্রস্তাবিত 6-11 (জুনিয়র বেসিক) এবং 11-14 (সিনিয়র বেসিক) বয়সের সমস্ত শিশুদের জন্য সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক প্রাথমিক শিক্ষা, সিনিয়র বেসিক বা মিডে স্কুল বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর স্কুল ক্যারিয়ারের চূড়ান্ত পর্যায়ে

প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে যে মিডল স্কুল পর্যায়ে, বিভিন্ন কোর্সের জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। এই কোর্সগুলি শিক্ষার্থীদের শিল্প ও বাণিজ্যিক পেশার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করার জন্য ডিজাইন করা উচিত।

এটি সুপারিশ করা হয়েছিল যে হাই স্কুল কোর্সটি 6 বছর কভার করা উচিত। ভর্তির স্বাভাবিক বয়স 11 বছর হতে হবে। উচ্চ বিদ্যালয় দুটি প্রকার হবে-(a) একাডেমিক, এবং Sto প্রযুক্তিগত। নির্বাচিত

শিক্ষার্থীদের জন্য ডিগ্রি কোর্স তিন বছরের হতে হবে। শুধুমাত্র যোগ্য মেধাবী শিক্ষার্থীরাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে।

সকল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবস্থার করতে হবে। প্রায় 20 বছরের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরতার পরিসমাপ্তি শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য পূর্ণ ব্যবস্থা, শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জনা ব্যবস্থা, কথাতামুলক শারীরিক শিক্ষার সংস্থান, সামাজিক কার্যকলাপের জন্য বাবস্থা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যে এর জন্য সার্জেন্টস্ট কমিটি সুপারিশ করে।

সার্জেন্ট রিপোর্ট-1944 ছিল প্রথম যা শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা যা গ্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, পাশাপাশি, কারিগরি, বৃত্তিমুলক এবং পেশাদার শিক্ষাকে উন্নিত করনের চেষ্টা করে।

15.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment)

রেনেসাঁর ধারণা কী বোঝেন?

- বাংলার রেনেসাঁর পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- বেঙ্গল রেনেসাঁ আপোলনের সাথে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম গণনা কর।
- বাংলার রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রধান অর্জনগুলির উপর একটি সংক্ষিপ্ত মোট লিখ।
- জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ
- জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কর।
- কেন হার্টগ কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
- প্রাথমিক শিক্ষার হার্টগ কমিটির সুপারিশ কি?
- উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ কি ছিল?
- উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে সার্জেন্ট রিপোর্টের মতামত কী ছিল?
- প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সার্জেন্ট রিপোর্টের যেকোনো দুটি সুপারিশ উল্লেখ কর।
- উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত সার্জেন্ট রিপোর্টের যেকোনো চারটি সুপারিশ উল্লেখ কর
- সার্জেন্ট রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো কী ছিল?
- সার্জেন্ট রিপোর্টে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কী কী?

উদ্দেশ্য টাইপ প্রশ্ন: (Objectives type question)

- সার্জেন্ট রিপোর্ট শুরু হয়েছিল— ক 1940, খ. 1942, . 1944, . 1944
- সার্জেন্ট রিপোর্টের শিরোনাম হল— ক. বোঝা ছাড়া শেখা, খ. ভারতে যুদ্ধোত্তর শিক্ষাগত উন্নয়ন

গ. শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, ঘ. প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনকরণ

● নিম্নলিখিত তালিকা। এর সাথে তালিকা ii-এর সাথে সঠিক ক্রমে মেলাও:

তালিকা I। তালিকা-II

(1) সার্জেন্ট রিপোর্ট (ক) 1902

(11) হার্টগ কমিটি (b) 1917-

(III) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (c) 1929

(IV) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (d) 1944

1. (1)-a, (II)-c, (III)-b, (IV)-d

2. (1)-c, (II)-d. (III)-a, (IV)-b

3. (1)-d. (II) c, (III)-a, (IV)-b

4. (1)-d, (II)-c, (III)-b. (IV)-ক

● 1944 সালে কোন শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য সর্বজনীন, বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার আহ্বান জানানো হয়েছিল 6 থেকে 14 বছর বয়সী শিশু?

ক. উড এর ডেসপ্যাচবি, ম্যাকোলে প্ল্যান

গ. হার্টগ পরিকল্পনা

d সার্জেন্ট প্ল্যান

● নিচের কোনটি মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমকে একাডেমিক এবং টেকনিক্যালে ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছে?

ক উড এর ডেসপ্যাচবি হান্টার কমিশন

গ. সার্জেন্ট রিপোর্ট

d হার্টগ কমিটি

8.2 রেফারেন্স (Reference)

ওয়েব সোর্স:

http- ijrar.com upload_issue ijrar_issue_619.pdfS02 05 2022 ~ ö˜‡y ¥öìëûöìŒéV

http- www.surendranathcollege.org new upload SUDIPTA SAHATHE% 20BENGAL RENAISSANCE2021-06-01THE% S02 05 2022-~20BENGAL 20RENAISSANCE pdf

https- en.wikipedia.org wiki Bengali Renaissance (01/05/2022 এ দেখা)

https- en. wikipedia.org wiki Renaissance (01/05/2022 এ দেখা)

goodstudy.org renaissanceéôédiscuss # https- m2DéôétpBzIU (01/05/ এ দেখা হয়েছে

2022V https- old.amu.ac.in emp studym 100003366.pdf (01/05/20224 দেখা)

https- www.yourarticlelibrary.com education nationaléôéeducationéôémovementéôé1938éôéeducation 89643(02/05/2022 এ দেখা হয়েছে) -1905-

জার্নাল

ড্রদ্রন্ড্ড্থা, ঢ. (1919)। বাংলার ইতিহাসের প্রয়োজন। রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টসের জার্নাল, 67(3462), 288-2981 28 এপ্রিল, 2020, ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.দ্দন্ঠদ্রন.দ্রন্ত্বন্ঠখত্ন্ড্ত্র/41347924 থেকে সংগৃহীত

বই

- নায়েক, জেপি এবং নূরুল্লাহ, এস. (1985-2009)। এ স্টুডেন্টস হিস্ট্রি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া 1800-19731 দিল্লি: Macmillan Publishers India LTD.
- শর্মা, ওপি এবং খান, এন, ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন। দিল্লি: মডার্ন পাবলিশার্স।
- পুরকাইত, বি.আর. (2005)। আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার মাইলফলক। কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (পি) লি.
- ব্যানার্জি, জেপি (2007-2008)। ভারতে শিক্ষা। খণ্ড-1। কলকাতা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।
- অ্যাশওয়ার্থ, ইজে 'রেনেসাঁ দর্শনা' ইন: Routledge Encyclopaedia of Philosophy ভলিউম 4. সংস্করণ। এডওয়ার্ড ক্রেগ। লন্ডন এবং নিউ ইয়র্ক রাউটলেজ, 1998. 264-671
- ভট্টাচার্য, কে.এস. বেঙ্গল রেনেসাঁ সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা।
- নতুন দিল্লি ক্লাসিক্যাল পাবলিশিং কোং, 1986
- Broomfield J.H. বহুবচন সমাজে এলিট দ্বন্দ্ব: বিংশ শতাব্দীর বাংলা।
- বোম্বে: ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, 1968 দাশগুপ্ত। 1. বেঙ্গল রেনেসাঁর গোধূলি। কলকাতা: দে'স পাবলিশিং, 2005
- ধর। এন. বেদান্ত ও বেঙ্গল রেনেসাঁ। কলকাতা: মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, 1977
- গুপ্তা। উ: বেঙ্গল রেনেসাঁয় অধ্যয়ন। কলকাতা: ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, 1958
- কোপফ। ঙ. ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদ এবং বেঙ্গল রেনেসাঁ। বার্কলে: ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, 1969
- হার্টগ, পি.জে., এড. (1900)। ওয়েন্স কলেজ, ম্যানচেস্টার: একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কলেজ এবং এর বিভিন্ন বিভাগের বিবরণ। পুনরুদ্ধার 15 নভেম্বর 2016. এর

উদ্‌ধৃত কাজ:

1) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ঠিকানা, 12 ই মার্চ 19101

2) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ঠিকানা, 2রা মার্চ 19071

3) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ঠিকানা, 26 ডিসেম্বর 1913

4) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ। ভলিউম 1

5) Dusgupta R.K– Sir Asutosh Mukherjee Annual Lecture. 1980.

6) 1.8. রিপোর্ট ফাইল নং 80G/28, W.B.S.A.

7) কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের কার্যধারা। 8th April, 1922